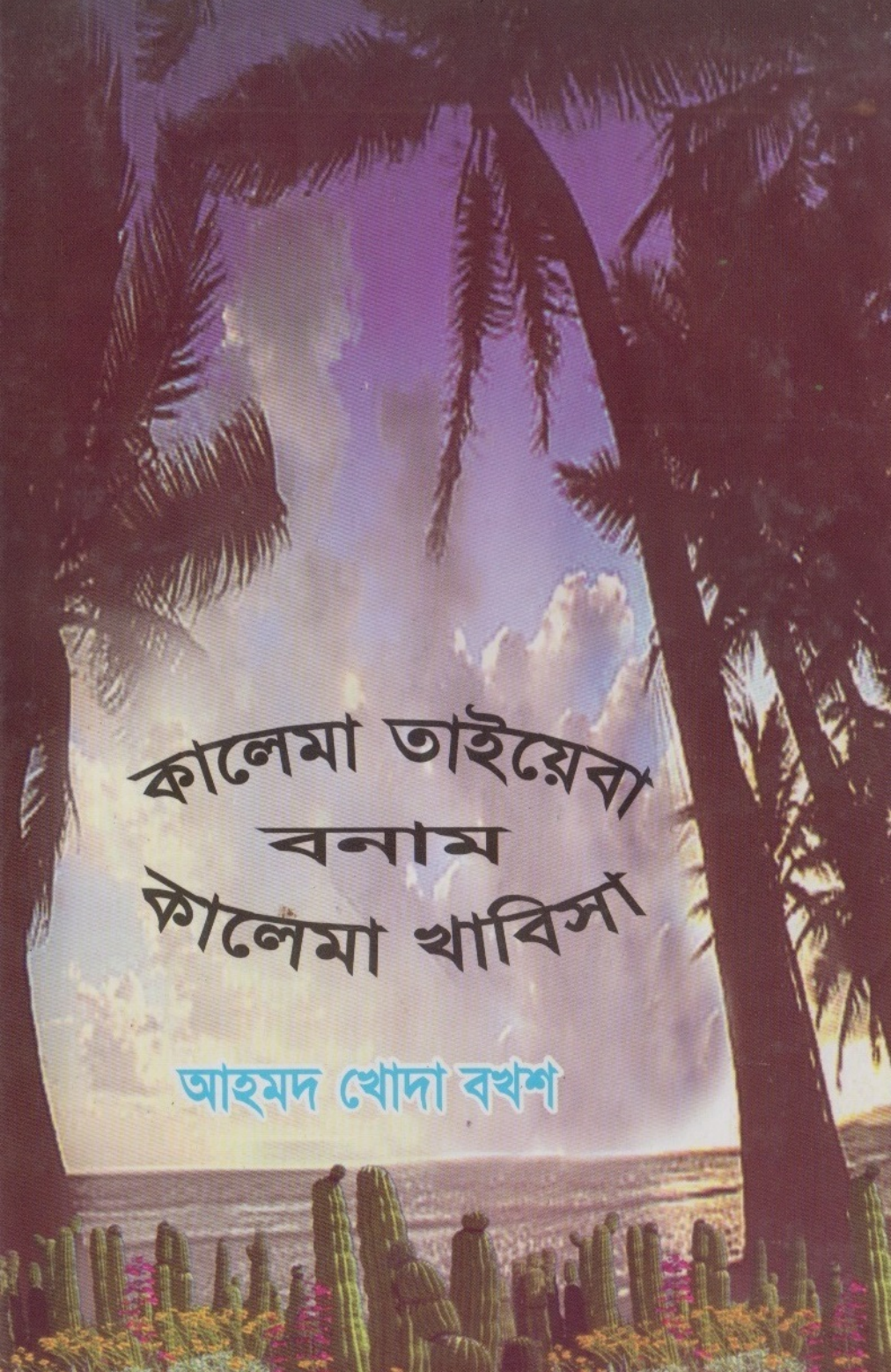
কালেমা তাইয়েবা
বনাম
কালেমা খাবিসা
আহমদ খোদা বখশ

কালেমা তাইয়েবা
বনাম
কালেমা খাবিসা

আহ্‌মদ খোদা বখশ

www.pathagar.com

প্রকাশিকা ঃ এল, নেসা
বাড়ী নং- ৪, রোড নং- ৬
শালবন মিস্ত্রিপাড়া
রংপুর। ফোনঃ ৬১৭২৯

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৪০৯
মুহররম - ১৪২৩
এপ্রিল- ২০০২

অক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ মদিনা প্রিন্টিং প্রেস
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর ।
ফোনঃ ৬৫৪৪১, ৬১৮৯২

প্রচ্ছদ ঃ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম
শালবন মিস্ত্রিপাড়া
রংপুর।

হাদীয়া ঃ ৭৫ (পচাঁত্তর) টাকা।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর বাণীঃ

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها * ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ن اجتثت من فوق الارض مالها من قرار * يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظلمين ويفعل الله ما يشاء *

"তুমি কি দেখ না, কালেমা তাইয়েবার উপমা আল্লাহ কিভাবে ব্যক্ত করেন? ইহা একটি ভাল জাতের বৃক্ষের মত, যার শিকড় মাটিতে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত, আর ডালপালা আকাশে বিস্তারিত ভাবে ছড়ানো। প্রতি মুহূর্তে উহা তার প্রভুর নির্দেশে ফলদান করে। এসব উপমা আল্লাহ মানুষের জন্য দিচ্ছেন যেন লোকেরা চিন্তা ভাবনা করে, শিক্ষা গ্রহণ করে। আর কালেমা খাবিসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি খারাপ জাতের বৃক্ষের মত, যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়াইয়া ফেলা যায়, যার কোন দৃঢ়তা নেই। এ শাশ্বত বাণী (কালেমা তাইয়েবা) এর দ্বারা বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও পরকালে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর অপরাধীগণকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করেন।"
(সূরা ইব্রাহীমঃ ২৪-২৭)।

www.pathagar.com

উৎসর্গিত

আমার পরম স্নেহপরায়না মরহুমা মাতা মরিয়ম নেছা ও পরম স্নেহপরায়ন মরহুম পিতা খয়ের উদ্দিন আহমদ এর প্রতি এ ভক্তির নিদর্শন

–আহমদ খোদা বখশ

www.pathagar.com

ভূমিকা

আল কুরআনে আল্লাহ্ পাক কালেমা তাইয়েবাকে একটি ভাল জাতের বৃক্ষ ও কালেমা খাবিসাকে আগাছার সাথে উপমিত করেছেন। কালেমা তাইয়েবা হল নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, প্রভু, প্রতিপালক ও পরিচালক আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা দ্বীনীল হাক্ক এর বীজমন্ত্র বা একক, শাশ্বত জীবন দর্শন। এ বীজ হতেই উৎসারিত হয়েছে পরিপূর্ণ ইসলাম-বৃক্ষ, নবী করিম (সঃ) -এর তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীর পরিপূর্ণ রূপ।

কালেমা খাবিসা একটি নয়, অসংখ্য। যুগ যুগ ধরে নবী রাসূলগণের প্রবর্তিত শাশ্বত জীবন দর্শনের বিপরীতে মানুষ যত সব জীবনদর্শন রচনা করেছে, এসবই কালেমা খাবিসা। কালেমা খাবিসার ভিত্তিতে রচিত জীবন ব্যবস্থা মানব সমাজে কোথাও কোন সময়ে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি ও মানব জীবন সমস্যার নির্ভুল ও শান্তিময় স্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম হয়নি।

বর্তমানে মুসলমানরা কালেমা তাইয়েবার তপজপ (জ্বিকর) করলেও এর তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং কালেমা খাবিসার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে আমার বিশ্বাস। এ অজ্ঞতার অন্ধকারে কিছুটা জ্ঞানালোক সম্পাতের জন্যই আমার এ নগণ্য প্রয়াস।

আমার প্রয়াসে আল্লাহর বান্দাগণ উপকৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করব। অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য মহান, দয়ালু আল্লাহর নিকট-মাগফিরাতের- আর্জি পেশ করছি। আল্লাহ্ হাফিজ।

রংপুর
১৫/৭/৯৫ ঈসায়ী

বিনীত
আহমদ খোদা বখশ
জুনিয়র ইনস্ট্রাকটর (অবসর প্রাপ্ত)
রংপুর-পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
রংপুর।

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়েবা বনাম কালেমা খাবিসা রচনাকালে যে সব পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১। তাফহীমুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ) — মাওলানা আবুল আলা মওদুদী (রঃ)
২। তফছীরে মা'রেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ) — মওঃ মুহাম্মদ শফী (রঃ)
৩। আল-কুরআনুল করীম – ইসলামীক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
৪। বঙ্গানুবাদ আল- কুরআন — মওঃ মুহাম্মদ আব্বাছ আলী (রঃ)
৫। সহীহ্ আল- বুখারী (বঙ্গানুবাদ) — মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত
৬। মোস্তফা চরিত - মওঃ মুহাম্মদ আকরাম খাঁন (রঃ)
৭। আদর্শ মানব- আলহাজ্ব ফজলুল করিম
৮। মানুষের নবী- মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী

ভুল সংশোধন

পৃঃ	প্যারা	সারি	ভুল	শুদ্ধ
৫	৩	১	অন্যান্য	অনন্য
৬	১	৪	আল্লাহ্	আল্লাহর
৩৪	আরবী	৩	الا ساء يحكمون	الا ساء ما يحكمون
৪৬	১	৪	দমিয়	দমিয়ে
৭৪	২	৩	সত্য;	সত্য,
৮১	৩	৪	ন্যায়	ন্যাস
১১২	৩	১	এক	এর
১৪২		শেষ সারি	একখানি করে	একখানি করে তরবারি।
১৫৬	২	১৩	করলেন।	করলেনঃ "নাজরানের
১৬০	২১		হঙ্কার	হুঙ্কার

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	
কালেমা তাইয়েবা ও খাবিসার অর্থ	১
মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য	২
মানব সমাজের জন্য নবী রাসূলগণ	৫
সকল নবী রাসূল একই নীতির অনুসারী ছিলেন	৬
নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নীতি ভিন্ন ছিল না	৭
আল-কুরআনের কতিপয় নির্দেশনা	১২
কয়েকটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নির্দেশ	১৪
কতিপয় অর্থনৈতিক নির্দেশ	১৪
দেওয়ানী আইন	১৬
কতিপয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি	১৮
জিহাদ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশ	১৯
বিচার হুকুম সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা	২১
কতিপয় আন্তর্জাতিক নীতি	২৫
হেদায়েত ও দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা	২৭
আরবদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৩২
অহীর প্রথম প্রকাশ	৩৮
কালেমায়ে তাইয়েবার দ্বারা যেসব ইলাহকে অস্বীকার করা হয়	৪৩
ফেরকা বা ধর্মীয় দল	৫৪
মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য	৬০
নমরূদ ও ফিরআউনের খোদাই দাবীর স্বরূপ	৬২
তাগুতের আসল পরিচয়	৭১
মুসলমানদের আনুগত্যের সুনির্দিষ্ট বিধান	৭৮
আল্লাহর আনুগত্য	৭৯
রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য	৮৩
উলিল আমর (মুরব্বী, নেতা, শাসক) এর আনুগত্য	৮৭
মুসলিম শাসকের অনুসরণীয় নীতি	৯০
ঈমানদার নেতা ও শাসকের গুরুত্ব	৯১
পথ ভ্রষ্ট নেতা ও শাসকরা জাহান্নামে নিয়ে যাবে	৯২
জাহান্নামে ঝগড়া	৯৫

www.pathagar.com

নবী করিম (সঃ) এর আবির্ভাব যুগে তাগুতগণ	১০০
কালেমা খাবিসা কি ?	১০৬
নবী করিম (দঃ) এর দাওয়াত	১১০
হাবশায় প্রথম হিজরত	১১৫
হজ্বের মৌসুমে ইসলাম প্রচার	১১৯
মদীনায় হিজরত	১২০
মদীনায় মসজিদ নির্মাণ	১২৬
নবীর মসজিদে কি শুধুই নামাজ হত?	১২৬
মদীনায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা	১২৮
আন্তর্জাতিক সনদ	১২৮
লড়াইয়ের প্রাথমিক নির্দেশ	১৩৩
বদর যুদ্ধ	১৩৫
বদর যুদ্ধের শিক্ষা	১৩৮
ওহুদ যুদ্ধ	১৩৯
আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ	১৪০
বনু কুরাইজার যুদ্ধ	১৪২
হুদাইবিয়ার সন্ধি	১৪২
সন্ধির সুফল	১৪৭
সন্ধির পর	১৪৯
মক্কা বিজয়	১৫১
মক্কা বিজয়ের পর	১৫৩
তাবুক অভিযান নবম হিজরী সনের প্রতিনিধি দল সমূহ	১৫৫
নবম হিজরী সনের হজ্ব	১৫৬
বিদায় হজ্ব	১৫৯
বিদায় হজ্বের ভাষণ	১৫৯
ইসলামের স্বরূপ	১৬২
দারুল ইসলাম বনাম দারুল কুফর	১৬৬
উপসংহার	১৭১

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়েবা ও খাবিসার অর্থ

আরবী 'কালেমা' শব্দের অর্থ 'কথা' বা 'বাক্য'। তাইয়েবা শব্দের অর্থ পাক, পবিত্র বা উত্তম। কালেমা তাইয়েবার শাব্দিক অর্থ পাক বা উত্তম বাক্য। আরবী খাবিসা শব্দের অর্থ নাপাক, অপবিত্র, খারাপ। কালেমা খাবিসার শাব্দিক অর্থ নাপাক কথা বা 'খারাপ বাক্য'।

যদি জিজ্ঞাসা করি 'কালেমা তাইয়েবা' কি? আবাল বৃদ্ধ বনিতা জওয়াব দিবে-

لا اله الا الله محمد رسول الله

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি "কালেমা খাবিসা" কি? এর জওয়াব অধিকাংশ লোকের নিকটই পাওয়া যাবে না। এমন কি, সমাজে জ্ঞানী গুণী বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সামান্য সংখ্যকই হয়ত এর জওয়াব দিতে সমর্থ হবে। অথচ কালেমা তাইয়েবার তাৎপর্য বুঝতে হলে কালেমা খাবিসার তাৎপর্য বুঝা একান্তই প্রয়োজন। দিনকে বুঝতে হলে যেমন রাতকে বুঝতে হয়, জাগ্রত অবস্থাকে বুঝতে হলে যেমন নিদ্রাকে বুঝতে হয়, সুখকে বুঝতে হলে যেমন দুঃখকে বুঝতে হয়, তেমনি কালেমা তাইয়েবাকে বুঝতে হলে অবশ্যই কালেমা খাবিসাকে বুঝতে হবে। কিন্তু কালেমা খাবিসার বিষয়ে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে।

কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা খাবিসার উপমা আল্লাহ্ পাক আল কোরআনে ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

﴿ ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء (٢٤) تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون (٢٥) ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض مالها من قرار (٢٦) يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظلمين ويفعل الله مايشاء (٢٧) ﴾

www.pathagar.com

"তুমি কি দেখ না; কালেমা তাইয়েবার উপমা আল্লাহ কিভাবে ব্যক্ত করেন? ইহা একটি ভাল জাতের বৃক্ষের মত, যার শিকড় মাটিতে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত, আর ডালপালা আকাশে বিস্তারিত ভাবে ছড়ানো। প্রতি মুহূর্তে উহা তার প্রভুর নির্দেশে ফলদান করে। এসব উপমা আল্লাহ মানুষের জন্য দিচ্ছেন যেন লোকেরা চিন্তা ভাবনা করে, শিক্ষা গ্রহণ করে। আর কালেমা খাবিসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি খারাপ জাতের বৃক্ষের মত, যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়াইয়া ফেলা যায়, যার কোন দৃঢ়তা নেই। এ শাশ্বত বাণী (কালেমা তাইয়েবা) এর দ্বারা বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও পরকালে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর অপরাধীগণকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করেন।" *(সূরা ইব্রাহীমঃ ২৪-২৭)।*

পারিভাষিক অর্থে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এ বাক্যকেই "কালেমা তাইয়েবা" বা 'পবিত্র বাক্য' বলা হয়। এ বাক্যের শাব্দিক অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল (বা দূত)।

কালেমা তাইয়েবা কয়েকটি শব্দের সমাহার; কিন্তু ইহার তাৎপর্য অতি বিরাট, অতি ব্যাপক, তুলনাহীন। ইহা দ্বীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বীজ স্বরূপ। কালেমা তাইয়েবার উপমা দেয়া হয়েছে ফলবান ভাল জাতের বৃক্ষের সাথে। বীজের মাঝে যেমন গোটা বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি কালেমা তাইয়েবার মাঝে পরিপূর্ণ ইসলাম বিরাজমান। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পত্রপল্লবিত হয়ে যেমন বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়, অতঃপর ফলদায়ক হয়, তেমনি কালেমা তাইয়েবা পরিপূর্ণতা লাভ করলে মানব সমাজের জন্য অশেষ কল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আরবের আইয়ামে জাহেলীয়তের অন্ধকারাচ্ছন্ন চরম অধঃপতিত যুগে যে মানব সমাজ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, সাম্য, মৈত্রী ও ইনছাফের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে, তাই কালেমা তাইয়েবার পরিপূর্ণতা বিকাশের বাস্তব রূপ।

মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যঃ

মানবজাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন শিক্ষা সাপেক্ষ চরিত্র দিয়ে। জন্মগতভাবে মানুষ কিছুই জানে না। সে জানে না তার ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র,

www.pathagar.com

তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ, সম্পর্ক; খাদ্য-অখাদ্য, দায়িত্ব-অধিকার, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধন-সম্পদ সংক্রান্ত নীতিমালা, শাসন-হুকুম, অপরাধ-বিচার ইত্যাদি। আল্লাহ পাক বলেন, ***"আল্লাহ তোমাদেরকে মায়ের পেট হতে বের করেছেন এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"*** (সূরা নহল- ৭৮)

মানুষকে জন্মগতভাবে কোন জ্ঞানবুদ্ধি না দিলেও জন্ম পরবর্তী জীবনে জ্ঞান বুদ্ধি লাভের জন্য তাকে সকল প্রকার উপায় উপকরণ ও অনুকূল প্রবৃত্তি দান করা হয়েছে। একজন শিশু মানুষ শুধুই জানতে চায় এটা কি? ওটা কি? আর তার পরিবার ও পরিবেশ হতেই সে সব শিক্ষা লাভ করে। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে সে বাংলা শিখে, ইংরেজের ঘরে জন্মিলে সে ইংরেজী শিখে; হিন্দুর ঘরে জন্মিলে সে গরু দেবতার পূজা করা শিখে, মুসলমানের ঘরে জন্মিলে সে গরু কোরবানী করা শিখে। । দুই পরিবেশে জন্মলাভ করে ও পালিত হয়ে দুইজন মানুষ যে দুই বিপরীত নীতির অনুসারী হল, এই দুই বিপরীত নীতিই কি ঠিক? অবশ্যই নয়। একটি ঠিক হলে, অপরটি হবে বেঠিক। মানুষের শিক্ষা সাপেক্ষ চরিত্র হবার কারণে তার ভুল শিক্ষা লাভের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আর সঠিক নীতির অনুসারী না হয়ে ভুল নীতির অনুসারী হলে তার কুফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তার জ্ঞানের সৎব্যবহার করবে ভুল নীতি ও নির্ভুল নীতি সন্ধান করতে। মানুষের জন্য বিশ্ব স্রষ্টার এটিও এক পরীক্ষা। মানুষের উচিত তার জন্মগত পরিবেশের নিকট হতে সে যে শিক্ষা লাভ করে, তার যাচাই বাচাই করে ভুল নির্ভুলতা নির্ণয় করা ও ভুলকে বর্জন করে নির্ভুলকে গ্রহণ করা; অন্যথায় তাকে অবশ্যই ভুলের মাশুল যোগাতে হবে।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। কিন্তু বুদ্ধির বা জ্ঞানের মাত্রা সকলের সমান নহে। বয়স ভেদে বুদ্ধির মাত্রা অসমান। বালক, যুবক ও বৃদ্ধের জ্ঞানবুদ্ধি সমান নহে। নারী পুরুষ ভেদেও জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য হয়। পরিবেশের শিক্ষার প্রভাবেও জ্ঞানবুদ্ধির পার্থক্য ঘটে। মানুষের এ শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের কারণে মানব সমাজে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। মানব জীন্দেগীতে প্রতি ক্ষেত্রেই এ মত পার্থক্য বিদ্যমান। এ মত পার্থক্যের কারণেই মানব সামজে নানা ধর্মীয় দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা মত ও দলের

www.pathagar.com

উদ্ভব ঘটেছে। বর্ণ, ভাষা বা ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষ নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এসব দল হতেই দলাদলি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ; চরম বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের আছে একটি পারিবারিক জীবন। পরিবারে থাকে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, দাদা-দাদী ইত্যাদি। অন্যান্য মানুষ তথা চাচা-চাচী, নানা-নানী মামা-খালা ইত্যাদির সাথে থাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক। মানুষের থাকে প্রতিবেশী। মানব সমাজে থাকে নানা পেশার লোক যথা- কৃষক-শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, ধোপা-নাপিত, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি। মানব সমাজে আছে শাসক, আছে প্রজা। মানব জীবনে আছে নানা প্রকার অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা। অতএব দন্ডদানের জন্য আছে আইন, আছে বিচারক। মানব সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আছে ধন-সম্পদ আহরণ, সঞ্চয়, উত্তরাধিকারিত্ব, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। মানব জীন্দেগী একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার অধীন। মানব সমাজে আছে প্রত্যেকটি মানুষের পদমর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব । কিন্তু প্রত্যেকের পদমর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব সমান নহে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ وهو الذى جعلكم خلئف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم فى مآ أتكم ـ إن ربك سريع العقاب ـ وإنه لغفور رحيم ﴾ (١٦٥)

"আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে জমীনে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছেন, আর পদমর্যাদায় একজনকে অপরজনের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে যে (বৈশিষ্ট্য) দিয়েছেন, তাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন অবশ্যই তোমার রব শাস্তিদানে তৎপর, আর অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আনআম- ১৬৬)।

খলিফাগণের স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের কর্তী, তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

www.pathagar.com

চাকর তার মালিকের সম্পদের রাখাল; তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে ওমর বলেন, আমি এসব রাসূলুল্লাহর মুখ থেকে শুনেছি। আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন, ছেলে তার বাপের সম্পদের রক্ষক; তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সহীহ আল বোখারী হাদীস নং- ২২৩২)।

মানব সমাজে মানুষের এ মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত না হলেই সমাজে আসবে বিশৃংখলা। কিন্তু সব মানুষ সমানভাবে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান না হওয়ায় মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি অভ্রান্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভারসাম্যমূলক নীতিমালা রচনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী একাধিক নীতিমালা রচনা করেছে, কিন্তু মানব রচিত কোন নীতিমালাই সমাজের বিশৃংখলা দূর করতে সক্ষম হয়নি। ইহাই মানব জাতির ইতিহাস।

মানুষের অন্যন্য সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্ব স্রষ্টা মানুষের শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য, মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জশীল, অভ্রান্ত নীতিমালা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের নিকট মানুষের স্রষ্টা এ অভ্রান্ত নীতিমালা প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন নবী রাসূলগণের মাধ্যমে।

মানব সমাজের জন্য নবী রাসূলগণ

'নবী' শব্দের অর্থ সংবাদবাহক, আর 'রাসূল' শব্দের অর্থ দূত। মানব জাতির সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষের মাঝে নবী রাসূলগণের আবির্ভাব এক নৈসর্গিক ব্যবস্থা। প্রথম মানব হজরত আদমই ছিলেন প্রথম নবী। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে সঠিক নীতি শিক্ষা দিতেন। মানব জাতির ক্রমিক সম্প্রসারিত ধারায় মানব জাতি বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ يايها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبآئل لتعارفوا ـ إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير (١٣) ﴾

www.pathagar.com

"হে মানব জাতি! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি, আর তোমদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে, সবচেয়ে বেশী আল্লাহ ভীরু, (আল্লাহ নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী)। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও খবরওয়ালা।"

(সূরা হুজরাত-১৩)।

প্রত্যেক জাতি বা গোত্রের জন্যই অভ্রান্ত নীতি মালা শিক্ষাদান বা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্ব স্রষ্টা নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

ولكل قوم هاد

"প্রত্যেক উম্মাৎ (সম্প্রদায়) এর জন্য পথ প্রদর্শক রয়েছে।"

(সূরা রাদ- ৭)।

দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক মানব গোষ্ঠির মাঝে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব এ কথারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে। তবে সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই নবী রাসূল নহেন। অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যারা নবী রাসূল নহেন, তাদেরকেও লোকেরা ভুল বিশ্বাসে নবী রাসূলদের মর্যাদা প্রদান করেছে। আলকোরআনে প্রায় ছাব্বিশ জন নবী রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সব নবী রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾

"(হে নবী!) আমি অবশ্যই আপনার পূর্বে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম; তাদের মধ্যে কতিপয়ের উল্লেখ আপনার নিকট করলাম, আর তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে, যাদের উল্লেখ আপনার নিকট করলাম না।" (সূরা মুমিন-৭৮)।

সকল নবী রাসূল একই নীতির অনুসারী ছিলেনঃ

আজকে মূসা (আঃ) এর অনুসারী ইহুদী, ঈসা (আঃ) এর অনুসারী খৃষ্টান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের

www.pathagar.com

অনুসারী হলেও মূসা, ঈসা বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই নীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁদের সকলের অনুসরণীয় নীতি ছিল বিশ্ব প্রভু আল্লাহ প্রদত্ত, অভ্রান্ত, শাশ্বত বিধান। তাঁদের নীতি ছিল বিশ্ব নিখিলের একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র মালিক, একমাত্র পরিচালক, একমাত্র পূজ্য আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা, একমাত্র তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করা। এ আত্মসমর্পণ করারই মর্মার্থ প্রকাশক আরবী শব্দ ইসলাম। যারা আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত, শাশ্বত বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারাই হয় মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী); আর তাদের অনুকরণীয় জীবন বিধান হয় ইসলাম (আত্মসমর্পণ)। সকল নবী রাসূলই মুসলিম ছিলেন, আর তাঁদের জীবনাদর্শ ছিল 'ইসলাম'। সূরা আম্বিয়ার ৫১ নং আয়াত হতে ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, লুৎ, নূহ, দাউদ, সোলাইমান, ঈসা প্রভৃতি নবী রাসূলগণের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করে ৯২-৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ***"এই তোমাদের উম্মাত (দল, সম্প্রদায়) এক উম্মাত আর আমি তোমাদের রব (প্রভু)। অতএব, তোমরা সকলে আমারই এবাদত (বন্দেগী, আনুগত্য, দাসত্ব) কর। কিন্তু তারা (লোকেরা) তাঁদের (নবীগণের) আনিত নির্দেশকে নিজেদের মাঝে খন্ড খন্ড করে ফেলল। প্রত্যেককেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে (ও কর্মনীতির জওয়াবদদিহি করতে হবে)।"***

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নীতি ভিন্ন ছিল নাঃ

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন ভিন্ন নীতির অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন না। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولابكم - إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين (٩) ﴾

"বলুন (হে নবী!), আমি রাসূলগণ হতে অভিনব কেউ নই। আর আমি অবগত নই, আমার সাথে কি আচরণ করা হবে, আর (তোমাদের নাফরমানীর কারণে) তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আমি ত কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহী (আসমানী নির্দেশ) করা হয়। আর আমি স্পষ্ট সর্তককারী বই কিছুই নই।" *(সূরা আল আহ্কাফ- ৯)।*

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন,

﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ـ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ـ الله يجتبى إليه من يشآء ويهدى إليه من ينيب (١٣) ﴾

"তিনি (আল্লাহ)ই তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐ পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ পাঠিয়েছিলেন নূহের প্রতি, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি (হে নবী!) আপনার প্রতি, আর যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে পার্থক্য সৃষ্টি কর না; আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের নিকট বড়ই অসহনীয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার নৈকট্য লাভের জন্য মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাকে পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা শূরা- ১৩)।

সকল নবী রাসূলকেই আল্লাহ্ পাক দ্বীনেল হক বা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান, যা মানুষের জন্য শাশ্বত ও অভ্রান্ত, তাই মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব সময় পর্যন্ত অতীতের সকল নবীর দ্বীনুল হকের শিক্ষা প্রায় বিলুপ্ত বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল। ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর অধঃস্তন পুরুষ কুরাইশরা কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে আল্লাহর পাশে তাদের পূজা উপাসনা করছিল, অথচ ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কর্তৃক নির্মিত কা'বা ঘরকে তারা 'বায়তুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর বলেই মানত। মূসা (আঃ) এর অনুসারী ইহুদীরা দ্বীনের ব্যাপারে মতভেদ করতে করতে ৭২টি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, আর পরস্পরে ভ্রাতৃঘাতি, কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কর্মনীতির ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে বলেন, *"স্মরণ কর, যখন বনি ইসরাইলদের অঙ্গীকার নিয়ে ছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও এবাদত (উপাসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) করবে না; মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দরিদ্রের প্রতি সদয় আচরণ করবে; আর মানবের সাথে সদালাপ করবে,*

www.pathagar.com

ছালাত কায়েম করবে, আর জাকাত আদায় করবে; কিন্তু তোমাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাইয়া লইলে। যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়ে ছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না; অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করেছিলে; আর তোমরাই এর সাক্ষী। অতঃপর তোমরাই তারা, যারা পরস্পরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কার করছ; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা (মিত্রদের) পরস্পরের পৃষ্টপোষকতা করছ এবং তারা যখন তোমাদের নিকট বন্দীরূপে উপস্থিত হয়, তখন মুক্তিপণ আদায় কর। অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে হীনতা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি কর্মফল হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করে যাচ্ছ সে বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নহেন। (সূরা বাকারাঃ ৮৩-৮৫)।

আল-কুরআনের উপরি উক্ত ভাষণ হতে বনি ইসরাইল তথা ইহুদীদের সমাজ জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। এতীম, অসহায়দের নিরাপত্তা ছিল না, জাকাতের বদলে সুদের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। ধনী-গরীব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে ঝগড়া কাট্যাকাটিতে লিপ্ত হওয়ায় সমাজ জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়েছিল।

ঈসা (আঃ) বা যীশু খৃষ্টের অনুসারীগণ তাঁকে আল্লাহর পুত্ররূপে ভুল বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্ব প্রভুর স্থলে তারই এবাদত শুরু করেছে। শুধু তাই নয়। তাঁর মাতা মেরীকেও পূজ্যের আসনে বসিয়েছে। এক 'ইলাহ' এর স্থলে তিন 'ইলাহ' বা তিন খোদার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের কর্মনীতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, *"অবশ্যই (আল্লাহর প্রতি) কুফরী (অবিশ্বাস) করেছে তারা, যারা বলে আল্লাহই মরিয়ম পুত্র মসীহ; আর ঈসা মসীহ বলত, হে বণিইসরাইল, আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমারও রব (প্রভু), আর তোমাদেরও রব। অবশ্যই যে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন, আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; এরূপ অপরাধীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। অবশ্যই*

www.pathagar.com

তারা কুফরী করল, যারা বলে যে আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়, অথচ এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে এরূপ কাফেরদেরকে অবশ্যই পীড়াদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তারা কি আল্লাহর (নীতির) দিকে ফিরে আসবে না, আর (তাদের ভুল বিশ্বাসের কারণে) তারা কি তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। মরিয়ম পুত্র মসীহ তো একজন রাসূল ছাড়া কিছু না; তাঁর পূর্বেও রাসূলগণ গত হয়েছে। আর তাঁর মা একজন সতী সাধ্বী মহিলা। তারা দু'জনই খাদ্য গ্রহণ করত (অর্থাৎ তাঁরা ক্ষুধা পিপাসার অধীন ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিল মানবীয় গুণ, দেবত্ব ছিল না)। লক্ষ্য কর, তাঁদের জন্য সত্য বিধান (আয়াত) কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, অতঃপর লক্ষ্য কর তাঁরা কোথা হতে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।" (সূরা মায়িদাঃ ৭২-৭৫)।

এভাবে নবী রাসূলগণের অনুসারীগণ পরবর্তী কালে তাহাদের প্রদত্ত প্রকৃত শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে ভুল আকিদা বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সৃষ্টি করেছে। নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের প্রাক্কাল পর্যন্ত দুনিয়ার সর্বত্র সব মানব গোষ্ঠির মাঝে নবী রাসূলগণের আনীত সঠিক ও শাশ্বত জ্ঞানের বিকৃতি বা বিলুপ্তি ঘটেছিল নানাভাবে। ফলে মানব সমাজে সর্বত্র অন্যায়, অবিচার, অধিকার হরণ, নানা প্রকার বিপর্যয় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। মানব সমাজের বিপর্যস্ত অবস্থার মলিন, চিত্র আঁকা হয়েছে বহু কবির ছন্দময় ভাষায়ঃ

বিশ্ব ছিল পাগলাগারদ, ধারতনা কেউ কারও ধার।
কেউ পূজিত পাথর নুড়ি, কেউবা ইতর জানোয়ার।

আরব জাতির সামাজিক বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এভাবে–

ওই দেখ মরুচর বিদুঈন আরবের দল
অবিচার, অনাচার, ব্যভিচার করিছে কেবল।
ভা'য়ে ভা'য়ে বিসম্বাদ, গৃহে গৃহে রক্ত ঋণ শোধ,
নিষ্ঠুর আচার যত হারিয়াছে কান্ড-জ্ঞান বোধ।
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন দুঃখভরা জগতের বুকে,

www.pathagar.com

ক্রন্দনে ব্যথিত দিন হতাশায় চায় উর্দ্ধমুখে।

মানবজাতির এ হাতাশাব্যঞ্জক বিপর্যস্ত অবস্থায় মহৎ হৃদয়ে গভীর ব্যথার সৃষ্টি হয়; হৃদয়ে জিজ্ঞাসা জাগে

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয়?
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমনি করে?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব জীবন অবনী পরে?

মানব জাতির এ করুণ অবস্থায়, তাদের ব্যথা, বেদনা হতাশা দূর করার জন্য, পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দানের জন্য বিশ্ব স্রষ্টার খলিফা মানুষের প্রকৃত মর্যাদা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হলেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কবি বলেন-

"এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী, ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি।"

চল্লিশ বছর বয়সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক নবী রাসূলরূপে মনোনীত হলেন। অতঃপর তিনি মানুষকে আহবান জানালেন বিশ্ব নিখিলের মালিককে একমাত্র রব (প্রভু, মালিক বিধানদাতা, উপাস্য) বলে গ্রহণ করতে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে; আল্লাহ পাকের এবাদত (পূজা, উপাসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) কে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আল্লাহর এবাদত করাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্য। আল্লাহ পাক বলেন- *"আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে আমার এবাদত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করিনি।" (সূরা যারিয়াত- ৫৬)।*

আমরা বর্তমানে আল্লাহর এবাদত বলতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, তছবীহ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন বুঝি। কিন্তু আল্লাহর এবাদতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা, আল্লাহর হুকুমের অধীনে জীবন

www.pathagar.com

যাপন করা। নামাজ কায়েম করতে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন। অতএব তাঁর হুকুম মোতাবেক নামাজ আদায় করলে তাঁর এবাদত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নামাজ না পড়ার হুকুম দিয়েছেন, অতএব সে সব ক্ষেত্রে নামাজ না পড়াই আল্লাহর এবাদত। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রোজা পালন করলে হয় আল্লাহর এবাদত। আবার কোন কোন দিন রোজা রাখা নিষেধ করা হয়েছে; ঐ সব দিনে রোজা না রাখাই হবে আল্লাহর এবাদত। তা'হলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাকের হুকুম মানার নামই আল্লাহর এবাদত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওতী জীন্দেগীর নাতিদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে আল্লাহর হুকুমসমূহ ব্যক্তি জীবন হতে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক যত সব হুকুম বা নির্দেশ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন, সে সবের সমষ্টিই আজ আল-কোরআন রূপে আমাদের নিকট মওজুত আছে। আল-কোরআনের যাবতীয় হুকুমই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তবায়িত করেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে " كان خلقه القران অর্থাৎ আল কোরআনই তাঁর চরিত্র।" কোরআন মজিদের বিষয়বস্তু তথা আল্লাহ পাকের হুকুম বা নির্দেশের সাথে সামান্য পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে এখানে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ

আল কোরআনের কতিপয় নির্দেশনা

"অবশ্যই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়পরায়ণতার, মঙ্গল সাধনের, আত্মীয়স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের; আর তিনি নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, পাপাচার ও (তাঁর) বিরুদ্ধাচরণ। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা আল্লাহর (নামে করা) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন তোমরা পরস্পর অঙ্গীকার কর; আর আল্লাহকে যামীন করে তোমাদের শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।" (সূরা নহলঃ ৯০-৯১)।

কয়েকটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নির্দেশঃ

﴿ يايها الذين أمنوا لا تدخلوا بيو تا غيربيوتكم حتى تستانسوا

www.pathagar.com

وتسلموا على أهلها ـ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون (٢٧) فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ـ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ـ والله بما تعملون عليم (٢٨) ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না গৃহবাসীদের অনুমতি গ্রহণ কর ও তাদেরকে সালাম প্রদান কর। এ ব্যবস্থাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, যেন তোমরা (আল্লাহর নির্দেশ) স্মরণ কর। অতঃপর যদি গৃহে কাকেও না পাও, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি প্রাপ্ত হও। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে, ইহাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর ব্যবস্থা, আর তোমরা যা কর, তা আল্লাহ অবগত আছেন। (সূরা নূরঃ ২৭-২৮)।

আল্লাহ বলেনঃ (হে নবী) বিশ্বাসী পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হিফাজত করে, ইহাই তাদের জন্য পবিত্রতর ব্যবস্থা। তারা যা করে অবশ্যই আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

(হে নবী!) বিশ্বাসী নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে। তাদের গুপ্তাঙ্গের হিফাজত করে। আর যা সাধারণতঃ প্রকাশ্যমান তা ব্যতীত তাদের আভরণ (অলঙ্কার, বেশভূষা, সৌন্দর্য) যেন তারা প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার চাদর দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসদাসী, যৌন কামনাবিহীন পুরুষ এবং বালক, যারা নারীদের গোপনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞ- এদের ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের জন্য সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর (বিধানের)) দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূরঃ ৩০-৩১)।

"তোমরা যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে

www.pathagar.com

একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে তাদের সংশোধন চাইলে, আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবকিছুই অবহিত। তোমরা আল্লাহর এবাদত করবে ও কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব সহচর, পথিক পর্যটক এবং তোমাদের মালিকানাভূক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদাচার করবে। অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীদেরকে" -(সূরা নিসাঃ ৩৫-৩৬)।

কতিপয় অর্থনৈতিক নির্দেশনাঃ

﴿ الذين يأكلون الربوا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ـ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا ـ وأحل الله البيع وحرم الربوا ـ فمن جآءه، موعظة من ربه فانتهى فله، ما سلف ـ وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون (٢٧٥) يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لايحب كل كفارأثيم (٢٧٦) ﴾

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় (কিয়ামতে) দাঁড়াবে, যাঁকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা বিভ্রান্ত করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে ব্যবসায় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে বৈধ (হালাল) ও সুদকে অবৈধ (হারাম) করেছেন; অতঃপর যার নিকট রব (আল্লাহ) এর নিকট হতে উপদেশ এসেছে সে (সুদ হতে) বিরত হউক তবে অতীতে যা ঘটেছে তা তারই এবং তার ফয়সালা আল্লাহরই নিকট। আর যারা সুদের পুনরাবৃত্তি করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। সুদকে আল্লাহ ধ্বংস করেন, আর দানকে আল্লাহ বৃদ্ধিদান করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ, পাপীকে ভালবাসেন না।" (সূরা- বাকারাঃ ২৭৫-২৭৬)।

"হে ঈমানদারগণ" তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর সুদের যা প্রাপ্য আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও। যদি তোমরা এরূপ

www.pathagar.com

না কর, তবে আল্লাহ ও রাসূলের তরফ হতে যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে, তোমাদের মূলধন তোমাদেরই; তোমরাও অত্যাচার করবে না, আর তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (সূরা বাকারাঃ ২৭৮-২৭৯)।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রাখ, তোমাদের মাঝে কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গত ভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, সে যেন তদ্রুপ লিখে, আর ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর যেন কিছু (স্বত্ব) কম না করে।" (সূরা বাকারা- ২৮২)।

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না, কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় করা বৈধ; আর নিজদেরকে হত্যা কর না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। যে কেউ সীমা লংঘন করে অন্যায়ভাবে এসব করবে, তবে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাব, আর আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ। তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ বড় বড় অপরাধের কাজগুলো হতে যদি তোমরা বিরত হও, তবে তোমাদের ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে মোচন করে দেব, আর তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।' (সূরা- নিছাঃ ২৯-৩০)।

'মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পতির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তারাধিকারী করেছি, আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে অংশ প্রদান কর। অবশ্যই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের পরিদর্শক।' (সূরা নেছা- ৩৩)।

'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে যা কিছু (ফাই) তার রাসূলকে দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয় স্বজনদের এবং এতিম, দরিদ্র ও পথচারীদের, যেন ধনসম্পদ তোমাদের মাঝে কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।" (সূরা আহযাব- ৭)।

. 'আর তাদের (মুত্তাকীদের) ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।' (সূরা যারিয়াত- ১৯)।

''আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত, আর পথিকদেরকে তাদের হক (প্রাপ্য) প্রদান কর এবং অপব্যয় করিও না। অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভ্রাতা, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।' (সূরা বণি ইসরাইল ঃ ২৬-২৭)।

"অবশ্যই সদকাত (ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ ধনভান্ডারের সঞ্চয়) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, তৎসংক্রান্ত কর্মচারী, মুয়াল্লাফাতে কুলুবদের (যে অমুসলমানের চিত্তাকৃষ্ট করা হয়) জন্য, দাস মুক্তির জন্য, আর ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) আর মুসাফিরদের জন্য; আল্লাহর তরফ হতে নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা তওবাঃ -৬০)।

'আর তোমাদের ধনসম্পদ, যা তোমাদের প্রতিষ্ঠা লাভের উপকরণ করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করিও না, এটা হতে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, আর তাদের প্রতি ন্যায়ানুগ কথা বলবে। (সূরা নিসা- ৫)।

দেওয়ানী আইনঃ

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ج فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ج وان كانت واحدة فلها النصف ط ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ج فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث ج فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها اودين ط اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا ط فريضة من الله ط ان الله كان عليما حكيما - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم من بعد وصية توصون بها آو دين وإن كان رجل يورث كللة إومرأة وله أخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم * تلك

www.pathagar.com

عليم حليم * تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها وذلك الفوزالعظيم * ومن يعص اللّه ورسوله ويتعدحدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ﴿

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কেবল কন্যা দুই জনের বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার মাতাপিতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে, আর তার মাতাপিতাই তার ওয়ারিশ হলে তার মাতার জন্য একতৃতীয়াংশ, আর তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ, আর (এসব বন্টন হবে) তাঁর ওছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পর।' 'আর তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদে তোমাদের অংশ অর্ধেক, আর সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ; কোন ওছিয়ত করা থাকলে, তা পালন ও কোন ঋণ থাকলে তা পূর্ণ করার পর। তোমাদের কোন সন্তান না থাকলে, স্ত্রীদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের হিস্যা এক-চতুর্থাংশ, আর যদি সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ; কোন ওছিয়ত বা ঋণ থাকলে, তা আদায় করার পর। যদি মাতাপিতা বা সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই বা বোন, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্টাংশ; তারা এর অধিক হলে, তারা এক তৃতীয়াংশে সম অংশীদার হবে। কোন ওছিয়ত থাকলে বা ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পর। কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল। এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। সেখানে তারা চিরজীবি হবে, এটা হলো মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, আর তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা নিসাঃ ১১-১৪)।

www.pathagar.com

কতিপয় ফৌজদারী দন্ডবিধিঃ

﴿ يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ـ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ـ فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن ـ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ـ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ـ ولكم فى القصاص حيوة يآولى الالباب لعلكم تتقون ﴾

"হে ঈমানদারগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) এর বিধান প্রদত্ত হল। স্বাধীন ব্যক্তির স্থলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের স্থলে ক্রীতদাস, নারীর স্থলে নারী; কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, ন্যায় সঙ্গতভাবে ক্ষতিপূরণ ও সততার সাথে তা আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে দন্ড লাঘব ও করুণা। অতঃপর যে সীমা লঙঘন করবে, তার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। হে জ্ঞানী সমাজ! কিসাসের মাঝে তোমাদের জীবন রয়েছে যে তোমরা বিপর্যয় এড়াতে পার।"

(সূরা বাকারা- ১৭৯)।

"হে ইমানদারগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং এ সব বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির ইচ্ছা করে, এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জ্বিকর (স্মরণ) ও সালাত হতে বিরত রাখে। অতঃপর তোমরা কি নিবৃত হবে না? তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর এবং সর্তক হও। অতঃপর যদি তোমরা (আল্লাহর নির্দেশ হতে) মুখ ফিরিয়ে লও, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর নিদের্শসমূহ সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছে দেওয়াই আমার রাসূলের দায়িত্ব।' (সূরা মায়িদাঃ ৯০-৯২)।

"পুরুষ চোর বা স্ত্রী চোর -তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃত কর্মের ফল, আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড। আর আল্লাহ

www.pathagar.com

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমা লংঘনের পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমীনের রাজত্ব (মুলক) আল্লাহর; যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন, আর সব কিছুর উপরই তিনি সর্বশক্তিধর।" (সূরা মায়িদা ৩৮-৪০)।

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত কর। আর আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি সহানুভূতি যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মুমিনদের একটি দল যেন উহাদের শাস্তি প্রদান প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা নূর-২)।

দেশদ্রোহীতা বা জাতিদ্রোহীতার শাস্তিঃ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর জমীনের বুকে (দেশে) ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়, তবে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা উল্টাদিক হতে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এই তাদের লাঞ্ছনার শাস্তি, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তারা শাস্তি হতে রেহাই পাবে। অতঃপর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা মায়িদাঃ ৩৩-৩৪)।

জিহাদ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশঃ

﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ـ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾

"তোমাদের জন্য যুদ্ধকে বিধিবদ্ধ করা হল, যদিও ইহা তোমাদের নিকট অপ্রিয়। কিন্তু এমন হতে পারে যে তোমরা যা পছন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এমন হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ

www.pathagar.com

কর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর; আর আল্লাহই (চূড়ান্ত ভালমন্দ) জানেন; তোমরা (সবকিছু) জান না" (সূরা বাকারা- ২১৬)।

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও (হে ঈমানদাররা!) আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন করিও না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা- ১৯০)।

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে যতক্ষণ ফিতনা (বিপর্যয়, অশান্তি) দুরীভূত না হয় এবং আল্লাহর জন্য দ্বীন (আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা (বিরুদ্ধবাদীরা) বিরত হয়, তবে জালিমরা (অপরাধীরা) ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে শত্রুতা আক্রমণ করা চলবে না।" (সূরা বাকারা- ১৯৩)।

"হে ঈমানদারগণ! যখন কোন দলের মুকাবিলা করবে, তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ (জ্বিকর) করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, নিজেদের মাঝে মতভেদ (বিবাদ) করবে না; এ রূপ করলে তোমরা সাহস হারা হবে, আর তোমাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে; আর ধৈর্য ধারণ করবে। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।" (সূরা আনফালঃ ৪৫-৪৬)।

"তোমরা তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে; এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এতদ্ব্যতীত তাদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করবে, এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। আর তারা যদি সন্ধির জন্য হস্ত প্রসারিত করে, তবে তুমিও করবে, আর আল্লাহর উপর ভরসা করবে। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আনফালঃ ৬০-৬১)।

'হে নবী! মুমিনদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মাঝে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মাঝে একশত জন থাকলে, এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের (প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে) বুঝ সমঝ নেই। (সূরা আনফালঃ ৬৫)।

www.pathagar.com

উপরে উদ্ধৃত পাক কোরআনের এ বাণীসমূহ পাঠ করলে, ঈমানদারদের মনে অবশ্যই এ বিশ্বাস জন্ম লাভ না করে পারে না যে, মুসলমানদের প্রভু আদেশ দাতা, পরিচালক একমাত্র বিশ্বনিখিলের প্রভু আল্লাহ্ আর মুসলমানরা তারই অধীন তাঁর সৈনিক, তাঁর আজ্ঞাবহ মাত্র। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

"জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে; অতঃপর হত্যা করে এবং হত হয়। আল্লাহ্র এ সত্য ওয়াদা তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে উল্লেখ আছে। আর ওয়াদা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? অতঃপর তোমরা যে সওদা করেছ, তজ্জন্য আনন্দ কর, এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা তওবা- ১১১)।

আল-কোরআনে বিচার, হুকুমত সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা ঃ

﴿أم يحسدون الناس على مآ آتهم الله من فضله فقد آتينا
ال ابراهيم الكتب والحكمة واتينهم ملكا عظيما﴾

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকদেরকে (নবী ও তাঁর অনুসারী) যা দিয়েছেন তজ্জন্য কি তারা ঈর্ষা পোষণ করে? তবে আমি তো ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি এবং দান করেছি বিরাট রাজত্ব (মুলক)।" (সূরা নিসা- ৫৪)।

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে আমানত (দায়িত্ব) উহার যোগ্য অধিকারীকে প্রদান করবে, আর যখন মানুষের মাঝে হুকুম (বিচার, শাসন) চালাবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে হুকুম প্রদান করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতইনা উৎকৃষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্য হতে যে আদেশ দাতা (নেতা, শাসক) তার। কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতভেদ ঘটলে, উহা উপস্থাপন করবে আল্লাহ ও রাসূল (এর বিধান) এর নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর। ইহাই মঙ্গলজনক,

www.pathagar.com

আর পরিণামের দিক দিয়ে অতি উত্তম।"(হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা (বিধান) নাজিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা তাগুত (আল্লাহ বিরোধী) এর নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়, অথচ উহাকে (তাগুত) অস্বীকার করার জন্য তারা নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (সঠিক পথ হতে) বহু দূরে সরাতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা (বিধান) নাজিল করেছেন ও রাসূল (এর ফয়সালা) এর দিকে আস, তখন (হে নবী!) আপনি মুনাফিকদের দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছে।" (সূরা নিসাঃ ৫৮-৬১)।

"রাসূলকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করল, তখন যদি তারা আপনার নিকট আসতো ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তারা আল্লাহকে অবশ্যই পরম ক্ষমাকারী, দয়ালুরূপে পেত। কিন্তু না (তাদের আচরণ ছিল বিপরীত), আপনার রবের শপথ, তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ- বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর ন্যস্ত না করবে; অত:পর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না ও সিদ্ধান্তের প্রতি তারা পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিবে।" (সূরা নিসাঃ ৬৪-৬৫)।

"(হে নবী!) আপনার প্রতি সত্য সহকারে অবশ্যই এ কিতাব নাজিল করেছি, এ জন্য যে, আপনাকে আল্লাহ যা (যে সত্যপথ) দেখিয়েছেন তদনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করেন, আর বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে আপনি বিতর্ককারী হবেন না। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন; অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। যারা নিজদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না; অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে ক্ষমা করেন না।" (সূরা নিসাঃ ১০৫-১০৭)।

"আর (হে নবী!) আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছি, পূর্বের নাজিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে। অতএব আল্লাহ

www.pathagar.com

যা (বিধান) নাজিল করেছেন, তদ্বারা তাদের মাঝে হুকুম প্রদান করুন, আর আপনার প্রতি যে সত্য নাজিল হয়েছে, তারপর তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা মায়িদা- ৪৮)।

"আর আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেছেন, তদানুযায়ী যারা হুকুম (বিচার, শাসন) চালায় না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়িদা- ৪৪)।

"(হে নবী!) আপনার প্রতি যা অহী করে পাঠানো হচ্ছে, তা আঁকড়ে ধরুন। অবশ্যই আপনি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর উহা অবশ্যই আপনার ও আপনার কওমের জন্য স্মারক; অবশ্যই তোমরা এ (কোরআনের) বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা যুখরুফঃ ৪৩-৪৪)।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, যদিও উহা তোমাদের নিজের বিরুদ্ধে অথবা মাতাপিতার বিরুদ্ধে এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। যদিও সে ধনী বা গরীব হয়; তাদের চেয়ে আল্লাহই অধিকতর খেয়ালের পাত্র; সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পক্ষপাতিত্ব কর বা উপেক্ষা কর, তবে তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" (সূরা নিসাঃ ১৩৫)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে। কোন জাতির প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন ন্যায়পরায়ণতা বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ না করে; সুবিচার করবে ইহা তাকওয়া এর নিকটতর এবং আল্লাহর ভয় পোষণ করবে; তোমরা যা কর, তা অবশ্যই আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (সূরা মায়িদা-৮)।

আল্লাহ পাক নবীগণকে তাঁর বান্দাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নেতারূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, *"আর তাদেরকে (নবীগণকে) আমি এরূপ নেতা করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে লোকদেরকে সুপথে পরিচালিত করত; তাদের প্রতি অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে, আর জাকাত প্রদান করতে, এবং তারা আমারই আবেদ (পূজারী, অনুসারী, দাস) ছিল।" (সূরা আম্বিয়া- ৭৩)*

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছি। অতএব, মানুষের প্রতি সত্য সহকারে হুকুম প্রদান কর, আর প্রবৃত্তির

www.pathagar.com

অনুসরণ করবে না; ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা বিচারের দিনকে (পরকালকে) ভুলে গেছে।"

(সূরা সাদ- ২৬)।

হজরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাদশাহী লাভের পর আল্লাহ নিকট দোয়া করেছিলেন, *"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্ব (মুলক) দান করেছ, আর বিষয়াবলীর তাৎপর্য অনুধাবনের জ্ঞান দান করেছ। হে আকাশমন্ডলী ও জমীনের স্রষ্টা, ইহলোক ও পরলোকে তুমিই আমার অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। মুসলিম (অনুগত) হিসাবে তুমি আমার মৃত্যু ঘটাও, আর সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মিলিত কর।"*

(সূরা ইউসুফ- ১০১)।

পক্ষান্তরে, ফিরআউন, হামান ইত্যাদি শাসক বা নেতার উল্লেখ করে আল্লাহ পাক বলেন, *"তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম, যারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত; কিয়ামত দিবসে তারা কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা। এ দুনিয়ায় তাদেরকে অভিসম্পাতের অনুসারী বানিয়েছি: কিয়ামত দিনে তারা হবে ঘৃণিত।" (সূরা কাছাছঃ ৪১-৪২)।*

"ফিরআউন তার জনগণের মাঝে এ বলে ঘোষণা দিল যে, হে আমার জাতির লোকেরা, মিশরের রাজত্ব কি আমার নহে? এ নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি এসব দেখ না? আমি কি ঐ ব্যক্তি (মূসা) হতে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন, নীচ, এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম? মূসাকে কেন (রাজকীয় চিহ্ন হিসেবে) স্বর্ণবলয় দেয়া হল না, অথবা (তার রব আল্লাহর তরফ হতে) ফিরিস্তারা তার সাথে দলবদ্ধভাবে কেন আসল না? এভাবে সে তার জনগণকে (মূসার বিষয়টি) হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করল; অতঃপর জনগণ তারই অনুসরণ করল। তারা ছিল এক ফাসিক (আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী) জাতি। অতঃপর তারা যখন আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করল, আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম; অতঃপর তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম। অতঃপর তাদেরকে ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত করলাম, আর পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম।" (সূরা যুখরুফঃ ৫১-৫৬)

www.pathagar.com

"অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নির্দশনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠিয়েছিলাম ফিরআউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তারা ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ করল; আর ফিরআউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। এর পরিণতি এই যে, কিয়ামত দিবসে ফিরআউন তার কওমের অগ্রভাগে থাকবে আর তাদেরকে পরিচালিত করবে জাহান্নামের দিকে; কতই না নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছে যাবে। দুনিয়ায় তাদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল, আর কিয়ামত দিবসেও তারা অভিশাপগ্রস্ত হবে। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তারা লাভ করবে।"

(সূরা হুদঃ ৯৬-৯৯)

উপরের আয়াতে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দুনিয়ায় যে সব নেতা বা শাসকের অনুসরণ, আনুগত্য করা হবে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই হাশর হবে। তাদের কর্মফল যদি জাহান্নাম হয়; তবে তাদের অনুসরণ করে জাহান্নামেই যেতে হবে।

কতিপয় আন্তর্জাতিক নীতি ঃ

﴿ الشهرالحرام بالشهرالحرام والحرمت قصاص ـ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ (١٩٤)

"সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বদলা; আর সম্মান রক্ষা করার বদলা সম্মান। অতঃপর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করে, তবে তোমরাও তাদের উপর বদলা গ্রহণ কর যতটুকু তারা সীমা লংঘন করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করে চল; অবশ্যই আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে।" (সূরা বাকারা- ১৯৪)।

"যদি তোমরা পরিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে উহা ধৈর্যশীলদের জন্য মঙ্গলজনক। ধৈর্য ধারণ করবে; আর তোমাদের ধৈর্যত হবে আল্লাহরই সাহায্যে। আর উহাদের (বিরুদ্ধবাদীদের) জন্য দুঃখ করবে না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন

www.pathagar.com

সংকীর্ণ করবে না। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গী যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে, এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।" (সূরা নহলঃ ১২৬-১২৮)।

"মুশরিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি ও তোমাদের বিরুদ্ধে কাকেও কোন সাহায্য করেনি, তাদের সাথে চুক্তির নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের (আল্লাহর হুকুম পালনকারীদের) ভালবাসেন।" (সূরা তওবা- ৪)।

"যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তবে সমতার ভিত্তিতে তাদের চুক্তি তাদের দিকে ছুড়ে দাও। অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা আনফাল- ৫৮)।

আল-কোরআনের যাবতীয় নির্দেশ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব। মানব জীন্দেগীর এমন কোন দিক নেই, যার নির্দেশ আল-কোরআনে প্রদত্ত হয়নি। আল-কোরআন একটি অতুলনীয় পরিপূর্ণ জীবন বিধান (A complete code of conduct of life) -এ জীবন বিধান কোন মানুষের তৈরী নহে। মানুষের একমাত্র প্রতিপালক, মানুষের সম্রাট, মানুষের একমাত্র উপাস্য, বিশ্ব নিখিলের একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র পরিচালক, একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মহিমান্বিত আল্লাহই মানুষের অভ্রান্ত জীবন পথের দিশারূপে এ নির্দেশনা নাজিল করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ নির্দেশনামা পরিপূর্ণ রূপে মানব জীন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল; আর তিনি নাতিদীর্ঘ তেইশ বছরে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মানব রচিত যাবতীয় ধর্মীয় বা বৈষয়িক নিয়মনীতি, বিধি-বিধান, উৎখাত করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন।

আল-কোরআন বুঝে পাঠ করলে এ কথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, ইহা সর্বোচ্চ আদেশদাতা (The Highest Command)এর নির্দেশনামা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ এ সর্বোচ্চ আদেশ দাতার নির্দেশের অধীনে পরিচালিত হয়ে জীবন যাপন করেছেন। এ সর্বোচ্চ আদেশ দাতা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পনই ইসলাম। আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পনের বাস্তবরূপ হল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান তথা আল কুরআনের বিধানাবলীর পুরোপুরি অনুসরণ। ব্যক্তি জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবন, এমন কি

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম বা দ্বীনের হক প্রতিষ্ঠা করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব পালনের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿ هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ *

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন (দ্বীনেল হক) দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন; আর মুশরিকরা এটা যতই অপছন্দ করুক" [সূরা সাফ্-৯]।

হেদায়েত ও দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে ব্যবহৃত হেদায়েত ও দ্বীন শব্দ দুটির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। হেদায়েত শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শন বা নির্দেশনা। যে যা জানেনা তাকে সে বিষয়ে জ্ঞান দান করা বা নির্দেশ দান। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে বলেন,

﴿ ووجدك ضآلا فهدى (٧) ﴾

"আর তিনি আপনাকে পথহারা (জাল্লান) পেয়েছেন, অতঃপর হেদায়েত দিয়েছেন বা সঠিক পথ দেখিয়েছেন। [সূরাঃ দোহা-৭]

মিশর রাজ ফিরআউন তাঁর জনগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"আমি যা [ভাল-মন্দ] দেখি, তাই তোমাদেরকে দেখাই, আর আমি তোমাদেরকে সঠিকপথ ব্যতীত অন্য পথে হেদায়েত দেইনা বা পরিচালিত করিনা" [সূরা মুমিন-২৯]।

এ বাক্যে ফিরআইনের ভাষ্যে আরবী শব্দ 'আহদি' (اهدى) ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ আমি হেদায়েত দান করি বা আমি পথ দেখাই। কেহ গন্তব্য স্থানের পথ না জানলে কেউ যদি তাকে পথ বাতলিয়ে দেয়, তবে সে তাকে হেদায়েত দিল। আপনি যদি কাউকে কোন সমস্যায় পরামর্শ দেন, তবে আপনি তাকে হেদায়েত দিলেন। শিক্ষক ছাত্রকে যেভাবে কার্য সম্পাদনের নির্দেশ দেন, আরবীতে তাকেই বলা হবে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের হেদায়েত। নেতা তাঁর

www.pathagar.com

দলকে যে নীতির উপরে চলার নির্দেশ দেন, তাই হবে দলের প্রতি নেতার হেদায়েত। শাসক দেশের মানুষের প্রতি যে আইন বা ফরমান জারি করেন, তাই হবে শাসকের হেদায়েত। মানুষ জীবনে কোন না কোন হেদায়েতের অধীন। এক দিকে আল্লাহ্‌র হেদায়েত, অন্য দিকে মানুষের হেদায়েত। আল্লাহ্‌র হেদায়েত মেনে চলাই মানব জীবনের কাম্য। আল্লাহ্‌র হেদায়েত অভ্রান্ত ও জীন্দেগীর সকল দিকের জন্য পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তাঁর নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে এ হেদায়েত দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এ এক নৈসর্গিক ব্যাপার। মানুষের হেদায়েত যদি আল্লাহ্‌র হেদায়েত ভিত্তিক না হয়, তবে তা হবে ভ্রান্তিপূর্ণ। ফিরআউন তার আপন বিবেচনায় মনে করলেন যে, তিনি তার জাতিকে সঠিক পথেই পরিচালিত করেছেন; কিন্তু আল্লাহ্‌র বিচারে তা ঠিক ছিল না। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

"আর আমি মূসাকে প্রেরণ করি আমার নির্দেশনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি; কিন্তু তারা ফিরআউনের নির্দেশনা মেনে চলল; আর ফিরআউনের নির্দেশনা সঠিক ছিল না।" [সূরা হুদঃ ৯৬-৯৭]।

মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র হেদায়েত অপরিহার্য কেন, এ কথা বুঝতে হলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টিগত পার্থক্যের বিষয় খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সৃষ্টিগত ভাবেই তাকে প্রদান করেছেন। তারা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে সে দায়িত্ব পালন করে চলছে। এ বিষয়টি আল-কুরআনে বহু উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। মৌমাছির জীবন যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেন,ঃ

﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر و مما يعرشون (٦٨) ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا- يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس -إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون (٦٩) ﴾

"আর তোমার রব মৌমাছির প্রতি অহী (নির্দেশনা) করেছেন যে, মৌচাক নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও উচ্চ চালে, অতঃপর প্রত্যেক

www.pathagar.com

ফলফুল হতে খাদ্য গ্রহণ কর; অতঃপর তোমার প্রভুর নির্দ্ধারিত পথে (প্রভুর নির্দেশের) অধীন হয়ে চল; তার পেট হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের ব্যাধির আরোগ্য। অবশ্যই এতে (মৌমাছির জীবন ধারায়) রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা নহলঃ ৬৮-৬৯]

মৌমাছি যে দায়িত্ব পালন করে চলছে, তা তার জন্মগত শিক্ষা। মৌচাক তৈরী করা, ফলফুল হতে খাদ্য গ্রহণ করা বা মধু তৈরী করার জন্য জন্ম পরবর্তীকালে মৌমাছিকে কোন শিক্ষা (Training) গ্রহণ করতে হয় না। ইহাই মৌমাছির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টার জন্মগত হেদায়েত। অনুরূপভাবে মানুষ ছাড়া যাবতীয় সৃষ্টি জন্মগত হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। কিন্তু মানুষ এর ব্যতিক্রম। মানুষ বুদ্ধিমান জীব; কিন্তু জন্মগতভাবে সে কিছুই শিখে না, কিছুই জানে না। মানুষ যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষালাভ করে জন্ম পরবর্তী সময়ে তার পরিবেশের নিকট। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ ঘটা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। বালক যুবক বা বৃদ্ধের জ্ঞান বা বুদ্ধি সমান হয় না। এমন কি, একই বয়সের দুইজন মানুষের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি সমান হয় না। মানুষের এ সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষের মাঝে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের এ সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার মাঝে ভুল মত ও পথের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ভুল হতে রক্ষা করার জন্যই মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তাকে জ্ঞানগত হেদায়েত দেবার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের জন্ম পরবর্তীকালে এ আসমানী হেদায়েতের শিক্ষা মানুষকে লাভ করতে হয়। মানুষের সঠিক জীবন যাপনের জন্য আসমানী হেদায়েতের অনুসরণ অপরিহার্য।

আরবী 'দ্বীন' শব্দটির সাধারণভাবে অর্থ করা হয় ধর্ম; আর আমরা সাধারণত ধর্ম বলতে বুঝি কতগুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান; যেমনঃ মুসলমানদের নামাজ, রোজা, হজ্জ, কোরবানী ইত্যাদি। হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা পার্বন; খৃষ্টানদের গীর্জায় যেয়ে যীশুর স্তুতিগান ইত্যাদি। কিন্তু পাক কোরআনে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহর পরিচয় হিসেবে বলা হয়েছে, مالك يوم الدين অর্থাৎ বিচার দিনের সম্রাট বা প্রতিফল দিনের মালিক।' এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ বিচার বা প্রতিফল। সূরা ইউসুফে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, "তিনি (ইউসুফ) তাঁর ভাইকে রাজার আইনে (দ্বীনে) ধরে রাখতে পারছিলেন না।" (১২ঃ৭৬)। এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ আইন। সূরা নূরে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনীকে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন,

"আর আল্লাহর দ্বীনে তাদের (শাস্তিপ্রাপ্তদের) ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন কোন সহানুভূতি স্পর্শ না করে (২৪ঃ২)"

এখানে দ্বীন মানে আইন বা শাস্তি বেত্রাঘাত করার ব্যবস্থা। সূরা তওবায় বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধানে ও গণনায় মাস বারটি আসমানসমূহ ও জমীন সৃষ্টির দিন থেকে, তন্মধ্যে চারটিই সম্মানিত। এইটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার কর না" (৯ঃ৩৬)।

এখানে দ্বীন মানে বার মাসে এক বৎসর গণনার সনাতন বিধান। সূরা আল মুমিনে বলা হয়েছেঃ

ফিরআউন বললেন, তোমরা আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব, ডাকুক সে তার প্রতিপালককে। আমি ভয় করি, সে তোমাদের দ্বীনকে বদল করে ফেলবে অথবা দেশময় বিপর্যয় (ফাসাদ) সৃষ্টি করবে। ৪০ঃ২৬।

মিশরবাসীদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থাকেই বদল করার ভয় ছিল; এর মাঝে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সামিল। অন্যত্র ফিরআউন মূসার বিরুদ্ধে মিশর দেশ দখলের অভিযোগ এনেছে। 'ফিরআউনের পারিষদবর্গ বলতে লাগল,

নিশ্চয়ই সে (মূসা) একজন বিজ্ঞ যাদুকর; সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় ; এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত কি ?" (৭ঃ১০৯-১০)।

দ্বীন শব্দটি কালাম মজিদে বিরাশী বার উল্লেখিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচারকেও দ্বীন শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। সব কিছু বিবেচনা করে দ্বীন শব্দের অর্থ বাংলায় জীবন ব্যবস্থা (Code of conduct of life) করা যেতে পরে। ইহা ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক বিধান বা রাষ্ট্রীয় আইন সব কিছুই বুঝায়। মানুষ যে নীতি বিশ্বাস করে ও সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে বিধান মেনে চলে তাই তার দ্বীন। এ হিসেবে নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ,

www.pathagar.com

খৃস্টবাদ, হিন্দুয়ানী ইত্যাদি সবই এক একটি দ্বীন। বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন দ্বীন রয়েছে।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েত বা নির্দেশনার ভিত্তিতে নবী রাসূলগণের নেতৃত্বে যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাই হল 'দ্বীনেল হক' বা সত্য, শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। এ সত্য জীবনব্যবস্থা (দ্বীনেল হক)-কে যারা গ্রহণ করে, তারাই সামগ্রিক জীবন, জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর বিধানের অধীন যাপন করে; আল্লাহর বিধানের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে; আর এ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই 'ইসলাম'। আরবী 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'আত্মসমর্পণ; আর যারা আল্লাহর হেদায়েত বা বিধানের নিকট আত্মসমপর্ণ করে, তারাই হয় 'মুসলিম' অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী। জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর বিধানের অধীন যাপন করাই হল আল্লাহর এবাদত করা। আরবী 'এবাদত' শব্দটির অর্থ পূজা, উপাসনা, আনুগত্য, অধীনতা, দাসত্ব, গোলামী। আল্লাহর এবাদত করার অর্থ শুধু ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠান তথা নামাজ, রোজা, হজ্ব, কোরবানী ইত্যাদি পালন করাই নয়। আল্লাহর এবাদত করা, দ্বীনের হককে গ্রহণ করা বা ইসলামী জিন্দেগী যাপন করা সমার্থক।

দ্বীনেল হকের বাইরে যত প্রকারের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রয়েছে এ সবই দ্বীনে বাতিল বা অসত্য জীবন ব্যবস্থা। দ্বীনে বাতিলের প্রবর্তক মানুষ, বিশেষতঃ ধর্মীয় নেতাগণ ও সামাজিক নেতা বা শাসকগণ। যাবতীয় দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে দ্বীনেল হককে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নবী রাসূলগণের দায়িত্ব।

মানুষের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) দ্বীনেল হক নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত দ্বারাই পরিচালিত করতেন। তাঁকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেবার সময় আল্লাহপাক বললেন ঃ

﴿ ... فإما يأتينكم منى هدى ـ فمن اتبع هداى فلايضل ولايشقى (١٢٣) ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى (١٢٤) ﴾

''অতঃপর তোমাদের নিকট আমার হেদায়েত আসবে, যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তারা পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগ্য হবে

www.pathagar.com

না। আর যারা আমার স্মরণ হতে বিমুখ হবে, তবে অবশ্যই তাদের জীবন জীবিকা হবে সংকীর্ণ; আর কিয়ামত দিবসে আমি তাদেরকে অন্ধ করে তুলব।" [সূরা ত্বাহাঃ ১২৩-১২৪]।

কিয়ামতে অন্ধ হয়ে উঠা হল তাদের দুর্ভাগ্যের প্রতীক। 'মুসনাদে বায্যার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হজরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ হয়ে হজরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান ও একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হল দশ করণ'। বাহ্যতঃ এক 'করণ' দ্বারা এক শতাব্দী বুঝায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

অতঃপর মানব গোষ্ঠীর বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে দ্বীনেল হক হতে বিভিন্ন মানব সমাজের বিচ্যুতি ঘটে; আর তখনই সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে নবী রাসূলগণ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহপাক বলেনঃ

"(প্রাথমিক অবস্থায়) সকল মানুষ একই উম্মাত (জাতিসত্ত্বা)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর (তাদের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হলে) আল্লাহপাক নবীগণের আবির্ভাব ঘটালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর সত্য সহকারে তাদের সাথে কিতাব নাজিল করলেন, যাতে মানুষের মাঝে মতভেদের মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের বিষয়ে কেউ মতভেদ করেনি, কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদ বশতঃ কিতাব প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে মতভেদের বিষয়ে সত্যের পথে হেদায়েত দান করেছেন তাঁর অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সঠিক সরল পথে পরিচালিত করেন।" [সূরা বাকারাঃ ২১৩]।

আরবদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে জন্ম লাভ করেন, সেখানে অত্যন্ত অশান্তিময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল। সেখানে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ভিত্তিক রাজ্য (State) ছিল না; ছিল গোত্র ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। গোত্রসমূহ তুচ্ছ কারণে প্রায়ই পরস্পরে মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত হত।

www.pathagar.com

রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ আরবদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ ছিল; অর্থাৎ কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি খুন হলে, খুনী গোত্রের কোন ব্যক্তিকে খুন না করা পর্যন্ত হত ব্যক্তির আত্মা তৃপ্তি লাভ করে না। অনেক সময় এরূপ হত্যাকান্ড পুরুষানুক্রমে চলত।

তৎকালীন দুনিয়ার বিভিন্ন মানব সমাজের মত আরবদের মাঝে **দাস প্রথা** চালু ছিল। দাসদাসীরা ছিল হস্তান্তর যোগ্য সম্পদের মতই সাধারণ সম্পদ। দাসীর গর্ভে মালিকের যে সন্তান জন্মাত, সেও দাস বা দাসীই হত। তাদের উপর চলত অমানবিক নির্যাতন।

মদ্যপান ও নারী উপভোগ আরবদের পৌরুষের গৌরবময় প্রকাশ ছিল।

নারীর অবস্থা ছিল বড়ই করুন। এক ব্যক্তি যত সংখ্যক ইচ্ছা বিবাহ করত, আবার খুশিমত তাদেরকে বিতাড়িত করত। পিতার মৃত্যুর পর তার অধীনস্থ সকল নারীই উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের মালিকানায় শামিল হত। শুধু গর্ভধারিণী মাতা এর ব্যতিক্রম ছিল। জাহেলী যুগের আরব সমাজে **চার প্রকার বিবাহ** প্রচলিত ছিল। "উরওয়া ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছেন যে, জাহেলী যুগে চার ধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল।

প্রথম প্রকারঃ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ নারী অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং মোহর আদায় করে বিবাহ করবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হবার পরে বলত তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও ও তার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হও। অতঃপর তার স্বামী তার সাথে এক শয্যায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হত, তখন ইচ্ছা করলে তার স্বামী তার সাথে শয়ন করত। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সে একটি উন্নত জাতের বা বংশের সন্তান লাভ করতে পারে। এরূপ বিয়েকে বলা হত 'আল ইস্তিবদা'।

তৃতীয় প্রকারঃ দশজনের কম ব্যক্তি এক স্থানে একত্রিত হয়ে একজন নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। যদি নারীটি এর ফলে গর্ভবতী হত, তবে শিশু ভূমিষ্ট হবার কয়েকদিন পরে সে ঐ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত

www.pathagar.com

এবং তারা আসতে অস্বীকৃতি জানাত না। যখন সকলে সামনে একত্রিত হত, সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলত তোমরা সকলেই জান যে, তোমরা কি করেছ; এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক, এটি তোমারই সন্তান। সে ব্যক্তি ঐ সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না।

চতুর্থ প্রকারঃ বহু পুরুষ একই নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখত। এরা ছিল বারবণিতা; যারা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজগৃহের সামনে পতাকা টাঙ্গিয়ে রাখত। যদি এ মহিলাদের কেউ গর্ভবতী হত ও সন্তান প্রসব করত তাহলে সেই সকল পুরুষেরা তার নিকট একত্রিত হত এবং একজন 'কিয়াফ' (এরা চেহারা দেখে বলতে পারে, এ অমুকের সন্তান; এ ব্যাপারে এরা বিশারদ ছিল) কে ডেকে আনা হত। 'কিয়াফ' বলে দিত, এটি তোমার সন্তান। সে ঐ সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না এবং লোকেরা শিশুকে তার সন্তান বলে আখ্যা দিত।

কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন সত্যসহ পাঠানো হল, তিনি বর্তমান প্রচলিত প্রথাকে রেখে সব ধরণের বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন।" [সহীহ্ আল বুখারী কিতাবুল নিকাহ্]।

কন্যা সন্তান আরবদের নিকট ছিল অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। প্রায়ই জীবন্ত কন্যা সন্তানকে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা হত। আল্লাহ্পাক বলেনঃ

﴿ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (٥٨)
يتورى من القوم من سوء ما بشربه أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب
الا ساء يحكمون (٥٩) ﴾

'যখন তাদের কেউ কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ পায়, তখন তার মুখ মন্ডল কালিমালিপ্ত হয়, আর সে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। একটি খারাপ সংবাদ শুনার কারণে সে কওমের লোকদের নিকট হতে নিজকে লুকিয়ে বেড়ায়; আর চিন্তা করতে থাকে যে, অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে সন্তানটিকে জীবিত রাখবে, না মাটির নীচে পুঁতে দিবে। সাবধান, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা নিকৃষ্ট।' [সূরা-নহলঃ ৫৮-৫৯]

www.pathagar.com

সুদখোরী মহাজনী আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। ধনী ব্যক্তিরা সুদের ব্যবসায় ফেঁপে উঠত; আর গরীবরা শোষিত হত, নিঃশেষিত হত।

ধর্মীয় জীবনে আরবরা ছিল পৌত্তলিক। প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব বিগ্রহ ছিল। কিন্তু কা'বা ঘর ছিল তাদের সকলের প্রধান ধর্ম-পীঠ। কাবা ঘরকে তারা বলত 'বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর ঘর'। কুরাইশরা জানত যে, তাদের পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) এ কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। তখন এ ঘরে কোন মূর্তি ছিল না। কিন্তু কালক্রমে এ ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তাদের উপাস্য দেবতাদের পাশে তাদের পূর্ব পুরুষ সাধু সজ্জনদের মূর্তিও স্থাপন করে। সহীহ আল বুখারী শরীফের ৩১০৩নং হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাতে ইব্রাহীম ও মরিয়মের ছবি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, কুরাইশদের কি হল? অথচ তারাতো শুনতে পেয়েছে যে, যে ঘরে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে, সেখানে ফিরিস্তাগণ ঢুকেন না। এটি ইব্রাহীমের ছবি। তাও আবার তিনি ভাগ্যের বান নিক্ষেপরত অবস্থায়, অথচ তিনি এ থেকে মুক্ত।" ৩১০৪ নং হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানায়ে কাবায় ছবিসমূহ দেখতে পেলেন তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হল সে পর্যন্ত তিনি তাতে ঢুকলেন না। তিনি দেখতে পেলেন, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কুরাইশদের উপর আল্লাহ লানত করুন। আল্লাহর কসম, তারা দুইজন কখনই ভাগ্য নির্ধারণের তীর নিক্ষেপ করেননি।"

হজ্জের মৌসুমে আরব উপদ্বীপের সকল দিক হতে তীর্থ করার জন্য আরবরা মক্কায় সমবেত হত। কা'বা ঘরের তওয়াফ করত; কোরবানী করত। উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করাকে তারা বেশী সওয়াব বা পুণ্যের কাজ মনে করত।

কুরাইশরা সালাত (নামাজ) অনুষ্ঠানও পালন করত। 'সালাত' শব্দটি তাদের নিকট কোন নূতন শব্দ ছিল না। আল্লাহপাক বলেনঃ *কা'বা ঘরের নিকট তাদের সালাত (নামাজ) কিছুই না, শুধু শীস বাজানো ও হাততালি ছাড়া।' (সূরা আনফাল-৩৫)।*

www.pathagar.com

কুরাইশরা সিয়াম (রোজা) পালন করত। সহীহ্ আল বোখারীর ৩৫৪৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অজ্ঞতার যুগে কুরাইশরা আশুরার রোজা রাখত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ দিন রোজা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আসলেন, তিনি ঐ দিন রোজা রাখলেন ও লোকদেরকেও ঐ দিন রোজা রাখতে আদেশ দিলেন। যখন রমজানের রোজার হুকুম নাজিল হল, তখন যার ইচ্ছা ঐ দিন রোজা রাখত, যার ইচ্ছা ঐ দিন রোজা রাখত না।"

কুরাইশরা ইতেকাফও পালন করত। সহীহ আল বোখারীর ১৮৮৯ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত। উমর (রাঃ) নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জাহেলীয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে একরাত ইতেকাফ করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার মান্নত পূরণ কর।'

কুরাইশরা আল্লাহ, ফিরিস্তা ইত্যাদি বিশ্বাস করত; তবে ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত। তারা আল্লাহ পাককে আসমান, জমীনের স্রষ্টা ও মালিক বলে বিশ্বাস করত। তাদের আল্লাহ বিশ্বাসের স্বরূপ পাক কালামের নিম্ন উদ্ধৃত কয়েকটি আয়াত পাঠ করলে বুঝা যাবেঃ

﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون (٨٤) سيقولون لله قل أفلا تذكرون (٨٥) قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم (٨٦) سيقولون لله قل أفلا تتقون (٨٧) قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجارعليه إن كنتم تعلمون (٨٨) سيقولون لله قل فأنى تسحرون (٨٩) ﴾

'বলুন (হে নবী!) এ পৃথিবী ও এর মধ্যের সব কিছুই কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। তারা বলবে, সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করবে না? বলুন, সপ্ত আকাশ ও মহিমান্বিত আরশের মালিক (রব) কে? তারা বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? বলুন, সকল বস্তুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি

www.pathagar.com

সবাই কে আশ্রয় দান করেন, কিন্তু তাঁর উপরে আশ্রয় দানকারী নেই, যদি তোমরা জান, তবে বল। তারা বলবে আল্লাহরই কর্তৃত্ব। বলুন, তাহলে কোথা হতে তোমরা যাদু গ্রস্তের মত বিভ্রান্ত হচ্ছ?'' [সূরা মু'মিনুনঃ ৮৪-৮৯]।

'(হে নবী!) বলুন, আসমান ও জমীন হতে তোমাদেরকে রিজিক কে দেয়? কে তোমাদের কান ও চোখের উপর কর্তৃত্বশীল? কেই বা জীবিতকে মৃত হতে ও মৃতকে জীবিত হতে বের করে? কে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন? অতঃপর তারা বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না?'' [সূরা ইউনুছ-৩১]।

এরূপ এক আকীদা বিশ্বাস ও চরিত্র সম্পন্ন কওমের মধ্যে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই একজন সৎশীল, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বাসভাজন, দয়ালু, সত্যবাদী ব্যক্তিরূপে সে সমাজে বড় হয়ে উঠলেন। তাঁর সততা ও সত্যবাদীতার কারণে কুরাইশরা তাঁকে 'আল আমীন' বা পরম বিশ্বাসভাজন উপাধি প্রদান করলেন। নবী করিমের তরুণ বয়সে একবার কা'বা ঘর মেরামতের সময় হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) যথাস্থানে স্থাপন করার গৌরব অর্জনের জন্য কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হবার উপক্রম হয়। পরিশেষে এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয় 'আল আমীনের' উপর। তিনি এমন সুন্দর উপায়ে সমস্যার সমাধান করলেন যা সকলের নিকট গ্রহণীয় হল ও সকলে সন্তুষ্ট হল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিক ভাবেই কুরাইশদের কুৎসিৎ গুণাবলীর দ্বারা কখনই প্রভাবিত হননি। সকল নবীর জীবনীই এ বাস্তবতাকে উদঘাটিত করে। তাঁরা অত্যন্ত অধঃপতিত পরিবেশে জন্মলাভ করলেও, পরিবেশের পঙ্কিলতা তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। এটি তাঁদের প্রতি বিশ্বস্রষ্টার এক বিশেষ রহমত। পৌত্তলিক বংশে জন্মলাভ করেও পৌত্তলিকতা হতে তিনি নিঃসম্পর্ক ছিলেন। দ্বীনে হানিফ' বলে আরবদের কিছু লোকের মধ্যে এক ধর্মমত প্রচলিত ছিল; তারা পৌত্তলিকতা বিরোধী ছিল; তারা এক আল্লাহর উপাসনা করত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবতঃই এ মতকে পছন্দ করতেন।

www.pathagar.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, কান্ডজ্ঞানহীন আচরণে ব্যথিত হতেন, চিন্তিত হতেন, কিন্তু ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সমাজ জীবনের সংস্কারের কোন পথ বা নীতি প্রদান করতে সম্পূর্ণ অপারগ ছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সের পর থেকেই তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন ও বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর নিকট মুক্তিপথ লাভের আকুল আবেদন পেশ করতে থাকলেন।

অহীর প্রথম প্রকাশ ঃ

হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান মগ্ন রয়েছেন। এক রাত্রে সহসা অহী নাজিলের সূচনা হল। ফিরিস্তা জিব্রাইল (আঃ) এসে তাঁকে বললেন, পাঠ করুন। হজরত বললেন, আমিতো পড়তে পারি না। ইহা শুনে ফিরিস্তা তাঁকে আলিঙ্গন করে এমন চাপ দিলেন যে, তাঁর সহ্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় বার ফিরিস্তা তাঁকে আবার বললেন, পাঠ করুন। হযরত অনুরূপ জওয়াব দিলেন, আমি পড়তে পারি না। পুনরায় ফিরিস্তা তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন; ইহাতে হজরতের সহ্য শক্তি যেন শেষ হয়ে গেল। ফিরিস্তা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق (١) خلق الإنسن من علق (٢) اقرأ

وربك الاكرم (٣) الذى علم بالقلم (٤) علم الإنسان مالم يعلم (٥) ﴾

"পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তের একপিন্ড হতে। পাঠ করুন; আপনার প্রভু বড়ই মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না।" [সূরা আলাকঃ১-৫]।

এবারে হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর অনুকরণে ইহা পাঠ করলেন; কিন্তু তিনি বড়ই ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি পর্বতগুহা হতে গৃহে ফিরলেন এবং বিবি খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। অতঃপর যখন তাঁর ভীত কম্পিত অবস্থা শান্ত হয়ে গেল, তিনি বিবি খাদিজা (রাঃ) এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হে

www.pathagar.com

খাদিজা! এ আমার কি হয়ে গেল, আমার নিজের জীবনের ভয় লেগে গেছে। হজরত খাদিজা (রাঃ) বললেন, কখনই নয়, আপনি সন্তুষ্ট হন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল আচরণ করেন। সত্য কথা বলেন। আমানত রক্ষা করেন। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; দরিদ্র লোকদের নিজে উপার্জন করে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন ও ভাল কাজে সাহায্য সহায়তা করেন। অতঃপর হজরত খাদিজা (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে তার চাচাত ভাই অরাকা বিন নওফেলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি জাহেলীয়তের যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। এ সময় তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সব কিছু শুনে তিনি বললেন ঃ এইতো সেই নামুস (অহী নাজিলকারী ফিরিস্তা), যাকে আল্লাহ্ হজরত মূসার প্রতি নাজিল করেছিলেন। হায়! আমি আপনার নবুয়ত কালে যদি যুবক বয়সের হতাম; হায়! আপনার জাতির লোকেরা আপনাকে যখন বহিষ্কার করবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকেরা আমাকে বের করে দেবে কেন? অরাকা বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনি যে জিনিষ নিয়ে এসেছেন তা কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তার সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমনতো কখনই হয়নি। আপনার সেই কালে আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে বলিষ্ঠভাবে আমি আপনার সাহায্য করব। কিন্তু এর অল্প কাল পরেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এ দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। অহীর পাঁচটি আয়াতের তাৎপর্য হলঃ মানুষকে জ্ঞান লাভ করতে হবে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হবে; আর প্রকৃত জ্ঞানের উৎস স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা, বিশ্ব নিখিলের প্রভু, প্রতিপালক আল্লাহ। মানুষকে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন শিক্ষা সাপেক্ষ চরিত্র দিয়ে। জন্ম পরবর্তীকালে মানুষকে সব কিছুই শিখতে হয়, জ্ঞানলাভ করতে হয়। এ জ্ঞানের সাথে যদি স্রষ্টার কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে এ জ্ঞান হবে অসম্পূর্ণ, ভ্রান্তিপূর্ণ। এরূপ জ্ঞান মানুষকে বিপথে পরিচালিত করবে। স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞানই মহাসত্য, ত্রুটিহীন, পরিপূর্ণ। এ জ্ঞানের ধারক ও বাহক হলেই মানুষ কেবল সঠিক পথের পথিক হতে পারবে; আর দুনিয়ায় শান্তি এবং পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

www.pathagar.com

কিন্তু মানুষ সহজে এ জ্ঞান গ্রহণ করতে চায় না। সে তার পরিবেশের নিকট যে জ্ঞান লাভ করেছে, তারজন্য সে নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ, পরমুখাপেক্ষাহীন মনে করে; সে জ্ঞানের বাহাদুরী করে; ফলে সে প্রকৃত জ্ঞানের সাধনা হতে বঞ্চিত থেকে যায়, যার পরিণতিতে সে দুঃখে পতিত হয়। আল্লাহ বলেন.

"কখনই না (মানুষের পরমুখাপেক্ষাহীনতা ঠিক না), অবশ্যই মানুষ (আল্লাহর নীতির বিষয়ে) সীমা লঙ্ঘনকারী, যেহেতু নিজকে পরমুখাপেক্ষাহীন মনে করে। অবশ্যই তোমার রবের নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী, (আল্লাহর নির্ধারিত গন্ডীর বাইরে যাবার মানুষের কোন ক্ষমতা নেই)।" [সূরা আলাক ঃ ৬-৮]।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের নিকট আত্মসমর্পণের নামই হল 'ইসলাম'। আল্লাহর প্রাকৃতিক ব্যবস্থার নিকট সকল সৃষ্টিই আত্মসমর্পণ করেছে,

﴿ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون (٨٣) ﴾

"আল্লাহর দ্বীনের বদলে তারা কি অন্য কিছুর তালাস করছে আর আসমান ও জমীনের যাবতীয় সৃষ্টি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর (আল্লাহর) নিকট আত্মসমর্পণ করেছে; আর তাঁরই নিকট তারা প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা আল-ইমরান-৮৩)।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীন তা সে লঙ্ঘন করতে পারে না; যেমন মানুষের জন্ম-মৃত্যু, ঘুম-জাগরণ, ক্ষুধাপিপাসা, যৌন-আচরণ ইত্যাদি। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষ হতে যে জ্ঞানগত বিধান, যা নবী রাসূলগণের মাধ্যমে পাঠানো হয়, মানুষ তা লংঘন করতে পারে। এ বিধান মানা বা না মানা সম্পূর্ণ মানুষের এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ প্রদত্ত এ জ্ঞানগত বিধান মেনে চলাই আল্লাহর এবাদত। একমাত্র আল্লাহই মানুষের পরম প্রভু, একমাত্র তাঁরই স্তুতি করা, তাঁর বিধানের অনুগত হওয়া, তাঁর অনুগত দাস হওয়াই আল্লাহর এবাদত করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওত প্রাপ্তির পর আল্লাহর এ 'এবাদত'

www.pathagar.com

গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন ঃ

"কুরাইশদের সুপরিচিতির কারণে (এ পরিচিতির কারণ আল্লাহর ঘর); অতএব এ ঘরের প্রতিপালকের তারা এবাদত করুক, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, আর ভয়ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" [সূরা কুরাইশ ঃ ৩-৪]

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের এবাদত কর, যিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা (আল্লাহর নাফরমানীজনিত) বিপর্যয় হতে রক্ষা প্রাপ্ত হবে। যিনি তোমাদের জন্য ভুবনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করেছেন, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর এর দ্বারা তিনি তোমাদের খাদ্য হিসেবে ফল, ফসল উৎপাদন করেছেন। অতএব, তোমরা এ সব জেনে শুনে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপন কর না। আর আমি আমার বান্দা (মুহাম্মদ) এর প্রতি যা নাজিল করছি, তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হও, তবে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও, আর অনুরূপ একটি সূরা তোমরা তৈরি কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতঃপর যদি তা করতে না পার-আর তা কখনই করতে পারবে না, তবে সেই (জাহান্নামের) আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর; অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" [সূরা বাকারা ঃ ২১-২৪]

আল্লাহর এবাদত করতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত অহীলব্ধ জ্ঞানেরই অনুসরণ করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন অহীলব্ধ জ্ঞানের অনুসরণ করতে; আর তিনি একমাত্র অহীলব্ধ জ্ঞানেরই অনুসরণ করেছেন।

﴿ واتبع مايوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا (٢) ﴾

"আর (হে নবী!) অনুসরণ করুন ঐ বিধানের যা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। আর তোমরা কি কাজ করছ, তা আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন।" [সূরা আহযাব-২]।

www.pathagar.com

﴿ ثم جعلنك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوآء الذين لايعلمون (١٨) ﴾

"অতঃপর আমি (আল্লাহ) আপনাকে (হে নবী!) এক ব্যবস্থা (শরীয়ত) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; অতঃপর আপনি তারই অনুসরণ করুন; আর অজ্ঞ লোকদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।" [সূরা জাসিয়া-১৮]।

আল্লাহপাক বলেন,

(হে নবী!) অনুসরণ করুন ঐ জ্ঞানের যা আপনার প্রতি অহী করা হচ্ছে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (বিধানদাতা) নেই, আর মুশরিকদের তরফ হতে মুখ ফিরিয়ে নিন।" [সূরা আনয়ামঃ-১০]।

"আর (হে নবী!) অনুসরণ করুন সে নীতির যা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে। আল্লাহর ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন। আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" [সূরা ইউসুফ-১০৭]।

"বলুন (হে নবী!) আমার প্রতি আমার রবের নিকট হতে যা অহী করা হয়, আমি তারই অনুসরণ করি। ইহা তোমাদের প্রভুর নিকট হতে অন্তর্দৃষ্টির আলোক, হেদায়েত ও করুণা সেই জাতির জন্য যারা একে মেনে নেয়।" [সূরা 'আরাফ-২০৩]।

"বলুন (হে নবী!) আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে তাঁরই এবাদত (উপাসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) করি। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমিই প্রথম তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করি (মুসলিম হই)। আমি যদি আমার প্রভু (রব) এর হুকুম অমান্য করি, তবে আমি অবশ্যই ভীষণ দিনের শাস্তির ভয় করি।" [সূরা জুমারঃ ১২-১৩]।

নবুওত প্রাপ্তির পর আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চলাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন ব্রত হল। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চলাই আল্লাহর এবাদত; আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণই হল ইসলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা আল্লাহর

www.pathagar.com

এবাদত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল, তারাই কালেমা তাইয়েবা لااله الا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করল; অহীলব্ধ বিধানের নিকট তারা আত্মসমর্পণ করল।

কালেমা তাইয়েবার দ্বারা যে সব 'ইলাহ'কে অস্বীকার করা হয়ঃ

কালেমা তাইয়েবার প্রথমাংশে পাঠ করা হয় لااله الا الله অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন 'ইলাহ' নেই। সমগ্র নিখিল সৃষ্টির একমাত্র প্রকৃত 'ইলাহ হলেন আল্লাহ।

﴿ سبح لله ما في السموات والأرض وهوا العزيز الحكيم (١) له ملك السموات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير (٢) ﴾

'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে; আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর উপরেই ক্ষমতাবান।' [সূরা আল হাদীদ ঃ ১-২]।

সমস্ত সৃষ্টি তার একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কারও প্রশংসা করে না; পূজা, উপাসনাও করে না। নিখিল বিশ্ব একমাত্র স্রষ্টারই বিধানের অধীন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল মানুষ। মানুষকে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে বিশ্ব স্রষ্টা যে জ্ঞানগত হেদায়েত বা নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন, এই হেদায়েতের বাইরে গেলেই মানুষের জীবনে নানা 'ইলাহ'র উদ্ভব ঘটে। কালেমা তাইয়েবা পাঠের মাধ্যমে এ যাবতীয় ইলাহকে অস্বীকার করা হয়; একমাত্র নিখিল বিশ্বের যিনি ইলাহ, তাঁকেই গ্রহণ করা হয়। কালেমার দ্বিতীয় অংশ محمدرسول الله বলার তাৎপর্য হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত দূত; তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক তাঁর যাবতীয় বিধান প্রেরণ করেন; অতএব পার্থিব যাবতীয় আনুগত্য বাদ দিয়ে একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যই গ্রহণীয়, বরণীয়। আল্লাহপাক বলেন-

www.pathagar.com

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظا (٨٠)

'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহই আনুগত্য করল; আর যে (এ আনুগত্য হতে) বিমুখ হল, তবে (হে নবী!) আমি আপনাকে তাদের উপরে প্রতিভূ করে পাঠাইনি।' [সূরা নিসা-৮০]।

কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার তাৎপর্য হল আল্লাহর প্রভুত্ব আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেবার ঘোষণা প্রদান। যারা একথা বিশ্বাস করে যে নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা (খালেক) আল্লাহ, একমাত্র প্রতিপালক (রব) আল্লাহ, একমাত্র বিধানদাতা, ব্যবস্থাপক (মালিক) আল্লাহ; একমাত্র উপাস্য, পূজ্য (ইলাহ) আল্লাহ, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই প্রেরিত দূত (রাসূল), তাঁরই বাণীবাহক, তাঁরই অনুসরণীয় প্রতিনিধি, তারাই এ নীতির স্বীকৃতি প্রদান করে কালেমা তাইয়েবার উচ্চারণের মাধ্যমে। এ নীতিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা (তাসদীক বিল জিনান), মুখে উচ্চারণ করে ঘোষণা প্রদান করা (ইকরার বিল লিসান), এবং এ বিশ্বাস ও ঘোষণার ভিত্তিতে বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করা (আ'মাল বিল আরকান)ই হল বিশ্বাসী (মুমিন) দের জীবনব্রত। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন; নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতে এ কালেমার ঘোষণা দেবার অর্থ সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা; ধর্মীয় ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল প্রকার প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বকে অস্বীকার করা। সমাজে যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর রাসুল বলে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল, তারা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আনুগত্যের ঘোষণায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণের দৃঢ় নীতি গ্রহণ করল। কালেমা তাইয়েবা একটি জীবন দর্শন। এ জীবন দর্শনের ভিত্তিতে সমাজে যে আন্দোলন শুরু হল, সে আন্দোলন দমনের জন্য বিরুদ্ধবাদীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু যারা এ মহা সত্যকে চিনতে পেরে গ্রহণ করল, তাদের উপর শত অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে নীতিচ্যুত করতে পারল না। তারা এ নীতির উপরে দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হয়ে রক্ত দিল, জীবন দিল, স্বদেশ ও স্বজনদের পরিত্যাগ করে বিদেশ বিভূয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরিশেষে শত বাধা বিপত্তির মুখে এ সত্য নীতি বিজয় লাভ করল; এ জীবন দর্শনের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

গড়ে উঠল একটি নতুন নীতি ভিত্তিক সভ্যতা, একটি সমাজ, একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র ক্ষমতা। আল্লাহ্ পাক বলেন-

يريدون ليطفؤا نورالله بأفوههم والله متم نوره ولو كره الكفرون (٨)

তারা (বিরুদ্ধবাদীরা) মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা-সফ্ফ-৮]।

পূর্বেই এ কথা বলেছি যে, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার তাৎপর্য হল আল্লাহ্ ছাড়া সকল প্রকার ইলাহ্ বা রব (প্রভু) কে অস্বীকার করা, আর সকল প্রকার নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বকে গ্রহণ করা। এবারে আমরা মানব জীবনে উদ্ভূত কতিপয় 'ইলাহ' বা রব সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করছিঃ

(১) মানসিক প্রবৃত্তি এক শক্তিশালী ইলাহ

আল্লাহপাক বলেন ঃ

﴿ أرءيت من اتخذ إلهه هوه أفأنت تكون عليه وكيلا (٤٣) أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا (٤٤)﴾

'(হে নবী!) আপনি কি সে ব্যক্তির সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে দেখেছেন, যে নিজ প্রবৃত্তি (মনের কামনা বাসনা) কে 'ইলাহ' বলে গ্রহণ করেছে? এরূপ ব্যক্তির কি আপনি প্রতিভূ হতে পারেন? আপনি কি ধারণা করেন যে, এদের অধিকাংশই (আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান) শ্রবণ করছে অথবা আক্কেল খাটাচ্ছে? এরাতো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং পথ ভ্রষ্টতায় চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।' -[সূরা ফুরকান ঃ ৪৩-৪৪]

আল্লাহপাক মানবাত্মাকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তি দুটাই গচ্ছিত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ ونفس وما سوها * فألهمها فجورها وتقوها * قد أفلح من زكها * وقد خاب من دسها ﴾

www.pathagar.com

'শপথ মানবাত্মার, আর যে সত্বা উহাকে বিন্যস্ত করেছেন; অতঃপর উহার মাঝে কুপ্রবৃত্তি (পাপ প্রবণতা- ফুজুর) ও সুপ্রবৃত্তি (খোদা ভীতি-তাকওয়া) ইংগিত করেছেন; যে উহাকে পবিত্র করল, সে সফলকাম হল, আর যে উহাকে দমিয় রাখল, সে ব্যর্থ হল।' [সূরা শামসঃ ৭-১০]

যে ব্যক্তি আত্মা বা নফসকে প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে, সেই সঠিক পথে চলতে সক্ষম হবে, আর সে দুনিয়ায় ও পরকালে সফলকাম হবে। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নফস বা মনের কামনা বাসনার গোলাম হবে, সেতো লাগামহীন উন্মুক্ত এক পাগলা ঘোড়ার মতই জীবন যাপন করবে। এ জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাকে হাতছানি দেবে। কামনা বাসনা তাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সে দিকেই সে ছুটবে। সে ভুল-শুদ্ধ বা হক বাতিলের মাঝে কোন পার্থক্যই করবে না। সে কোন নৈতিক বিধানের অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। যে ব্যক্তি এ 'ইলাহ'র দাসত্ব করে, তার মন যে নিয়ম বা নীতিকে ভাল মনে করে, সে সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করে, যদিও সে নীতি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বিপরীত হয়। যেমন আল্লাহ ও রাসূলের শরীয়ত (ব্যবস্থা) নারী ও পুরুষদের জন্য পর্দা প্রথার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু প্রবৃত্তি পূজারীরা পর্দা প্রথাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে একই ক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। বিগত ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনার উপরে আন্তর্জাতিক অধিবেশন কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যৌন মিলনকে অবাধ, অবৈধ গর্ভধারণ, গর্ভপাত ইত্যাদিকে বৈধ বা আইন সম্মত করার প্রস্তাব আনা হয়। ইহাই নাকি মানব জাতির উন্নতি লাভের মোক্ষম উপায়। এ ধরণের নীতির নির্ধারক ব্যক্তিরাই প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তি পূজারী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আসমানের নীচে আল্লাহ ছাড়া যত মা'বুদ আছে তৎমধ্যে নিকৃষ্টতম মা'বুদ হচ্ছে নফসের খায়েশ-যার অনুসরণ করা হবে।' (তাবরাণী)।

(২) মানব সমাজে আর এক প্রকারের 'ইলাহ' বা 'রব' হল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ। আল্লাহপাক বলেনঃ

''তারা তাদের 'আহবার' (ধর্মীয় পন্ডিত) ও 'রোহবান' (দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ) দেরকে আল্লাহর স্থলে 'রব' (বা 'ইলাহ') বলে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে, আর মরিয়ম পুত্র মসীহকেও ইলাহ বলে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে কেবলমাত্র এক ইলাহ (আল্লাহ)রই এবাদত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোন 'ইলাহ' নেই। তারা (আল্লাহর সাথে) যে শরীক করছে, তা থেকে তিনি পাক পবিত্র।' [সূরা তওবা-৩১]।

অত্র আয়াতটি আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানদের ভুল আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। এ আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা পাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীসে। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) যিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন-যখন দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনেক গুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, কুরআনের এ আয়াতে আহলে কিতাবরা তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে এর তাৎপর্য কি? জওয়াবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইহা কি সত্য নয় যে, তাদের পন্ডিত পুরোহিত লোকেরা যে জিনিসকে হারাম বলত, তারা তাকেই হারাম মনে করত; আর যাকে তারা হালাল ঘোষণা করত তাই তারা হালাল মনে করত? হজরত আদী (রাঃ) বললেন-হাঁ, তারা অবশ্যই, এরূপ করত।' জওয়াবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এরূপ করলেইতো তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া হল। ইহাই এ আয়াতের তাৎপর্য। ইহুদী ও খৃষ্টানদের পাদ্রী পুরোহিতরা আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিরেকেই সাধারণ মানুষের জন্য জায়েজ- না জায়েজ বা বৈধ অবৈধের সীমা নির্ধারণ করত। এমন কি, তারা আল্লাহর কিতাবের বিধানকেও বদল করে দিয়েছে। সহীহ আল বোখারী শরীফের ২৪৯০ নং হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হে মুসলমানরা কেমন করে তোমরা আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করতে পার? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছেন, সেটাই তোমাদের কিতাব। এতে আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ খবর জানানো হয়েছে। এই কিতাব তোমরা পড়ে থাক। এতে কোনরূপ সংমিশ্রণ ঘটেনি। এ কিতাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, তিনি আহলে কিতাবদেরকে যা কিছু লিখে দিয়েছিলেন, তা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সে কিতাবের বিকৃতি সাধন করার পর বলেছে যে, সেটাই আল্লাহর বাণী। উদ্দেশ্য কিছু নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে তা

www.pathagar.com

বিক্রি করা।" আহলি কিতাবদের নিজ হাতে বিধি বিধান রচনা করে উহা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেবার বিষয়টি আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন-

'পরিতাপ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে, অতঃপর বলে যে, ইহা আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ (দুনিয়ার স্বার্থ) লাভ করতে পারে। অতএব, তারা যা লিখেছে ও যা অর্জন করেছে, তজ্জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ।' [সূরা বাকারা-৭৯]।

যারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে, তারাই আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী সাজে, যদিও তারা নিজকে আল্লাহ বলে দাবী করে না। আর যারা তাদেরকে এরূপ আইন বিধান রচনা করার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মনে করে ও তাদের অনুসরণ করে, তারাই তাদেরকে রব বা আল্লাহর মর্যাদা দেয়, যদিও তারা তাদের পূজা বা উপাসনা করে না।

বর্তমানে মুসলমান সমাজে আলেম বা বুজুর্গ ব্যক্তিগণ এমন বহু ধর্মীয় রসম রেওয়াজের প্রবর্তন করেছেন, যেগুলোর কোন সম্পর্ক বা সমর্থন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত শরীয়তে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন মিলাদ মাহফিল অত্যন্ত সওয়াবের আশায় দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয়কে উপলক্ষ্য করে খুব ঘটা করে পালন করা হয়। অথচ মিলাদ মাহফিলের অনেক ভক্তকেই দেখা যাবে যে, আল্লাহর ফরজ করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফরজ রোজা, ফরজ জাকাত আদায় ইত্যাদির ব্যাপারে তারা বড়ই উদাসীন। মিলাদ মাহফিলকে কেন্দ্র করে অনেকে শেরেকী আকীদাও পোষণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুহু মুবারক নাকি মিলাদের মাহফিলে হাজির হয়ে যায়। আর ভক্তরা রাসূলের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়; এ রীতিকে কিয়াম করা বলা হয়। ইহা শরীয়তের বিচারে অবশ্যই একটি শেরেকী আকীদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির নাজির নহেন। সর্বত্র হাজির নাজির একমাত্র আল্লাহ পাকই। যারা রাসূলের সম্মানার্থে কিয়াম করতে আগ্রহী তাদের জানার জন্য রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের রাসূলুল্লাহর সাথে কিরূপ আচরণ ছিল, তা জানার জন্য এ হাদীসটি পেশ করছিঃ হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণের নিকট রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন

www.pathagar.com

যে, তাঁর তাজীমের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করতেন।'- [মুসনাদে আহমদ]। যারা আজকে রাসূলের তাজীমের জন্য মিলাদে কিয়াম করেন, তাঁরা রাসূলের অপছন্দ কাজ করে, আর সাহাবায়ে কেরামের রীতির বিপরীত কাজ করে কি বড় ফায়দা লাভ করবেন?

মৃতের জন্য রাহেলিল্লাহ, চল্লিশা, কুরআন খানি ইত্যাদি প্রথাও পরবর্তী কালে উদ্ভূত বিদ'য়াত। শরীয়তে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। আজকাল কেহ মারা গেলে তার সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় স্বজন কোন মৌলভী, মুন্সী ডেকে বা মাদ্‌রাসার তালেবুল এলেমদের ডেকে পাক কোরআন খতম করে মৃত ব্যক্তির রুহের রেহেছানীর জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কোরআন তেলাওয়াতের বিনিময়ে তেলাওয়াতকারীদেরকে টাকা কড়ি প্রদান করেন। এ ব্যাপারে হক্কানী আলেমদের মত হলঃ 'পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ইছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া কালাম বা অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম; সুতরাং যে পড়বে ও যে পড়াবে উভয়েই গুনাহগার হবে। কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'য়াত। [তফছীরে মা'রেফুল কোরআন, পৃঃ ৩৫। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ]।

মৃতের লাশের নিকট বা কবরের পাশে কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করার জন্য উহাকে নাজিল করা হয়নি। উহাকে নাজিল করা হয়েছে জীবিত লোকদেরকে সাবধান, সতর্ক করার জন্য; জীবিত লোকদের নির্ভুল হেদায়েত দানের জন্য। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ وما علمنه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرءان مبين * لينذر من كان حيا و يحق القول على الكفرين ﴾

'আমি তাঁকে (মুহাম্মদ) কে কবিতা শিখাইনি, আর তাঁর জন্য উহা উপযোগীও নহে; উহা হল স্মারক ও স্পষ্টভাষী কোরআন, যেন ইহা জীবিত লোকদেরকে সতর্ক করে, আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইহার (খারাপ পরিণতির) বাণী সত্যে পরিণত হয়।' [সূরা ইয়াসিন ঃ ৬৯-৭০]

www.pathagar.com

বর্তমানে পীর বুজর্গদের মাজারে ওরসের অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে খুব জোরেসোরে চলছে। এসব ওরস অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ সওয়াব কামাই বা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য উপস্থিত হয়। ইহাও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রচলিত পরবর্তী কালের একটি রেওয়াজ। ইহুদী, নাছারারা তাদের নবী বা বুজর্গদের কবরকে এবাদত খানায় পরিণত করত। সহীহ আল বোখারী শরীফে ৩১৯৬ নং হাদীসের বর্ণনাঃ 'ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এন্তেকালের সময় এসে হাজির হল, তখন তিনি আপন মুখের উপর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। পরে যখন খারাপ লাগল, তিনি তা সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লাহর লানৎ পড়ুক। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তারা যে (অপ) কর্ম করত সে ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন।' মৃত ব্যক্তিগণ, যাদের নিকট কিছু ফায়দা লাভের জন্য মানুষ গমন করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئا وهم يخلقون * أموت غير أحيآء وما يشعرون أيان يبعثون ﴾

'আর সেই সব সত্ত্বা, আল্লাহর বদলে মানুষ যাদেরকে ডাকে, তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নহে। আর তারা জানেনা যে, কখন তাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে।' *[সূরা নহল ঃ ২০-২১]।*

মুসলমানদের প্রাথমিক যুগে বুজর্গ ব্যক্তিদের কবরকে কেন্দ্র করে এরূপ প্রথার প্রচলন হয়নি। আজও বহু সাহাবায়ে কেরামের কবর বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কোন কবরে এরূপ ওরসের ব্যবস্থা নেই। সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্তবার সাথে পরবর্তীকালের কোন বুজর্গের তুলনা হতে পারে না; তাঁদের মর্তবা ও কামেলীয়াত সাহাবায়ে কেরামের মর্তবা ও কামেলীয়াতের চেয়ে কম বই বেশী বা সমান নয়। যেখানে সাহাবাদের কোন কবরেই এরূপ ওরসের ব্যবস্থা করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের বুজর্গানে দ্বীনের মাজারে এরূপ প্রথার প্রচলন করা যে একটি বেদ'য়াত কাজ এতে কোনই সন্দেহ নেই। এরূপ কাজে

www.pathagar.com

ফায়দা লাভতো দূরের কথা ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করলে বিষয়টির অসারতা ধরা পড়ে।

সুফিইজম বা সংসার, সমাজের প্রতি নির্লিপ্ততা এবং মাসের পর মাস ধরে মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়ানো মূল ইসলামী ব্যবস্থাপনা হতে বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সংসারী। তিনিই ছিলেন নামাজের ইমাম, তেমনি ছিলেন সমাজের নেতা, দেশের শাসক। কাফেরদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ তুলেছিল ঃ *"এ কেমন রাসূল, (সাধারণ লোকের মতই) খাদ্য খায়, আর হাটে বাজারেও চলাফেরা করে। তার সাথে কোন ফিরিস্তা নাজিল করা হলনা কেন, যে থাকত তাঁর সাথে সতর্ককারীরূপে? তাঁকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন, যা হতে সে খাদ্য গ্রহণ করতে পারত? আর জালেমরাতো বলে যে, তোমরা এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।" [সূরা আম্বিয়াঃ ৭-৮]।*

পূর্ব যামানার নবীগণের অনুসারীরা নবীগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর হেদায়েত হতে বিচ্যুত হয়ে যত সব ধর্মমত রচনা করেছে, সে সব গুলোই কামিনী কাঞ্চণ বর্জন করতে বলেছে। সংসার সমাজের যাবতীয় আকর্ষণকে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় ও পরকালীন মুক্তির প্রতিবন্ধকতা রূপে বিবেচনা করে সংসার, সমাজ পরিত্যাগ করে, সাধু সন্ন্যাসী বা দরবেশ হয়ে গেছে। অথচ দুনিয়া বিরাগী হয়ে সাধু সন্ন্যাসী সাজা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা নয়, মানব জীবনের ইহা উদ্দেশ্যও নয়। ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের এরূপ নীতি অবলম্বনের কথা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে বলেন- *'আর বৈরাগ্যবাদকে আমিতো তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এটা নব উদ্ভাবন করেছে। অতঃপর উহা তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য, পুরস্কার দিয়েছি; আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।'* [সূরা হাদীদ-২৭]।

প্রাথমিক অবস্থায় সাধু সন্ন্যাসীদের মাঝে কামিনী কাঞ্চন বর্জন বা দুনিয়া ত্যাগের কিছু চরিত্র থাকলেও পরবর্তীকালে বহু সাধু সন্ন্যাসীবেশী ভন্ড, জুয়াচোর, চোর, লম্পটের সৃষ্টি হয়। তাই, মরমী কবি গেয়েছেন-দরবারে আজ

www.pathagar.com

দরবারী কই সবাই সাধের মাস্তানা 'সাধ করে হায় সাজলে সাধু, ভন্ড সাধুর আস্তানা।' 'আব্দুল্লাহ', 'লালশালু' প্রভৃতি বাংলাভাষার উপন্যাসে বহু ভন্ড পীর, দরবেশের চরিত্র রূপায়িত করা হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যমানায়ও কিছু কিছু সাহাবার মাঝে দুনিয়া বিরাগের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ এদেরকে সতর্ক করেন। সহীহ আলবোখারী শরীফের ৪৬৯০ নং হাদীসের বর্ণনাঃ আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিন ব্যক্তির একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করল। তাদেরকে এ সম্পর্কে খবর দেয়া হলে তারা এ ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল। তারা বলল, আমরা নবীর সমকক্ষ হই কি করে? যার আগের ও পরের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি আজীবন রাতভর নামাজ পড়তে থাকব। অন্য একজন বলল, আমি সারা বছর রোজা রাখব এবং কখনও ভঙ্গ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল আমি সর্বদা নারী বিবর্জিত থাকব এবং কখনও বিবাহ করব না। অতঃপর নবী তাদের কাছে আসলেন ও বললেন-তোমরা কি সেই লোক যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগত এবং তোমাদের চেয়ে তাঁকে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্বেও আমি রোজা রাখি আবার বিরতিও দেই; রাত্রে নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাত (আদর্শ) এর প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।'

মানুষকে আল্লাহ পাক সামাজিক জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। একটি উন্নত মানব সমাজ গঠনের যাবতীয় উপাদান আল্লাহপাক ও নবী কর্তৃক প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করে উহা দশ বৎসর শাসন করেন। সুতরাং রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার বিষয়ক দায়িত্বকে দুনিয়াদারী মনে করে এসবের প্রতি উদাসীন হয়ে তথাকথিত ধর্মীয় দিকের প্রতি ঝুঁকে পড়া পরিস্কার ইসলামী মূলনীতি হতে বিচ্যুতি। বর্তমানে মুসলমানরা ফকির, দরবেশকে বেশী সম্মানের পাত্র বলে মনে করে; কিন্তু ইসলামী শরী'য়তে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা দুনিয়া বিরাগী ফকির, দরবেশের চেয়ে অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লাম বলেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন (তারা হল)-(১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক তাঁর প্রভু (আল্লাহ) এর ইবাদত করতে করতে বড় হয়েছে, (৩) যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা, (৪) যে দুইজন আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে; তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তি শরীফজাদী, সুন্দরী নারীর আহ্বানকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি ব্যয় করেছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা বইতে থাকে" [সহীহ আল বোখারী, হাদীস নং ৬২০]।

মানব সমাজে যার যে অবস্থা (Position) সে অবস্থানেই তার অধিকার ও দায়িত্ব আল্লাহ পাক ঠিক করে দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন করাই আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী ধর্ম পালন। এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে না পারলে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি; আর তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর একজন পুরুষ তার পরিবারের উপর একজন দায়িত্বশীল; তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীলা; তাঁর এ দায়িত্ব সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হবে। এমন কি কোন ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল; আর তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, সাবধান ! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"-(সহীহ আলবোখারী হাদীস নং ৬৬৩৯)। ইসলামী জীবন বিধানে ধর্মীয় জীবনকে সামাজিক জীবন হতে পৃথক করার কোন অবকাশ নেই। যারা এরূপ করবে তারা আল্লাহর দ্বীন বদল করার অপরাধে অপরাধী হবে; তারাই 'ইলাহ রূপে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

ফেরকা বা ধর্মীয় দল ঃ

আল্লাহর দ্বীনের মাঝে নানান দলের সৃষ্টি করাও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কীর্তি। দ্বীন ইসলামের মাঝে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) এর যুগ পর্যন্ত কোন ফেরকা বা ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয়নি। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) এর যুগে আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন যারা হজরত আলীকে সমর্থন দান করেছিলেন, তারা 'সীয়ায়ানে আলী' বা 'আলীর দল' বলে পরিচিত ছিলেন। ইহা ছিল রাজনৈতিক দলাদলির ফল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে ইহা 'সীয়া' নামে এক ফেরকা বা ধর্মীয় দল রূপে স্থান লাভ করে। সীয়াদের মধ্য হতে আবার 'খারেজী' দলের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী কালে আব্বাসীয় শাসন আমলে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী ইত্যাদি ফেরকার আবির্ভাব ঘটে। মুতাজিলা, জাহেরী, রাফেজী ইত্যাদি আরও বহু ফেরকার সৃষ্টি হয়। অনেক ফেরকাই আবার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাধান্য লাভ করে। ফেরকা পন্থীদের পরস্পর মারামারি হানাহানিতে ইসলামের ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত সীয়া সুন্নীর হানাহানি থামেনি। আলেমরা এমন কতকগুলো ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেছেন, যার মধ্যে ১৩০ ফরজের তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বেলী এ চার মাজহাবকে চার ফরজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলকোরআন, রাসূলের হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের মাঝে এ সবের কোন ভিত্তি নেই। দ্বীন ইসলামের মাঝে মাজহাব বা ফেরকা সৃষ্টি করা মূল ইসলামী জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহপাক বলেন ঃ

﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون﴾

"অবশ্যই যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলেছে ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে (হে নবী!) আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাহাদের ব্যাপার আল্লাহ তালার নিকট সমর্পিত; অতঃপর তাদের কার্য সম্বন্ধে তিনি তাদেরকে অবগত করবেন।" [সূরা আন'আম-১৫৯]।

www.pathagar.com

﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينت وأولئك لهم عذاب عظيم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾

"(হে মুসলমানগণ!) তোমরা তাদের (বণি ইসরাইলদের) মত হইওনা, যাদের নিকট দলিল প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হয়ে গেছে ও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। সে দিন (কিয়ামত দিনে) কতকগুলো মুখ হবে শুভ্র, আর কতকগুলো মুখ হবে কালীমালিপ্ত; যাদের মুখ হবে কালীমালিপ্ত তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিলে? তোমাদের কুফরীর নীতি অবলম্বনের কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" [সূরা আলইমরানঃ ১০৫-৬]।

রাসূলুল্লাহ বলেন, "আমার পরে তোমরা একে অপরের গলাকেটে কুফরী অবলম্বন কর না।" [সহীহ আলবোখারী, হাদীস নং ৬৩৮৯]।

মুসলমানদেরকে দলাদলি না করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ يايها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخونا وكنتم على شفاحفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم أيته لعلكم تهتدون ﴾

" "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় কর, আর অবশ্যই অনুগত (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। আর সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্বরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি দান করেছেন।

www.pathagar.com

ফলে তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নি গহ্বরের ধারে অবস্থান করছিলে। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ (বিধিবিধান) বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত এর পথ অবলম্বন কর।"-[সূরা আলইমরানঃ ১০২-৩]।

আল্লাহ পাক ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলছেন-

﴿ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ﴾

"তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না।" মুসলমান হবার প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ; আর আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের অর্থ হল জীবনের প্রতিটি দিককে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অধীন যাপন। ইহাই আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে ধারণ করণ। আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন-

﴿ فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم * وإنه ولذكرلك ولقومك وسوف تسئلون ﴾

"(হে নবী!) আপনার প্রতি যে অহী নাজিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। অবশ্যই আপনি সঠিক পথে রয়েছেন। অবশ্যই ইহা (আল কোরআন) আপনার জন্য ও আপনার কওমের জন্য স্মরণিকা (জিকর), আর এ বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা যুখরুফ ঃ ৪৩-৪৪]।

আলকোরআনের বিধানকে ব্যক্তি জীবন হতে সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরববাসীদেরকে জন্ম জন্মান্তরের গোত্রীয় শত্রুতার কঠিন বেড়াজাল হতে উদ্ধার করে তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাম্য, মৈত্রী, আর সৌভ্রাতৃত্ব। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। কিন্তু কোথায় আজ এ ভ্রাতৃত্ব? বর্তমানে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ধ্বংসের কারণ আল্লাহর বিধান ও নবীর আদর্শ হতে বিচ্যুতি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের দিন মুসলমানদেকে সতর্ক করেছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি
দুটি মহা উপহার,

www.pathagar.com

কোরআনের পুত মঙ্গলবাণী, মম উপদেশ আর
যতদিন সবে পরম আদরে, আঁকড়ি রাখিবে
ধরে দুই করে,
হারাবেনা পথ ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে সংসার সাহারার।

বর্তমানে মুসলমানরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপদেশ হতে বহুদূরে। বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতার আর এক বড় উপসর্গ সংক্রমিত হয়েছে; তা হল ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ। ইহা হল ইসলামী চিন্তাধারা বিবর্জিত রাজনৈতিক চিন্তার ফসল। ধর্মীয় ফেরকা ভিত্তিক দলাদলি, হানাহানিতে যেমন তারা লিপ্ত, তেমনি ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে তারা পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত। আজ তারা শুধু নামের দিক দিয়ে ও বংশের দিক দিয়ে মুসলমান। তারা কি সেই মুসলমান, যারা আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণকারী ও নবীর উপদেশের অনুসারী? আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে তারা বহুলাংশে বদল করে ফেলেছে। রাষ্ট্র শাসন নীতিতে নবী তাদেরকে যে খেলাফতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন, দুনিয়া হতে তারা তার নাম নিশানা মুছে ফেলেছে। অর্থনীতিতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদকে উৎখাত করে জাকাতের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। বর্তমানে মুসলমানদের অর্থনীতি সুদ ভিত্তিক; জাকাত আদায় আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক নহে। আলকোরআন নির্দেশিত হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত ফৌজদারী আইনকে সম্পূর্ণ বদল করা হয়েছে; দেওয়ানী আইনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নৈতিক ক্ষেত্রে শরী'য়ত সম্মত পর্দা প্রথার বিলোপ ঘটানো হয়েছে; কৃষ্টি কালচারের নামে অশ্লীল গান, বাজনা, নাচ, নাটক, নভেল, সিনেমা, ভিসিপি ইত্যাদি মুসলমান সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পরেও কি মুসলমানরা আল্লাহর রহমত ও নবীর সাফা'য়াতের আশা করতে পারে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত (আদর্শ) কে পরিবর্তন করার যে কি পরিণতি তা নিম্ন লিখিত হাদীস হতে অবশ্যই প্রনিধানযোগ্য। আল-বুখারী শরীফের ৬১২৫ নং হাদীস-

"আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার কিছু সংখ্যক উম্মত হাউজে কাওছারের নিকট আমার নিকট উপস্থিত

www.pathagar.com

হবে। আর আমি তাদেরকে চিনতে পারব। কিন্তু আমার সম্মুখ হতে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবঃ এরাতো আমার উম্মত। বলবে, আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সব নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে।"

বর্তমানে মুসলমানদের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় ঈমানদার নেতৃত্বের বড়ই অভাব। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সুন্নাতের ভিত্তিতে বৃহত্তর হতে বৃহত্তম কেন্দ্রীয় ঈমানদার নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হওয়া ছাড়া দুনিয়ার বুকে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভের মুসলমানদের বিকল্প কোন পথ নেই। ঈমানদার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা ও চেষ্টা করা প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদের মাঝে তিনটি ব্যাধির ব্যাপকতার কামনা করে; এ তিনটি হল সুফিজম বা সুফিবাদ, ধর্মীয় ফেরকাবন্দী, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ।

(৩) মানব সমাজে নেতা বা শাসকগণ আর এক প্রকার শক্তিশালী ইলাহ।

যে কোন মানব সমাজ নেতা বা শাসক ছাড়া অচল। গোটা সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে শাসকের হাতে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, তথা রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা; আইন প্রয়োগের ক্ষমতা এ সবই থাকে শাসকের নিয়ন্ত্রণে। শাসক যে আকীদা বিশ্বাস ও চরিত্রের হবে, তারই প্রতিফলনের প্রচেষ্টা চলবে জনগণের আকীদা বিশ্বাস ও চরিত্রে। শাসক যদি হয় সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী, তবে এ দর্শনের ভিত্তিতে জনগণের আকীদা বিশ্বাস সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনের জন্য তিনি সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করবেন। শাসক যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, আলকোরআনের বিধানকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বলে যদি তার একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকে, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের অর্থ আল্লাহর বিধানের অধীন সামগ্রিক জীবন যাপন, এ সম্যক উপলব্ধি যদি তার থাকে, তবে জনগণের চরিত্রে ইসলামী জীবন বিধান কার্যকরী করার জন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগাবেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী চরিত্র বাস্তবায়নের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; যাবতীয় প্রচার মাধ্যমকে এ কাজের সহায়ক রূপে ব্যবহার করা হবে; এ লক্ষ্যে দেশের আইন কানুন প্রনয়ন ও প্রয়োগ করা

www.pathagar.com

হবে। বৃটিশরা যখন মুসলমানদের হাত থেকে পাক ভারত-বাংলাদেশকে কেড়ে নিয়ে এর শাসক হয়ে বসল, তখন তারা বাইবেল পাঠকে স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করল; খৃষ্টান পাদ্রীরা খৃস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হল; আর্থিক ও আইনগত সাহায্য লাভ করল। মুসলমান আমলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন কানুনকে বদল করে দিয়ে বৃটিশ আইন প্রবর্তন করা হল। মুসলমানদের শুধু পারিবারিক জীবনে জমিজমা, বিবাহ তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটি পারিবারিক আইন (personal Law) স্বীকৃতি লাভ করল। অর্থনীতিতে সুদের প্রচলন করা হল, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া খেলা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদানের আইন প্রবর্তন করা হল। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, চলন বলন, কৃষ্টি কালচারে বিলাতী চিন্তাধারার গভীর ছাপ পড়ে গেল। বৃটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার অর্ধশতাব্দীরও বেশী দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু বৃটিশ আইন বদল হল না। বৃটিশরা চলে যাবার পর এ দেশের শাসন ক্ষমতায় মুসলমান নামধারী ব্যক্তিরাই এসেছেন; কিন্তু মুসলমান হিসেবে ইসলামী আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করার মত মানসিকতা তাদের না থাকার কারণে বৃটিশ আইনকে বদল করে আলকোরআনের আইন জারী করা তাদের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি।

বৃটিশরা পাক-ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার সময় সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, যার শাসন ক্ষমতায় আসীন হতে থাকেন মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ। পাকিস্তান আমলের ২৮ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর পাকিস্তানেরই একটি অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবারও আজ ২৪ বৎসর হয়ে গেল। বাংলাদেশও মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন সময়ই বৃটিশ আইন বদল হয়নি। মুসলমানরা নীতিগতভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য। যদি কোন ব্যক্তি মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান তথা আল কোরআনের বিধান পুরাপুরি অনুসরণ করতে অনীহা প্রদর্শন করে অথবা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে না করে তবে এরূপ ব্যক্তিকে আল কোরআনের পরিভাষায় মুনাফিক বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

মুনাফিকদের আকীদা বিশ্বাস ও ইসলাম বিরোধী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আল কোরআন ও রাসূলের হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴿ ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين أمنوا ومايخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون ﴾

"মানুষের মধ্যে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, তারা আদৌ ঈমানদার (বিশ্বাসী) নহে। তারা (ঈমানের মিথ্যা দাবী করে) আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায়, অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোকা দেয়া ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দেয় না; অথচ তা তারা বুঝে না।" [সূরা বাকারাঃ ৮-৯]

﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنفقين يصدون عنك صدودا ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যে বিধান নাজিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের (আর্দশের) দিকে আস, তখন (হে নবী!) মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছে।" [সূরা নিসা-৬১]।

﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون * وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ﴾

"মুনাফিক নর ও নারী পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন; অন্যায় পাপের কাজের নির্দেশ দেয়, সৎ কাজে বাধার সৃষ্টি করে এবং (সৎ কাজে ব্যয়ে) নিজ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ রাখে। আল্লাহকে তারা ভুলে গেছে; অতঃপর আল্লাহও

www.pathagar.com

তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই (আল্লাহর) নাফরমান। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের; তাতে তারা থাকবে চিরদিন; এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" [সূরা তওবা ঃ ৬৭-৬৮]

"(হে নবী!) পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে, যারা মুমিনদের বদলে কাফেরদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান প্রতিপত্তির সন্ধান করে? সমস্ত সম্মান প্রতিপত্তি আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তিনি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এ নির্দেশ নাজিল করেছেন যে, যখন শুনবে যে, আল্লাহর আয়াত সমূহ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে ও ঐ সব নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবেনা, যতক্ষণ না তারা উহা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। অন্যথায় অবশ্যই তোমরাও তাদের (কাফেরদের) মত হয়ে যাবে। অবশ্যই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" [সূরা নিসা ঃ ১৩৮-৪০]।

"হে মুমিনগণ! মুমিনদের বদলে কাফেরদেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তোমরা কি আকাঙ্খা কর যে, আল্লাহর নিকট (শাস্তি দানের জন্য) তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণের সৃষ্টি করবে? অবশ্যই মুনাফিকদের অবস্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।" [সূরা নিসা ঃ ১৪৪-৪৫]।

সহীহ আল বোখারী শরীফের ২২৮০ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে (খাঁটি) মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করবে।

(১) সে যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে,

(২) যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে,

(৩) যখন চুক্তি করবে খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে,

www.pathagar.com

(৪) যখন বিবাদ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে।"

মুসলিম শরীফে মুনাফিকদের এসব চরিত্রগুণ উল্লেখ করে অতিরিক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে "যদিও সে নামাজ পড়ে, যদিও সে রোজা রাখে"।

এরূপ স্বভাবের নামধারী মুসলমানরা শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকার ফলেই বৃটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরেও বৃটিশ আইন বদল করে ইসলামী আইন জারী করা সম্ভবপর হয়নি।

নমরুদ ও ফিরআউনের খোদাই দাবীর স্বরূপ

মুসলমান সমাজে এ কথা অত্যন্ত সুপরিচিত যে, বাদশা নমরুদ ও বাদশা ফেরআউন খোদাই দাবী করেছিল। কিন্তু তাদের এ খোদাই দাবীর স্বরূপটা কিরূপ ছিল? তারা কি কোন সময় এ দাবী করত যে, তারা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছে? তারা কি নিজেদের অমর বলে দাবী করত ? তারা কি নাস্তিক ছিল? তারা কি কোন ধর্ম মানতনা? না, তারা এরূপ দাবী কখনই করেনি। তারা নাস্তিক ছিল না; তারাও এক প্রকার ধর্ম বিশ্বাসী ছিল। আসলে ধর্মীয় দিক দিয়ে তারা নিজদেরকে খোদা বলে দাবী করত না। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় তারা ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার। আল্লাহর নবীগণ তাদের নিকট যখন আল্লাহর সত্য দ্বীনের পয়গাম পেশ করেছে, তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে। এই ছিল তাদের খোদাই দাবীর স্বরূপ।

নমরুদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, *"তুমি কি সে লোকের (আচরণ) সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছ, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক (রব) সম্বন্ধে ঝগড়া করেছিল, অথচ আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন? যখন ইব্রাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক প্রভু তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; সে (নমরুদ) বলল, আমিও জীবিত রাখি ও মৃত্যুদান করি। ইব্রাহীম বলল, আমার রব সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদিত করেন,তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। অতঃপর যে কুফরী করল, সে হতবুদ্ধি হয়ে নিরুত্তর হল। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।" [সূরা বাকারা-২৫৮]*

www.pathagar.com

নমরুদ বলল, আমিও জীবিত রাখি ও মৃত্যু দান করি; এ কথা বলে সে তার কারাগারে আটক দুই কয়েদীকে নিয়ে আসল; একজনকে ছেড়ে দিল, আর অপরজনকে মৃত্যু দন্ড দিল। এ ছিল তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ; এর জন্য দুনিয়ার কারও নিকট তার জওয়াবদিহির কোন পরওয়া ছিল না। কিন্তু প্রাকৃতিক জগৎ একমাত্র বিশ্বপ্রভুর নিয়ন্ত্রণে। কাজেই ইব্রাহীম (আঃ) যখন সূর্যের উদয় অস্তের সম্বন্ধে বিশ্ব প্রভুর কুদরতের কথা উল্লেখ করলেন, তখন নমরুদ এ কথার জওয়াবে নিরুত্তর হয়ে গেল।

হজরত ইব্রাহীমের সাথে তৎকালীন শাসক ও পুরোহিতদের যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল তার মর্ম সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে হজরত ইব্রাহীমের জন্ম শহরও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ এলাকার লোকদের অবস্থার উপরেও আলোকপাত হয়েছে। Sir Leonard Woolle, তাঁর রচিত গ্রন্থ Abraham-London 1935" এ গবেষণার যে ফল প্রকাশ করেছেন, তা সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করা হল ঃ আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২১০০ সনের কাছাকাছি সময়ে যা বিশেষজ্ঞদের মতে হজরত ইব্রাহীমের আবির্ভাব যুগ, উর শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ। ইহা ছিল অতি বড় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এক দিকে পামীর ও নীলগ্রী হতে এখানে পণ্য আমদানী করা হত; অপর দিকে আনাতোলিয়ার সাথে এর বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এ শহর যে রাজ্যের রাজধানী ছিল তার পরিধি বর্তমান ইরাকের উত্তর হতে কিছু কম ও পশ্চিম হতে কিছু বেশী, এ পরিমাণ ছিল। দেশের অধিবাসীর অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্প উৎপাদক। এ যুগের যে সব প্রস্তর লিপির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে; তা হতে জানা যায় যে, এ সময় লোকদের জীবন দর্শন ছিল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। অর্থ উপার্জন ও বেশী বেশী পরিমাণে আরাম আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করাই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য। সুদখোরী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। লোকেরা ছিল ভয়ানক রকমের ব্যবসাদার। প্রত্যেকেই অপরকে সন্দেহের চোখে দেখত। পরস্পরে চলত মামলা মোকদ্দমা। তাদের খোদাগণের নিকট তারা প্রধানতঃ দীর্ঘায়ু, সুখ স্বাচ্ছন্দ লাভ ও ব্যবসায়ে উন্নতির জন্যই দোয়া প্রার্থনা করত। দেশবাসী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) আমীলো-এরা ছিল উচ্চ

www.pathagar.com

বংশজাত। পূজারী, পুরোহিত, সরকারী পদাধিকারী ও সামরিক অফিসাররা এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। (২) মিশকিনো-এরা ছিল ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কৃষিজীবী। (৩) আরদু-এরা ছিল ক্রীতদাস শ্রেণীর।

এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ছিল বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী অধিকার ছিল অন্যদের হতে আলাদা। তাদের জান মালের দামও ছিল অন্যদের তুলনায় বেশী।

এরূপ এক সমাজ পরিবেশে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ ছিল আমীলো শ্রেণীভুক্ত। তাঁর পিতা ছিল রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি।

উর নগরীর প্রস্তর লিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার খোদার নাম পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন শহরের ভিন্ন খোদা ছিল। প্রত্যেকটি শহরের এক বিশেষ সংরক্ষণকারী খোদা ছিল। তাকে বলা হত 'রাব্বুল বালাদ'-'নগর খোদা', মহাদেব বা সব খোদার প্রধান। এর সম্মান ছিল অপরাপর সব মা'বুদের তুলনায় অনেক বেশী। উর নগরের খোদা প্রধানের নাম ছিল নান্নার (চন্দ্রদেবতা)। দ্বিতীয় বড় শহর ছিল 'লারমা'। উত্তর কালে উরের বদলে ইহাই রাজধানী হয়। ইহার নগর খোদা ছিল 'শাম্মাস (সূর্য দেবতা)। এই বড় খোদাদের অধীন ছিল অসংখ্য ছোট ছোট খোদা। আকাশের নক্ষত্র হতে বেশীর ভাগ এবং জমিন হতে কম সংখ্যক দেবতা গ্রহণ করা হত। জনসাধারণ নিজেদের বিভিন্ন খুঁটি নাটি প্রয়োজন এদের দ্বারা পূরণ করিয়ে নিত। এই আসমান ও জমীনী দেবতা এবং দেবীদের প্রতীক মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল; আর পূজা উপসনার সর্ব প্রকার অনুষ্ঠান এদের সামনেই উদযাপিত হত।

নান্নারের প্রতিমূর্তি উর শহরের সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর এক সুরম্য প্রাসাদে রক্ষিত ছিল। উহার নিকটেই অবস্থিত ছিল নান্নারের স্ত্রী নিনগুলের উপাসনালয়। নান্নারের উপাসনালয় এক সুরম্য হর্মের জাঁকজমকে সুসজ্জিত ছিল। এর শয়ন কক্ষে প্রতিরাত্রে একজন পূজারিনী তার অঙ্গ শায়িনী হত। মন্দিরের অভ্যন্তরে অসংখ্য নারী ছিল দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। তারা ছিল দেবদাসী (Religious Prostitutes)। কোন নারী খোদার নামে স্বীয় সতীত্ব উৎসর্গ করলে তাকে খুবই সম্মানিত মনে করা হত। অন্তত একটি বারের তরে খোদার নামে নিজেকে কোন পর পুরুষের নিকট সোপর্দ করে দেয়া ছিল প্রত্যেক নারীরই মুক্তি লাভের

www.pathagar.com

.উপায় বিশেষ। বলা বাহুল্য, এ ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তির স্বাদ গ্রহণকারী বেশীর ভাগই ছিল পূজারী লোকেরাই।

নান্নার কেবল দেবতাই ছিল না; বরং সে ছিল দেশে সবচেয়ে বড় জমিদার, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী, সবচেয়ে বড় শিল্পপতি এবং দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় শাসকও। বহু বাগবাগিচা, ঘরবাড়ি, জমি জায়গা মন্দিরের জন্য উৎসর্গ করা ছিল। এসব সম্পত্তির আমদানী ছাড়াও কিষাণ, জমিদার, ব্যবসায়ী সকলেই সর্ব প্রকার শস্য, দুগ্ধ, স্বর্ণ, কাপড় এবং অন্যান্য প্রচুর দ্রব্যাদি মন্দিরের নামে দান করত। এসব সংগ্রহ করার জন্য মন্দিরের বহু কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। কয়েকটি কারখানা মন্দিরের পরিচালনাধীন ছিল। মন্দিরের কর্তৃত্বে বহু ব্যবসায়ী কার্যক্রম বিরাট আকারে পরিচালিত হত। আর এসব কাজই দেবতাদের প্রতিনিধি হিসেবে পূজারী লোকেরাই সম্পন্ন করত। এতদব্যতীত দেশের সর্বোচ্চ আদালত এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূজারীরাই ছিল এর বিচারপতি। তাদের বিচার ও মামলার রায় ছিল খোদার ফয়সালার মতই সম্মানিত। স্বয়ং রাজ বংশের সার্বভৌমত্ব এই নান্নারের নিকট হতে প্রাপ্ত। আসল বাদশা ছিল নান্নার; সরকারী কর্মচারীরা তারই নামে দেশ শাসনের কাজ চালাত। এ সম্পর্কের কারণেই বাদশা নিজেও উপাস্য দেবতাদের মাঝে গণ্য ছিল এবং একজন খোদা হিসেবে তারও পূজা উপাসনা হত।

হজরত ইব্রাহীমের সময়ে উরের শাসক ছিল যে রাজ পরিবার তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতার নাম হচ্ছে 'আরনাম্মু'। খৃষ্টপূর্ব ৬৩০০ সনের দিকে সে এক বিরাট রাজত্ব স্থাপন করে। তার রাজ্য সীমা পূর্বে সূর্মা হতে পশ্চিমে লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই হতে এ পরিবারের নাম হয় 'নাম্মু'। আর ইহাই আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নমরুদ হয়ে যায়। [এ ঐতিহাসিক তথ্যটি মওলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদী সম্পাদিত তাফহীমুল কোরআন এর সূরা আনয়ামের ৫২ নং টীকা হতে সংগ্রহীত]।

আজ পর্যন্তকার প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তা গবেষণার ফল হতে এ কথা অনস্বীকার্য সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালীন জনগণের মধ্যে শিরক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূর্তি পূজা সমন্বিত আরাধনার সমষ্টিই মাত্র ছিল না; বরং তা ছিল সেই জাতির অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবন দর্শনের ভিত্তি। হজরত ইব্রাহীম উহার মুকাবিলায় তৌহিদের দাওয়াত প্রচার করে ছিলেন। এ দাওয়াতের

www.pathagar.com

আঘাত শুধু মূর্তি পূজার উপরেই ছিল না; রাজবংশের পূজ্য হওয়া, সার্বভৌমত্ব লাভ এবং পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব আর সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থার উপরও এ আঘাত পড়েছিল। ইব্রাহীমের দাওয়াত ছিল আল্লাহর এবাদত গ্রহণের। আর আল্লাহর এবাদতের অর্থ কি ধর্মীয়, কি সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই বিরাজিত সকল প্রকার রীতি নীতি, বিধি-ব্যবস্থা উৎখাত করে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর বিধানের আল্লাহর রাসূল হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বাহক। কাজেই তাঁর নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপেই গ্রহণীয়। ফলে দেশের শাসক, ধর্মীয় পুরোহিত, অন্ধ সংস্কার ভক্ত জনগণ তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো; তাঁকে এক মহা বিদ্রোহী রূপে চিহ্নিত করা হল। এমনকি নিজের জন্মদাতা পিতাও তাঁর কোন খাতির করল না। তারা ইব্রাহীমকে দোষী সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ পাক বললেন,"*হে আগুন! ইব্রাহীমের উপর শীতল ও শান্তিপ্রদ হয়ে যাও।" [সূরা আম্বিয়া–৬৯]* আল্লাহ পাক ইব্রাহীমকে আগুন হতে রক্ষা করলেন। অতঃপর ইব্রাহীম বললেন, *'অবশ্যই আমি আমার রবের পথে হিজরতকারী; অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।–[সূরা আনকাবুত-২৬]।* তিনি ফিলিস্তিন এলাকার দিকে হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করে চলে গেলেন। সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে বসবাস করা শুরু করেন।

হযরত ইব্রাহীমের দেশ ত্যাগের পর তার জাতির উপর আল্লাহর গজব রূপে ধ্বংস নেমে আসে। দেশ বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। পরিশেষে একটি গোলাম জাতিতে পরিণত হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

﴿ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد و ثمود وقوم إبراهيم وأصحب مدين والمؤتفكت أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾

তাদের নিকট কি তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের, (দুর্দশার) কাহিনী পৌছেনি? নূহের জাতি, আদ ও সামুদ জাতি, ইব্রাহীমের জাতি, মাদয়িয়ান বাসীগণ, আর যে জনপদকে উল্টে দেয়া হয়েছিল, তার কাহিনী? তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ (আল্লাহর এবাদতের) সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন; (কিন্তু তারা রাসূলগণকে বিশ্বাস করে তাদের

www.pathagar.com

আনুগত্য গ্রহণ করেনি। তাদের উপর ধ্বংস নেমে এসেছে।)তাদের উপর আল্লাহর জুলুম করার কারণ ছিল না; তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।' –[সূরা তওবা-৭০]।

ফিরআউনের কাহিনীঃ

মিশরে বণি ইসরাইলের রাজত্বের সূচনা হয় হজরত ইউসুফ (আঃ) এর দ্বারা। কিন্তু পরবর্তীকালে মিশরে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে ও বাণি ইসরাইলীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ক্রীতদাস শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফিরআউন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বণি ইসরাইলদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু হয়। নির্যাতিত বণি ইসরাইলের মাঝে হজরত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মূসা (আঃ) ও শাসক ফিরআউনের সংগ্রামের কাহিনী কোরআন মজিদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নাজিয়াতে বলা হয়েছে- *(১৫) হে নবী!) মূসার বিবরণ আপনার নিকট পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তার রব তাকে তুয়া উপত্যকায় ডাক দিয়ে ছিলেন, (১৭) (হে মূসা!) ফিরআউনের নিকট যাও অবশ্যই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল-তোমার পবিত্র হবার আগ্রহ আছে কি? (১৯) আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করব যাতে তুমি তাকে ভয় করে চল। (২০) অতঃপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন। (২১) কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করল ও মূসার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার প্রচেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল ও জোরে ঘোষণা দিল (২৪) অতঃপর বলল-আমি তোমাদের সর্বোচ্চ কর্তা (রাব্বুল আ'লা)। (২৫) আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন ইহকালের শাস্তি ও পরকালের শাস্তিতে (২৬) যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে।*

সূরা তাহায় বলা হয়েছে– *(৪৩) তোমরা (মূসা ও হারুন) উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, হয়ত সে চিন্তা ভাবনা করবে, অথবা ভীত হবে। (৫৪) তারা বললেন, হে আমাদের রব! আমরা ভয় করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে, কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে।*

www.pathagar.com

(৪৬) আল্লাহ বললেন-তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সাথী, আমি (সব) জানি ও দেখি। (৪৭) অতঃপর তোমরা তার কাছে যাও ও বল, আমরা তোমার প্রতিপালক (রব) এর প্রেরিত রাসূল; অতঃএব আমাদের সাথে বাণি ইসরাইলদের যেতে দাও এবং তাদের নিপীড়ন করবেনা আমরা তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং যে সৎ পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি সালাম (শান্তি)। (৪৮) অবশ্যই আমাদের প্রতি অহী করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল তার উপর অবশ্যই আল্লাহর আজাব আসবে। (৪৯) সে বলল- হে মূসা ! তোমার প্রতিপালক (রব) কে? (৫০) মূসা বললেন আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকেই সৃষ্টি প্রদান করেছেন, অতঃপর হেদায়েত দিয়েছেন (পথ দেখিয়েছেন)। (৫৬) আমি (আল্লাহ) ফিরআউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়েছি; অতঃপর সে মিথ্যারোপ করেছে ও অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল-হে মূসা ! তুমি কি তোমার যাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করতে এসেছ? (৫৮) অতএব, আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। ... (৬০) অতঃপর ফিরআউন প্রস্থান করল, তার সব কলাকৌশল জমা করল ও উপস্থিত হল। (৬১) মূসা তাদেরকে বললেন-দুর্ভাগ্য তোমাদের ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ কর না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সেই বিফলকাম হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মাঝে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল, এ দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর; তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা (তরিকত) রহিত করতে চায়।

সূরা মুমিনে বলা হয়েছে- *(২৩) আমি (আল্লাহ) আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি, (২৪) ফিরআউন, হামান ও কারুনের কাছে; অতঃপর তারা বলল-সে যাদুকর মিথ্যাবাদী। (২৫) অতঃপর মূসা যখন আমার পক্ষ থেকে সত্যসহ তাদের নিকট পৌঁছিল, তখন তারা বলল- যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর, আর কন্যাদেরকে জীবিত রাখ। কাফেরদের কৌশল*

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছে। (২৬) ফিরআউন বলল- তোমরা আমাকে ছাড় আমি মূসাকে হত্যা করব। ডাকুক সে তার প্রতিপালক (রব) কে ; আমি ভয় করি সে তোমাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)কে বদল করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে দেবে। (২৭) মূসা বললেন-যারা হিসাব দিনে বিশ্বাস করে না এরূপ প্রত্যেক অহঙ্কারী হতে আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিচ্ছি।

সূরা মু'মিনুনে বলা হয়েছে- *(৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ (৪৬) ফিরআউন ও তার অমাত্যবর্গের কাছে, অতঃপর তারা অহংকার করল, আর তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মত দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করব ? অথচ তাদের সম্প্রদায় (বণি ইসরাইল) আমাদের দাস (আবেদ)। (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল; ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আর নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সুপথ (হেদায়েত) প্রাপ্ত হয়।*

সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে- *(৫১) ফিরআউন তার জাতির লোকদের সামনে চিৎকার করে বলল-হে জনগণ, মিশরের রাজত্ব কি আমার জন্য নির্দিষ্ট নয়? আর এ নহরসমূহ আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি কি এ ব্যক্তি (মূসা) থেকে উত্তম নই যে একজন হীন নীচ অবস্থার (অর্থাৎ দাস শ্রেণীর) আর সে নিজের বক্তব্যও বলার যোগ্য নয় (৫৩) অতঃপর তাকে সোনার কাঁকন (রাজকীয়ভূষণ) পরানো হয় নি কেন? অথবা ফিরিস্তারা তার সাথে এক দল সাথী হয়ে আসেননি কেন? (৫৪) অতঃপর সে তার জাতিকে (মূসার ব্যাপারটি) হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করল; অতঃপর জনগণ তার (ফিরআউনের) আনুগত্য করল; অবশ্যই তারা ছিল ফাসেক (নাফরমান) জাতি। (৫৫) অতঃপর যখন তারা আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম; অতঃপর সবাইকে ডুবে মারলাম। (৫৬) অতঃপর তাদেরকে অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত করলাম। আর পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপমা করলাম।*

'ফিরআউন' শব্দের অর্থ "সূর্য দেবতার সন্তান।" প্রাচীন মিশরবাসী লোকেরা সূর্যকে 'মহাদেব' বা পরমেশ্বর রূপে মানত। উহাকে তারা বলত

www.pathagar.com

"রাউন"; উহার সাথেই ফিরআউনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, কোন শাসক দেশ শাসনের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব কেবল তখনই লাভ করতে পারে যদি সে 'রাউন' দেবতার রূপ ধারণ করে এবং এ পৃথিবীতে হয় তার প্রতিভূ প্রতিনিধি। এ কারণে মিশরে ক্ষমতাসীন রাজবংশ নিজকে সূর্য বংশীয় বলে প্রচার করত, আর যে শাসকই ক্ষমতাসীন হত সেই 'ফিরআউন' উপাধি গ্রহণ করে জনগণকে এ ধারণা দিত যে, সে তাদের 'রাউন' দেবতার প্রতিনিধি পরমেশ্বর বা মহাদেব।

হজরত মূসার জন্মকালে যে ফিরআউন রাজত্ব করত এবং তিনি যার ঘরে লালিত পালিত হন তার নাম ছিল দ্বিতীয় আমীস। তার শাসনকাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ১২৯২-১২২৫ সন। আর যে ফিরআউনের নিকট মূসা ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন ও বণি ইসরাইলদের মুক্তির দাবী পেশ করেন তার নাম ছিল 'মুনফাতা' বা 'মিনফিতা'। সে তার পিতার জীবদ্দশায়ই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে।

নমরুদ ও ফিরআউনের জীবন বৃত্তান্ত ইতিহাসও আলকোরআনের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ধর্মীয় জীবনে উপাস্য দেবতা ছিল; তারা দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের পূজ্য ছিল এবং দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার লাভ করত। মানুষ তাদের আনুগত্য করত; আর আনুগত্যও এবাদতের অন্তর্ভূক্ত। তারা তাদের সিদ্ধান্ত বা কাজের জন্য কারও নিকট জওয়াবদিহির জন্য দায়ী ছিল না। তারা চন্দ্র দেবতা বা সূর্য দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের উপর প্রবৃত্তিপ্রসূত হুকুম চালাত, যা মানুষ দেবতার হুকুম বলে নির্দ্বিধায় মেনে নিত; কিন্তু তাদের কোন অন্যায় কাজের জন্য তাদের দেবতা তাদেরকে পাকড়াও করবে বা শাস্তি দিবে এরূপ কোন বোধ বা ভয় তাদের অন্তরে ছিলনা। এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা নিজেকে খোদা বলে দাবী করুক, আর নাই করুক, তারা মানুষের উপর খোদা হয়ে বসে। এরূপই ছিল নমরুদ ও ফিরআউনের খোদাই দাবীর স্বরূপ।

যুগে যুগে মানুষ মানুষের উপর এরূপ খোদা বা রব বা ইলাহ হয়ে বসেছে, আর রাসূলগণ এসে মানুষকে মানুষের রবুবিয়াত হতে উদ্ধার করে মানুষের প্রকৃত 'রব' বা ইলাহ আল্লাহর রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের অধীনে জীবন যাপনের ডাক

www.pathagar.com

দিয়েছেন। আর এ কারণেই ধর্মীয় পুরোহিত ও দেশের শাসকরা, যারা মানুষের উপর কর্তৃত্ব করত, নবীগণকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত, নবীগণের ঘোর বৈরী সাজত। তাই নমরুদ ইব্রাহীম (আঃ) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। ফিরআউন মূসা (আঃ) কে হত্যা করার ঘোষণা দিয়েছিল। রোমীয় শাসক ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশ বিদ্ধ করে মারতে চেয়েছিল। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছিল। আল্লাহপাক বলেন ঃ

'স্মরণ করুন, (হে নবী) যখন অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করবে; তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করছিলেন, আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বনকারী।" [সূরা আনফাল-৩০]।

এই ধরনের নেতা বা শাসক, যারা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করেছে, আলকোরআনের পরিভাষায় তাদেরকে 'তাগুত' বলা হয়েছে।

'তাগুত' এর আসল পরিচয়ঃ

সাধারণভাবে বাংলায় 'তাগুত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'বোত', 'দেবতা' বা মূর্তি। কিন্তু 'তাগুত' শব্দটি আরবী 'তা'গা' শব্দ হতে উদ্ভুত। ইহার অর্থ "সীমা লঙ্ঘন করা"।

আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ)-কে বাদশা ফিরআউনের নিকট পয়গাম নিয়ে যাবার নির্দেশ দানের সময় বললেন- "ইজহাব ইলা ফিরআউনা, ইন্নাহু তা'গা" [সূরা-নাজিয়াত-১৭]; "*(হে মুসা!) ফিরআউনের নিকটে যাও, সেতো সীমা লঙ্ঘন করেছে।*"

এখানে চিন্তনীয় যে, ফিরআউন কিসের সীমা লঙ্ঘন করেছে? সে আল্লাহপাকের'এবাদত' বা দাসত্বের সীমা লঙ্ঘন করেছে। সে নিজেকে স্বাধীন, পরমুখাপেক্ষাহীন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। সে নিজের কোন কাজের জন্য বিশ্ব নিখিলের মালিক আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির কোন পরওয়া করে না। আল্লাহ পাক বলেন, *"ইন্নাল ইনসানা লা-ইয়াৎগা, আর রায়াহুস* তাগনা, ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ" অর্থাৎ *"অবশ্যই মানুষ (দাসত্বের) সীমা লঙ্ঘন*

www.pathagar.com

করে, যেহেতু সে নিজকে পরমুখাপেক্ষাহীন মনে করে; অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হবে।" [সূরা আ'লাঃ ৬-৮]।

মানুষ মূলতঃই "আল্লাহর এবাদত" করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, "ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন। মা উরিদু মিনহুম মিররিজকিও, ওয়া মা উরিদু আয় ইউৎ ইমুন। ইল্লাল্লাহা হুয়ার রাজ্জাকু, যুল কুয়াতিল মাতিন।" অর্থাৎ *"আমার এবাদত করার জন্যই আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট হতে কোন জীবিকার ইচ্ছে করি না এবং ইহাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য্য যোগাবে। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদানকারী, সকল শক্তির আধার, অটুট অবিনাশ।" [সূরা যারিয়াতঃ ৫৬-৫৮]*।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর এবাদত করবে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সে একমাত্র আল্লাহরই পূজা, উপাসনা, আরাধনা করবে; একমাত্র আল্লাহরই নিকট আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা করবে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করবে; জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সে নিজেকে আল্লাহর দাসরূপে পরিচালিত করবে; প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির তাগিদ অন্তরে লালন করবে, জাগ্রত রাখবে। আল্লাহকে নিজের একমাত্র প্রতিপালক প্রভুরূপে গ্রহণ করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবে; এ আত্মসমর্পণ করাকেই আরবী ভাষায় বলে "মুসলিম" হওয়া। আল্লাহপাক বলেন,

'নিশ্চয়ই যারা বলল, আল্লাহই আমাদের রব (প্রভু, প্রতিপালক), অতঃপর (এ নীতির উপর) দৃঢ় হয়ে থাকল, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তান্বিত হবে না।" [সূরা আহকাফঃ ১৩]।

ইহাই নিখিল বিশ্বের মালিক আল্লাহর এবাদত। নবী রাসূলগণ আল্লাহর এ এবাদতের পয়গাম নিয়ে মানব সমাজে আগমন করেন। আর তাগুতরা আল্লাহর এ এবাদতকে অস্বীকার করে। তারা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নিজেরা নানা প্রকার মনগড়া বিধান কি ধর্মীয়, কি সামাজিক মানুষের উপর প্রয়োগ করে। নারীদেরকে দেবদাসী (Religious Prostitute) বানিয়ে মন্দিরে উৎসর্গ করার

www.pathagar.com

বিধান জারী করে এই তাগুতরা; দেবতার নামে নানাভাবে ধনসম্পদ মন্দিরে উৎসর্গ করার বিধান প্রবর্তন করে এই তাগুতরা; এসব ধনসম্পদ ভোগ করে কায়েমী স্বার্থভোগী পুরোহিত ও শাসকরা।

দেবতা "নান্নার" (চন্দ্র দেবতা), বা দেবতা 'রাউন' (সূর্য দেবতা)মানুষের নিকট কোন পূজার দাবী করে না বা মানুষের জন্য ভালমন্দ কোন বিধি বিধানও তারা দিতে পারে না। কিন্তু নান্নারের প্রতিনিধি নমরুদ ও রাউনের প্রতিনিধি ফিরআউন মানুষের উপর বিধান জারী করে; আর তাদের বিধান দেবতার নির্দেশ বলে বিবেচিত হয়। অতএব, প্রকৃত তাগুত হল প্রতিপত্তিশালী, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নমরুদ ও ফেরআউন। আল্লাহ্ পাক এ সব তাগুতকে অস্বীকার করতে ও তাদের প্রতিপত্তি খতম করতে নবীগণকে পাঠিয়েছেন। তাই তারা নবীগণকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গ্রহণ করেছে এবং নবীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তারা তাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-কে বদল করে দেবে, দেশে অশান্তি (ফেতনা)-এর সৃষ্টি করবে ও দেশের কর্তৃত্ব দখল করে নেবে। তাগুতদের প্রতিপত্তি খতম করতে পারলে তাদের দ্বারা রচিত নির্যাতনমূলক বিধিবিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে; সকল প্রকার মিথ্যা দেবতার পূজা, উপাসনাও বন্ধ হয়ে যাবে। মানব সমাজে আল্লাহ্ ছাড়া আর যত প্রকার ইলাহ্র উদ্ভব ঘটে, তন্মধ্যে "তাগুত" হল সবচেয়ে শক্তিশালী ইলাহ। এই তাগুতকে বর্জন করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, "

আমি প্রত্যেক মানব সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর, আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের মাঝে কতককে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করলেন, আর কতকগুলোর উপরে পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতঃপর দুনিয়ায় ভ্রমণ করে দেখ (রাসূলগণের আনীত নীতির প্রতি) মিথ্যা আরোপকারীদের কি (খারাপ) পরিণতি হয়েছে?" (সূরা নহল-৩৬)।

"যারা তাগুতের এবাদতকে বর্জন করল ও আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করল, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ; অতএব (হে নবী!) সুসংবাদ দিন আমার বান্দা (দাস)-দেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে (সত্য) কথা শুনে ও উহার উত্তম বিধানের অনুসরণ করে; তাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধ জ্ঞানসম্পন্ন।" (সূরা জুমারঃ ১৭-১৮)।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত সূরা দুটি মক্কী সূরা। মক্কী জীবনে যারা কালেমা তাইয়েবার নীতিকে গ্রহণ করল, তারা সেখানে তাগুতের এবাদত বা আনুগত্য করতে অস্বীকার করল; ফলে তাগুতি শক্তি অতি প্রবলভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে বসল। কিন্তু সেখানে আল্লাহর বান্দারা সকল প্রকার ক্ষতি স্বীকার করে, এমনকি জীবননাশের ঝুঁকি নিয়ে "আল্লাহর এবাদত" এর নীতির উপরে অটল হয়ে রইল।

তাগুতকে বর্জন করে একমাত্র আল্লাহকে রব (প্রভু, প্রতিপালক) বলে গ্রহণ করার সুফল মদীনী জিন্দেগীতে সূচিত হয়। আল্লাহ পাক বলেনঃ *"দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-এর ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই; অবশ্যই সত্য; সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। অতঃপর যারা তাগুতকে অস্বীকার করে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা এমন এক মজবুত রশি (অবলম্বন)-কে ধারণ করে, যা ছিঁড়বার নয়, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা; যারা (নবীর পয়গামে) বিশ্বাস করেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায়। আর যারা বিশ্বাস করল না তাদের অভিভাবক তাগুতগণ ; তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই হল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬-৫৭)।*

মদীনী জিন্দেগীতে যারা ঈমান এনে মুসলমান হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচারের রায়ের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছে ও অন্য ব্যক্তির প্রতি বিচার প্রার্থনা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তাদের এ কাজকে তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

(হে নবী! আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যে বিধান নাজিল হয়েছে, আর আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে এ সবের প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে, অথচ তারা তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়, অথচ অবশ্যই উহাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার দিকে ও রাসূলের (নীতির) দিকে আস, তখন

www.pathagar.com

মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, আপনার নিকট হতে সম্পূর্ণ দূরে সরে যাচ্ছে। অতঃপর কিরূপ হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে মুছিবত স্পর্শ করবে? অতঃপর আপনার নিকট আসে, আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ইচ্ছে ছিল না। এরা সেই সব লোক যাদের অন্তরের কৃতকর্মের খবর আল্লাহ অবগত আছেন। অতএব আপনি এদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন, আর তাদেরকে এমন কথা বলুন যা তাদের মর্ম স্পর্শ করে। রাসূলকে এ জন্য পাঠানো হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করলো তখন যদি তারা আপনার নিকট আসত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর রাসূলও তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমার জন্য দোয়া করতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালুরূপে পেত। অতঃপর না (তাদের আচরণ এরূপ হল না); আপনার প্রভুর শপথ, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে আপনাকে ন্যায় বিচারকরূপে গ্রহণ করবে অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দিবেন, সে ব্যাপারে তাদের মনে কোন কুণ্ঠা থাকবে না ও আপনার সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। (সূরা নিসা-৬০-৬৫)

উপরের আয়াত (বাক্য)-সমূহের অন্তরালে যে বিবাদের ঘটনা লুক্কায়িত আছে, তা মুসলমানদের ঈমানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বড়ই শিক্ষণীয় বিষয়। মদীনায় জনৈক মুসলমান ও জনৈক ইহুদীর মাঝে বিবাদ বাঁধে। ইহুদী মুসলমানকে নিয়ে বিচারের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যেতে আগ্রহী; কিন্তু মুসলমানটি ইহুদীকে নিয়ে ইহুদীদের সরদার কা'আব ইবনে আশরাফের নিকট যেতে চায়। মুসলমানটির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার প্রার্থী হতে অনীহা প্রদর্শন বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আসলে তার দাবী ছিল অন্যায়, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ন্যায় বিচারে সে হেরে যাবে, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, তাই সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বিচার প্রার্থী হতে অনীহা দেখাচ্ছিল; পক্ষান্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ন্যায়পরায়ণতার প্রতি ইহুদীর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাই সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে

www.pathagar.com

বিচারক মেনে নিতে আগ্রহী ছিল। শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পেশ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায় বিচারে ইহুদী জয়লাভ করে ও মুসলমানটি হেরে যায়। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত রায়ের ব্যাপারে তার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। পরে তার বন্ধুবান্ধবরা পরামর্শ করে মোকদ্দমাটি পুনঃ বিচারের জন্য ইহুদীকে নিয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তাদের ধারণা ছিল যে, হযরত ওমর (রাঃ) ইহুদীর প্রতি বিদ্বেষ করে মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে। কিন্তু ইহুদী ব্যক্তি যখন তার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বিচারের রায়ের কথা ব্যক্ত করল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) সে মুসলমানের উপর ক্ষেপে গেলেন ও তরবারী তার গর্দানে মেরে দিলেন। হত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব বা ওয়ারীশরা হযরত ওমরের বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট একজন মুসলমান হত্যার অভিযোগ আনয়ন করল। সর্বজ্ঞ আল্লাহপাক অহী প্রদত্ত হেদায়েতের মাধ্যমে ঘটনার গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত করলেন ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে হত্যার অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিলেন।

আসলে মুসলমান লোকটি যে নিষ্ঠাবান ঈমানদার ছিল না, ছিল মুনাফিক, তাই আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন। লোকটির আগা-গোড়া সব কর্মনীতিই ছিল একজন নিষ্ঠাবান ঈমানদারের কর্ম নীতির বিপরীত। একজন নিষ্ঠাবান ঈমানদার একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই বিবাদীয় বিষয়ে বিচারক রূপে গ্রহণ করবে ও তাঁর ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবে; অন্যথায় আল্লাহর ঘোষণা মুতাবিক সে ঈমানদার হতে পারবে না। কিন্তু এ লোকটি প্রথমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিচারক রূপে গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়েছে ও ইহুদী সর্দার কা'আব বিন আশরাফকে বিচারক রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছে। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচারের রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হয়েছে। অথচ একজন নিষ্ঠাবান ঈমানদার বা খাঁটি মুসলমান হতে হলে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের সিদ্ধান্তের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে, পুরাপুরি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা (আল্লাহ ও

www.pathagar.com

রাসূলের) আনুগত্য স্বীকার করলাম; অতঃপর উহাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, বস্তুত তারা মুমিন নয়। আর যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি তাদের প্রাপ্য (স্বার্থ) থাকে, তবে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না কি তারা সংশয় পোষণ করে? না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং এরাই জালিম (অপরাধী)। যখন মুমিনদের কোন বিষয়ের ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখনতো তারা এই উক্তি করে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য গ্রহণ করলাম। আর তারাই কল্যাণ লাভ করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে, আর তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে, তারাই হল সফলকাম।" (সূরা নূরঃ ৪৭-৫২)।

ইহাই প্রকৃত মুমিন বা মুসলমানের পরিচয়। মদীনার যে মুসলমানটি, যাকে পরে মুনাফিক বলে প্রকাশ করা হলো, প্রথমে ইহুদী সর্দার কা'আব বিন আশরাফের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চাইল, আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ফয়সালা তার মনঃপুত না হওয়ায় পুনঃবিচারের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। তার এ আচরণকে আলকোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ***"তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করার ইচ্ছা"*** বলা হয়েছে। কা'আব বিন আশরাফ বিধর্মী, ইহুদী; সে নীতিগত ভাবেই আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের অনুসারী নহে। কাজেই এরূপ বিধর্মীর নিকট বিচার প্রার্থনা করা আল্লাহর নিকট ***"তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা"*** বলে গণ্য হয়েছে। অনুরূপ কোন বিধর্মী শাসকের আনুগত্য করা আল্লাহর নিকট তাগুতের আনুগত্য করা বলে গণ্য হবে। হযরত ওমর (রাঃ) যদি মামলাটির পুনঃবিচার করতেন ও রাসূলের রায় হতে ভিন্ন রায় ঘোষণা করতেন তবে তিনিও 'তাগুত'এ পরিণত হতেন। কিন্তু তিনি একজন খাঁটি মুমিন হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিদ্ধান্তকে অনন্য, অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন ও তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করছেন; আর যে ব্যক্তি রাসূলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তাকে মুনাফিক জ্ঞানে তার গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

উপরের বর্ণিত এ ঘটনা ও আলোচনা হতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নিষ্ঠাবান মুমিন বা খাঁটি মুসলমান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের খেলাপ কোন বিধর্মীর আনুগত্য বা কোন নামধারী মুসলমান, যে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শকে বদল করবে, তার আনুগত্য কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। এরূপ আনুগত্য গ্রহণ করলে সে "তাগুত" এর আনুগত্য করবে; আর এ আনুগত্য হবে তাগুতের এবাদত। এরূপ অবস্থায় মুসলমানি বজায় থাকবে না; মুনাফিকরূপে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে।

মুসলমানদের আনুগত্যের সুস্পষ্ট বিধান

মানব জিন্দেগীতে আনুগত্য করা একটি প্রাকৃতিক বিধান। মানুষের সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে আনুগত্যের ব্যবস্থা রয়ে গেছে। মানুষকে আনুগত্য করতে হয় মাতাপিতার, আনুগত্য করতে হয় মুরুব্বীর, আনুগত্য করতে হয় শিক্ষকের, আনুগত্য করতে হয় নেতা, সমাজপতি বা দেশের শাসকের. স্ত্রীলোককে আনুগত্য করতে হয় তার স্বামীর।

এমনি করে মানব জিন্দেগীতে ছোট বড় কত আনুগত্যই করতে হয়। কাজেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা (দ্বীনেল হক) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে। আল্লাহ পাক বলেন, ***"হে নবী! আল্লাহকে ভয় করে চলুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর অনুসরণ করুন তার যা আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে আপনার প্রতি অহী করা হয়। তোমরা যা কিছুই কর, অবশ্যই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর আল্লাহর উপরই নির্ভর করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।"***

(সূরা আহযাবঃ ১-৩)।

আল্লাহকে ভয় করে চলতে হলে বা আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে; আর এ ব্যবস্থাই কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য হতে রক্ষা করবে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আংশিক আনুগত্য করলে, এর সাথে কাফির বা মুনাফিকদেরও আনুগত্য করতে হবে; আর ইহাই হবে তাগুতের আনুগত্য, তাগুতের এবাদত, এ কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক মুসলমান সাধারণ বা ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ *"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা 'উলিল আমর' (কর্তৃত্বের অধিকারী) নিয়োজিত হয়, তাদের (অনুসরণ কর)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) নিকট (সঠিক সমাধানের জন্য) উপস্থিত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর। ইহাই মঙ্গলজনক ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম ব্যবস্থা।" (সূরা নিসাঃ ৫৯)।*

ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশ ইসলামী দ্বীনের গোটা ধর্মীয়, তামাদ্দনিক ও সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ।

আল্লাহর আনুগত্য ঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন নিখিল বিশ্বের একমাত্র রব বা প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দা বা দাস, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম); এর পর অন্য কিছু لا اله الا الله এ পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে, সকল প্রকার ইলাহকে অস্বীকার করে একমাত্র 'ইলাহ' আল্লাহর প্রভুত্বকে স্বীকার করে গ্রহণ করা হয়েছে। সকল প্রকার ইলাহর আনুগত্যকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকে বরণ করা হয়েছে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন বিধান ও ব্যবস্থার কেন্দ্র হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা। অন্য কোন প্রকার আনুগত্য ও বাধ্যতা কেবলমাত্র তখনই স্বীকার করা যেতে পারে, যখন উহা আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতার অধীন ও অনুকূল হবে, বিপরীত হবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথায় لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ সৃষ্টি কর্তার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্পাক। আসমান ও জমীনের যাবতীয় সৃষ্টি তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁরই সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। আসমান ও জমীনের রাজত্ব তাঁহার। সূরা ফাতিহায় পাঠ করা হয় مالك يوم الدين অর্থাৎ 'বিচার দিনের' মালিক, সম্রাট। সূরা নাসে পাঠ করা হয়-

www.pathagar.com

'রাব্বুন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহীন্নাস, অর্থাৎ 'মানুষের প্রভু, প্রতিপালক; মানুষের সম্রাট মানুষের উপাস্য, পূজ্য। শুধু তাত্ত্বিক ভাবে আল্লাহকে মানুষের সম্রাট বলে ঘোষণা দিলেই চলবে না; এ ঘোষণার বাস্তব রূপায়ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বা সম্রাট হবে আল্লাহ। এরূপ রাষ্ট্র চলবে আল্লাহর হুকুম (বিধান) এর অধীনে। এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরূপ রাষ্ট্রকে বলে "দারুল ইসলাম।" কেবলমাত্র দারুল ইসলামের অধিবাসী হলে, সামগ্রীক জীবন আল্লাহর হুকুমের অধীনে যাপন করা সম্ভবপর হয়; আর এরূপ অবস্থায় একজন ঈমানদার পূর্ণ মুসলিম, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী হয়; জীবনের কোন দিকই আল্লাহর হুকুমের বাইরে থাকে না। এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনেই শুধু আল্লাহর সাথে শিরক করার অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন পরিচালিত হয় না, সে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোন ব্যক্তির, বাদশা বা সম্রাটের অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জনগণের নামে এরূপ রাষ্ট্র পরিচালিত করে, আইন প্রণয়ন করে ও প্রয়োগ করে; এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আল্লাহর আইন বা আলকোরআনের আইনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় না। এরূপ রাষ্ট্রকে বলে 'দারুল কুফুর'। এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে আল্লাহর আইন পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভবপর হয় না; ফলে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যও হয়না। অতএব, পূর্ণ মুসলমানিও হয় না। এরূপ অবস্থায়, আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক হয়, যদিও কোন মূর্তি পূজা করা হয় না। এবারে আলকোরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলেন- *'আসমান ও জমীনের রাজত্ব আল্লাহর, আর তাঁরই নিকট শেষ প্রত্যাবর্তন'।* (সূরা নূরঃ ৪২)। তাফসীরঃ সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ বা জনগণ নয়। মানুষ রাজ্য পরিচালনা করার অধিকার লাভ করতে পারে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, তাঁর খলিফা হিসেবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমার মধ্যে। এ অধিকারকে অস্বীকার করা বা বান্দাদিগকে সেই ক্ষমতার মালিক বলিয়া গ্রহণ করাকে নবাবিষ্কৃত রাজনৈতিক শিরক ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। (মওলানা আকরাম খাঁ অনুবাদিত কোরআন শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১২৭, টীকা নং-২৫)।

www.pathagar.com

'গৌরবান্বিত তিনি, যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ) এর প্রতি ফুরকান (ভালমন্দ বিচারের মানদন্ড) নাজিল করেছেন যেন, তিনি (মুহাম্মদ) বিশ্ববাসীর জন্য সর্তককারী হইতে পারেন। তাঁর রাজত্ব আসমান ও জমীনে। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নাই এবং তিনি সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর উহার জন্য নিয়তি নির্ধারিত করিয়াছেন।' (সূরা ফুরকানঃ ১-২)

তাফসীরঃ (১) সমগ্র আসমান ও জমীনের সকল রাজ্যের একমাত্র মালিক হইতেছেন আল্লাহ। সুতরাং মেঘের স্বতন্ত্র দেবতা, বাতাসের স্বতন্ত্র দেবতা, ঝড়ের স্বতন্ত্র দেবতা, আলোকের স্বতন্ত্র দেবতা প্রভৃতি কল্পনা করা অন্যায়। এই রূপ দুনিয়ার শাসন পালনের জন্য তাঁহার নির্দেশ ও বিধান ব্যতীত আর কাহারও নির্দেশ বা বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে না।

(২) অনেকেই মনে করেন যে, দুনিয়ার রাজ্য রাজত্ব পরিচালনার স্বত্ত্বাধিকার সেই রাজ্যের অধিবাসীদের আছে। কোরআন বলিতেছে- সমস্ত ক্ষমতা মুলতঃ ও বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহরই অধিকারভূক্ত। মানুষ তাহার কিয়দাংশ লাভ করিতে পারিবে তাঁহারই সমর্পিত ন্যায় হিসাবে এবং তাহারই প্রবর্তিত বিধি ব্যবস্থা অনুসারে। সাধারণ গণতন্ত্রে ও ইসলামী গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য এই খানেই। সংখ্যাগুরু দলের স্বেচ্ছাচারকে বাঁধা দেবার ইহাই একমাত্র উপায়। (মওলানা আকরাম খাঁ অনুবাদিত কোরআন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৬৮-৬৯)

সূরা আন'আমের ১২২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- **'ওয়া লা তাকুলু মিম্মা লাম ইউযকারিযমুল্লাহি আলাইহি ওয়া ইন্নাহু লা ফিসকোন; ওয়া ইন্নাস সাইয়াতিনা লা ইউহুনা ইলা আউলিইয়ায়িহিম লি ইয়োজাদিলুকুম ওয়া ইন আত্বাতুমু হুম ইন্নাকুম লা মুশরিকুন।** –'আর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করিও না; অবশ্যই উহা ফিসক (নাফরমানী); এবং নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে (নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নের উন্মেষ করে), যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য স্বীকার কর, তবে অবশ্যই তোমরা 'মুশরিক' হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

অত্র আয়াতের পটভূমিকায় বলা হয়েছে যে, আইয়ামে জাহেলীয়াতের যুগে আরবের মুশরিকরা মৃত জীবের মাংস খেত। ইসলামী শরীয়তে মৃত জীবকে আল্লাহ হারাম করেন। তখন মুশরিকরা কূটতর্ক তুলল যে, যা তোমরা (মুসলমানরা) নিজেরা যবেহ করে হত্যা কর, তা তোমাদের নিকট হালাল, আর যা আল্লাহ মারেন (অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মারা যায়), তা খাওয়া হারাম হবে কেন? আল্লাহ পাক বলছেন যে, এরূপ কূট যুক্তি উত্থাপন করা শয়তানী প্রেরণার ফল। মুসলমানদেরকে আল্লাহর নির্দেশ দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তারা যদি মুশরিকদের কূটতর্কের খপ্পরে পড়ে তাদের মতের অনুসরণ করে তবে তারা আর মুসলমান থাকবে না, মুশরিক হয়ে যাবে। উক্ত আয়াতের তাফসীরে মওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী তাঁর অনুবাদিত কোরআন শরীফ (সন ১৩১৬ সালে কলিকাতার ৩৩ নং বেনেপুকুর লেন, আলতাফী প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত) এর ২২৫ পৃষ্ঠায় ২নং টীকায় লিখেনঃ 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পূজা করা, ইহাই কেবল শিরক নহে. বরং হুকুমের মধ্যে শিরক আছে। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে অন্যের হুকুমের অনুগত হওয়াও শিরক।'

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মওলানা মওদূদীর সম্পাদিত তাফহীমুল কোরআনের সূরা আন'আমের ৮৭ নং টীকায় লিখা হয়েছে- 'একদিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, আর সেই সাথে আল্লাহদ্রোহী লোকদের রচিত আইন-কানুন ও তাহাদের আরোপিত বিধিনিষেধ মানিয়া চলা সুস্পষ্ট রূপে শিরক। তওহীদ হইতেছে সমস্ত ও সম্পূর্ণ জীবন আল্লাহর আনুগত্যের অধীন যাপন করা। আল্লাহকে মান্য করার সাথে অপর লোককে স্বয়ং সম্পূর্ণ অনুসরণ যোগ্যরূপে বিশ্বাস করা আক্বীদার দিক দিয়া শিরক। আর যে সব লোক আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়া নিজেরাই আদেশ ও নিষেধের আইন রচনা করে, কার্যতঃ তাহাদের আনুগত্য করা ও তাহাদের রচিত আইন মানিয়া চলা কাজের ক্ষেত্রে শিরক।'

আহলে কিতাবদের পতন যুগে তারা তাদের পুরোহিতদের ধর্মীয় বিধান ও শাসকদের সামাজিক আইন নির্দ্বিধায় মেনে চলত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তওরাত ও ইঞ্জিলের আইন তাদের জীন্দেগীর অধিকাংশ ক্ষেত্র হতে বিসর্জিত হয়েছিল। তাদের উপর মানুষ রব বা আল্লাহ হয়ে বসেছিল। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবার সময় আল্লাহর এবাদত গ্রহণের, তাঁর সাথে কোন

www.pathagar.com

শরীক স্থাপন না করার ও কোন মানুষকে 'রব' বলে গ্রহণ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন-

'বলুন, (হে নবী!) হে আহলি কিতাবরা, আস এমন একটি বাক্যের দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও এবাদত না করি এবং কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি. আর আল্লাহর পরিবর্তে আমাদের কেহ অন্য কাউকে রব (প্রতিপালক)রূপে গ্রহণ করবে না। অতঃপর যদি তারা (এ দাওয়াত থেকে)মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে মুসলিমরা) তোমরা বল, (হে আহলি কিতাবরা!) তোমরা সাক্ষ্য থাক যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)।' (সূরা আল ইমরান- ৮৪)

আল্লাহ্ পাক তাঁর হুকুম বা নির্দেশের মধ্যে কাউকে শরীক করেন না; অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ পাক বলেন- *'তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই, আর তিনি তাঁর হুকুমের (কর্তৃত্বের) মধ্যে কাউকেও অংশী করেন না।' (সূরা কাহফ-২৬)।*

মানুষ মানুষের 'রব', ইলাহ বা আল্লাহ্ কিভাবে হয়, তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যেখানে আল্লাহর কিতাবের বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ পুরাপুরি কার্যকর থাকবে না, সেখানেই আল্লাহর হুকুমের খেলাফ বা বিপরীত বিধান কার্যকর হবে। বর্তমান মুসলমানদের জীন্দেগীতে ইহাই সংঘটিত হয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, কোরবানী, ওজু, গোসল ইত্যাদি ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো ব্যতীত মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের বহু ক্ষেত্রে ও সমাজ জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন তথা আলকোরআনের বিধান কার্যকর নেই। ইহা যে, আল্লাহর হুকুমের মধ্যে শিরক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ শিরকের অপরাধ হতে রক্ষা পেতে হলে, আল্লাহর হুকুমত তথা দারুল ইসলামের প্রজা হওয়াই একমাত্র পথ। এ ছাড়া আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য হবে না। ফলে, খাঁটি মুসলমানও হওয়া যাবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের পরে মুসলমানদের দ্বিতীয় আনুগত্য লাভের

www.pathagar.com

অধিকারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মূলতঃ ইহা কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আনুগত্য নহে। আল্লাহর আনুগত্যের ইহাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব পথ। আল্লাহর হুকুম, আহকাম ও পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেবার তিনিই হচ্ছেন একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করলে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য না করলে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়। আল-কোরআনের ভাষায়

﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি (রাসূলের আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তবে (হে রাসূল।) আমি আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার করে পাঠাইনি। –(সূরা নিসা -৮০)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মান আতানি ফাক্বাদ আত্বাল্লাহ ওয়া মান আছানি, ফাক্বাদ আছায়াল্লাহ, অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে আমার আনুগত্য করল না, সে আল্লাহর নাফরমানি করল।' –(হাদীস বোখারী)।

রাসূলোল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৪০ বৎসর বয়সে নবুওতী লাভ করার পর ইন্তেকাল পর্যন্ত ২৩ বৎসরের জিন্দেগীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ওহীলব্ধ জ্ঞান তথা আলকোরআনের অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ اتبع ما أوحى إليك من ربك لآ إله إلا هو وأعرض عن المشركين ﴾

'(হে নবী।) অনুসরণ করুন ঐ বিধানের যা আপনার প্রতি ওহী করা হচ্ছে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (বিধানদাতা) নেই; আর মুশরিকদের তরফ হতে মুখ ফিরিয়ে নিন।' –(সূরা আন আম-১০৬)

www.pathagar.com

'বলুন (হে নবী!) আমার রবের নিকট হতে আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি তারই অনুসরণ করি। ইহা তোমাদের প্রভুর নিকট হতে অন্তর্দৃষ্টির আলোক, হেদায়েত ও করুণা সেই জাতির জন্য যারা একে মেনে নেয়।' –(সূরা আরাফ-২০৩)

'বলুন (হে নবী!) আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে তাঁরই এবাদত (উপসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) করি, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমিই প্রথম তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করি (মুসলিম হই)। আমি যদি আমার প্রভুর হুকুম অমান্য করি, তবে আমি অবশ্যই ভীষণ দিনের শাস্তির ভয় করি।' –(সূরা জুমারঃ১২-১৩)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকোরআনের বিধানেরই অনুসরণ করেছেন, এ বিধানকেই জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহর বিধানকে অনুসরণ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই আনুগত্য করেছেন। হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন- كان خلقه القران، অর্থাৎ আলকোরআনই তাঁর চরিত্র।' বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালাম ও তাঁর সুন্নত অনুসরণ করার জন্য তাঁর উম্মত(অনুসারী)দের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অতএব, আজকে আলকোরআনের বিধানের পূর্ণ অনুসরণ ও নবীর সুন্নতের অনুসরণ না করলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হবে কি?

মানব জাতিকে জীবনের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবীগণ আল্লাহর তরফ হতে অভ্রান্ত জ্ঞান লাভ করেন; আর এ অভ্রান্ত জ্ঞানের আলোকেই তারা মানুষকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ পাক বলেন-

'আমি তাঁদেরকে (নবীগণকে) নেতা বানিয়েছি, যারা আমার নির্দেশক্রমে পরিচালিত করে; আর আমি তাঁদের প্রতি অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছি ভাল কাজের, নামাজ কায়েম করার, আর জাকাত আদায় করার; আর তারা আমারই আবিদ (অনুগত দাস) ছিল।' –(সূরা আম্বিয়া-৭৩)।

অতএব, রাসূল ও নবীগণের আনুগত্য যে আল্লাহরই আনুগত্য এতে কোন সন্দেহ নেই। নবীগণের নেতৃত্ব বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্ট এক চিরন্তন, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। নবীগণের নেতৃত্বের অভাব ঘটলে তাগুতি নেতৃত্ব মানব সমাজকে

www.pathagar.com

অধিকার করে বসে; আর তাগুতের নেতৃত্বে মানব সমাজে যে অশান্তি, বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে, যুগ যুগ ধরে মানব জাতির ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রতিষ্ঠিত দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকরূপে দশ বৎসর মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্ব কি খতম হয়ে গেছে? না, এ নেতৃত্ব খতম হয়ে যায়নি। আখেরী নবীর এ নেতৃত্ব চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বণি ইসরাইলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন, অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অবশ্য খলিফা (প্রতিনিধি) হবেন এবং তারা অনেক হবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কি হুকুম দিচ্ছেন। তিনি বললেন, একে একে সবার বাইয়াত পূর্ণ করবে। (তোমাদের উপর) তাঁদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা আদায় করবে। আল্লাহ তাদেরকে যাদের উপর শাসক বানিয়েছেন, সে শাসন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তিনি শাসকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন।' [সহীহ আল বোখারী, হাদীস নং ৩১৯৭]।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- '[আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত] যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল আর যে আমার নাফরমানী করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহর নাফরমানী করল; আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই নাফরমানী করল।' [সহীহ আল বোখারী, হাদীস নং ৬৬৩৮]।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনোনীত আমীর বা খলিফা শুধু সেই নেতা বা শাসকই হতে পারে, যে তাঁর আদর্শের অনুসারী হবে; আর কেবল মাত্র এরূপ নেতা বা শাসকের অনুসরণ করলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা হবে। অতএব, ঈমানদার মুসলমানরা নেতা বা শাসক নির্বাচনে সাবধান।

www.pathagar.com

উলিল আমর (মুরব্বী, নেতা, শাসক) এর আনুগত্যঃ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের পর এবং এঁদের অধীন যে তৃতীয় প্রকারের আনুগত্য মুসলমানদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, তাহ'ল সেই 'উলিল আমর'– ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের আনুগত্য, যারা স্বয়ং মুসলিম সমাজের মধ্য হতে খাঁটি মুসলমান হবেন। মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন ও কর্তৃত্বের অধিকারী সকল লোকই 'উলিল আমর'-এই পরিভাষার অর্থের মধ্যে সামিল। তিনি কোন ক্ষুদ্রতর পরিবেশের যেমন পরিবার বা গোত্র প্রধানই হোক, আর বৃহত্তর ক্ষেত্রের যেমন দেশের বা জনগণের শাসকই হোক। সমাজের যে স্তরের যে কোন ব্যাপারে যারা মুসলমানদের সমষ্টিগত দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত তারাই সে ক্ষেত্রে জনগণের আনুগত্য পাবার অধিকারী। তাদের সাথে অনর্থক মত বৈষম্য বা ঝগড়া বিবাদ করে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনে কোন প্রকার অশান্তি বা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা কোন রকমেই যায়েজ বা নীতি সম্মত হতে পারে না। তবে শর্ত এই যে, এ দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই খাঁটি মুসলিম হতে হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে তার অধীনস্থ সমাজকে পরিচালিত করতে হবে। কোন নেতা বা শাসককে মুসলমান জনগণের আনুগত্য লাভ করতে হলে এ শর্ত দুটি একান্তই জরুরী। কোরআন মজিদের 'উলিল আমর' সংক্রান্ত উপরে উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য হতেই ইহা সুস্পষ্ট। ইহার সমর্থনে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল ঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের উলিল আমরের কথা শ্রবণ করা ও মেনে চলা, চাই তা পছন্দ হোক, আর নাই হোক এবং কোন পাপ কাজের আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা পালন করতে হবে। যখন কোন পাপ কাজের আদেশ দিবে, তখন তার কথা শুনা ও আনুগত্য করা কর্তব্য নয় (বরং অন্যায় হবে)।' [হাদীস বোখারী, মোসলেম]।

(খ) 'শরীয়ত বিরোধী পাপ কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য করতে হবে শুধু মা'রুফ বা ন্যায় সঙ্গত কাজে।'-[হাদীস বুখারী, মোসলেম]।

www.pathagar.com

(গ) 'তোমাদের উপর এমন সব লোক শাসনকর্তা হবে, যাদের কোন কোন কথাকে তোমরা সঙ্গত ও কোন কোন কথাকে তোমরা অসঙ্গত মনে করবে। তাদের অসঙ্গত কথা ও কাজে যে ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করবে সেও রেহাই পাবে; কিন্তু যারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হল ও তাদের আনুগত্য করল, তারা মারা পড়বে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, যতক্ষণ তারা নামাজ পড়তে থাকবে।' অর্থাৎ নামাজ পড়া পরিত্যাগ করলে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা হয় এবং তারা এরূপ করলে মুসলমান জনগণের ইমামত বা নেতৃত্ব লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

(ঘ) তোমাদের মাঝে সবচেয়ে খারাপ নেতা ও কর্তা হচ্ছে তারা, যারা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত এবং তোমরাও তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। তোমরা তাদের উপর অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদের উপর অভিশাপ দেয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন এরূপ হবে তখন আমরা কি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াব না? উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম করতে থাকবে।' -[হাদীস বোখারী, মোসলেম]।

(ঙ) 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য অনেক কথার সাথে সাথে এই একটি কথারও ওয়াদা (বাইয়াত) গ্রহণ করেছেন যে, আমরা আমাদের নেতা ও শাসকদের বিরোধীতা করব না, যতক্ষণ না আমরা তাদের কাজকর্মে একেবারে সুস্পষ্ট কুফরীকে দেখতে পাব, যা বর্তমান থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে পেশ করার মত আমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।' -[হাদীস বোখারী, মোসলেম]

এই হাদীসসমূহ হতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি বা শাসকবর্গ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং বৃহত্তর সমাজ জীবনে নামাজ কায়েম করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য; তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা যায়েজ হবে না। মুসলমান জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বশীল বা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপর

www.pathagar.com

আল্লাহপাক যে চার দফা মৌলিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, তার অন্যতম জাতীয়ভাবে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহপাক বলেন,

'যখন আমি তাদেরকে জমীনে (শাসন ক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করি, তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, সৎকর্মের আদেশ প্রদান করে, অসৎ কার্য নিষিদ্ধ করে; আর সব কর্মের শেষ পরিণতি আল্লাহর নিকট। [সূরা হজ্ব-৪১]।

নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে 'রাব্বুল আ'লামীন' বিশ্বনিখিলের প্রভু, প্রতিপালক বলে স্বীকার করা হয়, তাঁর উদ্দেশ্যে রুকু, সিজদা করা হয়, তার নিকট মাথা নত করে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়। নামাজের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যশীল চরিত্র গঠন করা। আর এ চরিত্র গঠনের প্রধান দায়িত্ব মুসলমান সমাজের নেতা বা শাসকের; কেন না, জাতীয় চরিত্র গঠনের যাবতীয় উপায় উপকরণ থাকে শাসকের নিয়ন্ত্রণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে যে নামাজ দিয়ে যান, সে নামাজের ইমাম আর সামজের শাসক (ইমাম) ছিলেন একই ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ স্বয়ং ছিলেন এরূপ ইমাম বা শাসক। এরূপ ইমাম বা শাসকের দ্বারাই শুধু সম্ভব সমাজে আল্লাহর আদেশ জারী করা, আর আল্লাহর নিষেধকে কার্যকরী করা; আর এ ব্যবস্থাতেই সমাজের সর্বত্র আল্লাহর আনুগত্যশীলতা প্রবর্তিত হয়। মুসলমান জনসাধারণের মাঝে নামাজ কায়েম করার তাৎপর্য ইহাই। মদীনার দারুল ইসলামের দিকে জ্ঞানচক্ষু বিস্তার করলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। এরূপ নামাজ কায়েমের দ্বারা সমাজ হতে অশ্লীলতা ও পাপাচার দূরীভূত হয়।

﴿إن الصلاوة تنهى عن الفحشآء والمنكر﴾

অর্থাৎ 'নামাজ বিরত রাখে অশ্লীলতা ও পাপাচার হতে' -[সূরা আনকাবুত-৪৫]।

রাসূলুল্লাহর প্রবর্তিত এ নামাজ তাঁর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ও তারপর বাদশাহী যুগের অনেক দিন পর্যন্ত জারী ছিল। পরে নামাজের ইমামত ও সমাজের ইমামত (নেতৃত্ব) পৃথক হয়ে গেছে। নামাজের ইমামের সমাজ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা না থাকায় বর্তমানে নামাজ একটি

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। আর সমাজের ইমাম বা পরিচালকরা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে এসে সমাজে গাইরুল্লাহর বিধি বিধানের প্রবর্তক, ধারক বা বাহক হয়েছে। ফলে, আজ মুসলমান সমাজে সুদ প্রথা, মদ, জুয়া ব্যভিচার ইত্যাদি আল্লাহর সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কর্মকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ প্রকৃত নামাজ কায়েম করতে হলে একই ব্যক্তিকে নামাজের ইমাম ও সমাজের ইমাম (নেতা) বানাতে হবে।

নামাজ কায়েম করার পর জাকাত আদায় করা ঈমানদার মুসলিম শাসকের দ্বিতীয় দায়িত্ব। ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে জাকাতভিত্তিক। সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনীরা টাকা দিয়ে টাকা অর্জন করে; ফলে গরীবরা শোষিত হয়। আর জাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনীদের নিকট হতে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে গরীবদের প্রদান করা হয়; ফলে অর্থনৈতিক সাম্যের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে শাসনতান্ত্রিকভাবে কাজটি না হওয়ায়, যারা ব্যক্তিগতভাবে জাকাত প্রদান করে, তাদের এ জাকাত কেবল ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে; কোন সময় এরূপ জাকাত গ্রহণ করতে যেয়ে অনেক লোক লোকের ভিরে নিহত হয়।

অতঃপর ঈমানদার মুসলিম শাসকের দায়িত্ব আল্লাহ মনোনীত সৎ কাজের আদেশ দান ও আল্লাহর নিষিদ্ধ অসৎ কর্মে বাধা দান। সৎ কর্ম তথা মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, ইনছাফ, ন্যায় বিচার, ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ইত্যাদি সমাজে প্রবর্তনের জন্য শাসন ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে হবে। আর যাবতীয় অসৎ কর্ম, অশ্লীলতা, পাপাচারকে শাসন ক্ষমতার দ্বারাই সমাজ হতে উৎখাত করতে হবে। সৎ কর্মের প্রবর্তন ও অসৎ কর্মের বিদূরণ যদি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা কার্যকর না হয়, তবে ধর্মীয় নেতা বা সৎ ব্যক্তিদের শুধুমাত্র উপদেশবাণীর দ্বারা এসব কার্যকরী হওয়া সম্ভবপর নয়।

মুসলিম শাসকের অনুসরণীয় নীতিঃ মুসলিম শাসকগণ সর্ব প্রথম আল্লাহর কিতাব আলকোরআনের বিধানের ধারক ও বাহক হয়েছেন; আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করে আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। আল্লাহর কিতাবে কোন সমস্যার সমাধান না পেলে রাসূলের সুন্নতের (রীতির) অনুসরণ করেছেন; রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করে তারা রাসূলের আনুগত্য করেছেন। এ দুই বিধানে

www.pathagar.com

কোন সমস্যার সমাধান না পেলে, নিজস্ব ন্যায়সঙ্গত মত প্রয়োগ করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত হাদীসটি, অবশ্যই অনুধাবনীয়ঃ রাসূলোল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,'হে মু'য়াজ, তুমি সেখানে কিভাবে শাসন কার্য পরিচালিত করবে?' মু'য়াজ (রাঃ) জওয়াব দিলেন,- 'আমি আল্লাহর কিতাব মোতাবেক শাসন কার্য চালাব।' রাসূলূল্লাহ্ বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে সমাধান না পাওয়া যায়?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলের সুন্নত (আদর্শ) এর অনুসরণ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি তাতেও সমাধান না পাওয়া যায়? তিনি বললেন, "আমার বিবেকানুযায়ী।' হজরত তখন বললেন, 'যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূল যা ভালবাসেন, তার দ্বারা আল্লাহর রাসূলের দূতকে সুশোভিত করেছেন।'

অতএব, শাসন কার্যের যে কোন পদে নিয়োজিত কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত জীবনে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি ধর্মীয় বিধান পালন করে, আর শাসন কার্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ না করে, তবে তার জীবনে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হবে না; আর তার অধীনস্থ ব্যক্তিদেরও আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য হবে না। এরূপ অবস্থায় কিয়ামতের দিনে এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

ঈমানদার নেতা বা শাসকের গুরুত্বঃ

যতদিন নেতারা দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, ততদিন জনসাধারণ সত্য দ্বীনের উপর টিকে থাকবে। সহীহ আল বোখারী শরীফের ৩৫৪৯ নং হাদীসের বর্ণনাঃ 'কাউস ইবনে আবু হাযিম থেকে বর্ণিত। ... জনৈক মহিলা হজরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন জাহেলী যুগের (অবসানের) পর যে উত্তম দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, তার উপর আমরা কত দিন টিকে থাকতে পারব? তিনি বললেন ঃ যতদিন পর্যন্ত আপনাদের নেতারা তার উপর অবিচল থাকবেন ততদিন টিকে থাকতে পারবেন। তিনি (মহিলা) বললেন ঃ নেতা আবার কি? তিনি বললেনঃ আপনার কওমের মধ্যে কি এমন কোন নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেই, যারা লোকদেরকে কোন কিছু আদেশ করলে তারা তা মেনে নেয়। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই রয়েছে। তিনি বললেনঃ তারাই তোমাদের নেতা।'

www.pathagar.com

সহীহ আলবোখারী শরীফের ৩৩৩৮ নং হাদীসের বর্ণনাঃ আবু ইদ্রিস খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামন (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু পাছে আমার অমঙ্গল হয় নাকি এ ভয়ে আমি তাঁকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞানতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের নিকট এই কল্যাণময় ইসলাম আনয়ন করলেন। এই কল্যাণের পর আবার কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে কিছু আবিলতা থাকবে। আমি বললাম, সে আবিলতার স্বরূপ কি হবে? তিনি বললেন (সে আবিলতার স্বরূপ হবে এই যে) একদল লোক আমার (প্রদর্শিত) পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ শরীয়ত সম্মত হবে, আবার কোন কোন কাজ শরীয়ত বিরুদ্ধ হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাসমূহের উপর দাঁড়িয়ে বহু আহ্বানকারী লোকদেরকে আহ্বান করবে। যে ব্যাক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, সেদিকে এগিয়ে যাবে তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তারা হবে আমাদের সমগোত্রীয় অর্থাৎ আরবীয় এবং আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, ঐ অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে অর্থাৎ যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আপনি (তখন) আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের (সঙ্ঘবদ্ধ) কোন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তবে তোমাকে যদি গাছের মূল খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয়, তবুও তুমি তাদের সকল দল হতে দূরে থাকবে, এমন কি, এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ মরণকে বরণ করে নেবে, তবুও পথভ্রষ্টদের দলে যোগ দেবে না।

পথভ্রষ্ট নেতা বা শাসকরা জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও রাসূল প্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ না করে ভ্রান্ত নেতা বা শাসকদের অনুসরণ করলে, তারা যে জাহান্নামে পৌছে দেবে, এ বিষয়ে আল

www.pathagar.com

কোরআনের নিম্নে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ অবশ্যই প্রনিধানযোগ্য ঃ

(১) আল্লাহ পাক ফিরআউন, হামান প্রভৃতি নেতা বা শাসকের উল্লেখ করে বলেনঃ

"আর আমি তাদেরকে এরূপ নেতা বানিয়েছিলাম যারা (লোকদেরকে) জাহান্নামের দিকে ডাক দিত। কিয়ামত দিবসে তারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদেরকে অভিশাপের অনুসারী করেছি; আর কিয়ামত দিবসে তারা ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা কাছাছ ঃ ৪১-৪২]।

(২) আল্লাহ পাক বলেন ঃ *"আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে পাঠালাম ফিরআউন ও তার অমাত্যবর্গের নিকট। কিন্তু তারা (লোকেরা) ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ করল; আর ফিরআউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। (ফলে) সে (ফিরআউন) কিয়ামত দিবসে তার কওমের অগ্রভাগে থাকবে; সে তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত; আর কিয়ামত দিবসেও তারা অভিশাপগ্রস্ত হবে। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তারা লাভ করবে" [সূরা হুদঃ ৯৬-৯৯]।*

(৩) আল্লাহ পাক বলেন, *"কিয়ামত দিবসে আগুনে তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসানো হইবে; বলিতে থাকিবে-হায়, হায় আমাদের জন্য আপেক্ষ! যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করিতাম (তবে আজাবে ভুগিতামনা)। এবং আরও বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের (তথা শাসকগোষ্ঠীর) এবং আমাদের মাতব্বরগণের (যাহারা অন্য কোন কারণে আমাদের বরেণ্য ছিল তাহাদের) কথা মান্য করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা আমাদিগকে সোজাপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে; হে প্রভু! তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও ও কঠোরভাবে লা'নৎ দাও।"* [সূরা আহযাবঃ ৬৬-৬৮] [অনুবাদটি মওলানা আশরাফ আলী থানভী কর্তৃক অনুদিত তহছীরে আশরাফী' এর বঙ্গানুবাদের ২২ পারার ১৮০ পৃষ্ঠা হতে গৃহীত]

www.pathagar.com

আল কোরআনে এ বিষয়ে আরও অনেক হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে দ্বীনি জ্ঞান নিয়ে নেন না, কিন্তু দ্বীনের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মাধ্যমে জ্ঞান নিয়ে নেন। এমন কি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তাদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে, তারা জ্ঞান না থাকা সত্বেও রায় দিয়ে দেয়। অতঃপর তারা নিজেরাও পথ ভ্রষ্টহয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। [সহীহ আলবোখারী হাদীস নং ৯৯]।

(২) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, যে ব্যক্তি যে বস্তুর এবাদত (পূজা, আনুগত্য, দাসত্ব) করেছে, সে যেন (আজ) তার অনুসরণ করে। তখন যে সূর্যের এবাদত (পূজা) করত, সে সূর্যের অনুসরণ করবে, আর যে চন্দ্রের পূজা করত, সে চন্দ্রের অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি 'তাগুত' এর (আল্লাহ ছাড়া অন্য সব শক্তির) এবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব) করত, সে তাদের অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে (যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে উম্মতে মুহাম্মদী বলে পরিচয় দিত)। তখন আল্লাহ তাদের (এ উম্মতের) অজ্ঞাত রূপে তাদের সামনে হাজির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, তোমার থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই থাকব আমাদের রব আমাদের নিকট না আসা পর্যন্ত। আমাদের রব আমাদের নিকট আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব । তারপর তাদের পরিচিতি রূপে তিনি তাদের সামনে হাজির হবেন। তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের রব; এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। অতঃপর জাহান্নামের পূল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূল অতিক্রমকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হব। আর সেদিনে রাসূলের দোয়া হবে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লেম ছাল্লেম' (হে আল্লাহ, শান্তি দাও, শান্তি দাও)। সে পূলে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় অনেক হুক থাকবে। ... সে গুলো সা'দান বৃক্ষের

www.pathagar.com

কাঁটার ন্যায় হবে, তবে এদের বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ তা'লা ভিন্ন কেহ জানে না। আর এগুলো মানুষের কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ তো নিজ কর্মের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে; আর কাউকে খন্ড বিখন্ড করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর নাজাত দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা সমাপ্ত করবেন।' আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই' যারা এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে বের করতে চান, বের করার ইচ্ছা করে ফেরেস্তাদের বের করার নির্দেশ দিবেন; তখন তারা তাদের সিজদার চিহ্ন দেখে 'মুমিন বলে চিনবে; কারণ, আল্লাহ তা'লা আগুনের জন্য আদম সন্তানের সিজদার চিহ্নকে ভক্ষণ (দাহন) করা হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তাদের বের করে নেবে এমন অবস্থায় যে, তারা জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তখন তাদের উপর জীবন বারি নামক এক প্রকার পানি নিক্ষেপ করা হবে; ফলে তারা বন্যায় নিক্ষেপিত (পলি আবর্জনায়) সদ্য গজানো বীজের চারার ন্যায় (সজীব হয়ে) উদিত হবে। [সহীহ আলবোখারী হাদীস নং–৬১]।

আল্লাহর কিতাব আলকোরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, যাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই ও সজ্ঞানে আল্লাহর আনুগত্যশীল নহে এরূপ নেতা বা শাসকের আনুগত্য করলে তারা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। জাহান্নামে এরূপ নেতা বা শাসকগণ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হবে। অতঃপর জাহান্নামে এ ঝগড়ার বিষয়ই আলোচিত হচ্ছে।

জাহান্নামে ঝগড়াঃ দুনিয়ায় গায়রুল্লাহর পথের পথিক নেতা যা শাসকদের আনুগত্য করলে, তাদের সাথেই হাশর হবে ও পরিণামে তাদের সাথেই জাহান্নামে দাখিল হতে হবে। দুনিয়ায় এসব অনুসারিত নেতা বা শাসক ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে জাহান্নামে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। আমরা এ বিষয়ে কোরআনুল করিমের কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করলামঃ

(১) আল্লাহ পাক বলেন ঃ *''(কিয়ামতে) সকলে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। অতঃপর দুর্বলরা বড় (মুরব্বী, শাসক, নেতা) দেরকে*

www.pathagar.com

বলবেঃ এখন, তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবেঃ আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই, অথবা ধৈর্যশীল হই, সবই সমান; আমাদের কোন রেহাই নেই। আর যখন সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন, আর আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম, অতঃপর ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমারতো কোন আধিপত্য ছিল না; আমি কেবল তোমাদের ডাক দিয়েছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। এখন তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না; তোমরা নিজেদের প্রতিই দোষ দাও। আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম নই, তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। অবশ্যই জালিম (অপরাধী) দের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।'' [সূরা ইব্রাহীম ২১-২২]

(২) আল্লাহ পাক বলেনঃ *''কাফিরগণ বলেঃ আমরা এ কুরআনকে কখনই বিশ্বাস করব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকেও না। হায়! আপনি যদি জালিম (অপরাধী) দেরকে দেখতেন, যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট দাঁড় করানো হবে। তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল (নিম্ন অবস্থার) মনে করা হত, তারা বড় (ক্ষমতাদর্পী) দেরকে বলবেঃ তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মিন (ঈমানদার) হতাম। বড়রা দুর্বলদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট হেদায়েত (সঠিক পথের দিশা) আসার পর আমরা কি উহা হতে তোমাদেরকে বিরত করেছিলাম? বরং তোমরাইত ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা বড়দেরকে বলবেঃ বরং তোমরাইত দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুতঃ আমি কাফিরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা যেরূপ কাজ করত, তা ছাড়া তারা কি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে? আমি যখনই কোন*

www.pathagar.com

জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই উহার স্বচ্ছল ব্যক্তিরা বলেছে যে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানিনা। তারা আরও বলতঃ আমরা ধনেজনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। বলুন, (হে নবী!) আমার প্রতিপালক, যাকে ইচ্ছে, রিজিক বাড়িয়ে দেন, আবার সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' '-[সূরা সাবাঃ৩১-৩৬]।

(৩) আল্লাহ্ পাক বলেন,ঃ *''আর 'তাগুত' (সীমলঙ্ঘণকারী) দের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণতি-জাহান্নাম; কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রাম-স্থল যেখানে তারা প্রবেশ করবে। ইহা সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও ক্ষতের নিঃসরণ (পুঁজ)। আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। এইত একদল তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশ করেছে; তাদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই। ইহারাতো জাহান্নামে জ্বলবে। তারা (অনুসারীরা) বলবেঃ বরং তোমরাই (এ জন্য দায়ী); তোমাদের জন্যও কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই পূর্বে আমাদের জন্য এ বিপদের ব্যবস্থা করেছ। কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল। তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও। তারা আরও বলবেঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম তাদেরকে এখন দেখছিনা। তবে আমরা কি তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র করে নিয়েছিলাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? ইহা জাহান্নামীদের ঝগড়া, অবশ্যই সত্য।'' -[সূরা সাদঃ৫৫-৬৪]*

(৪) আল্লাহ্ পাক বলেনঃ *''যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলরা বড়দেরকে বলবেঃ আমরাত তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম এখন কি তোমরা আমাদের উপর হতে আগুনের শাস্তির কিয়দংশ নিবারণ করতে পার? বড়রা বলবেঃ আমরা সকলেইত জাহান্নামে রয়েছি; অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে বিচার সমাপ্ত করেছেন। জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদের বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোয়া কর যেন তিনি আমাদের উপর হতে একদিনের শাস্তি হালকা করেন। তারা বলবেঃ তোমাদের নিকট তোমাদের রাসূলগণ কি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি?*

www.pathagar.com

জাহান্নামীরা বলবেঃ হাঁ, (এসেছিলেন)। তারা বলবেঃ তবে তোমরাই দোয়া কর। আর কাফিরদের দোয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।'"-[সূরা মু'মিনঃ ৪৭-৫০]

(৫) আল্লাহ পাক বলেনঃ *''তারা একে অপরের সম্মুখীন হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা (অনুসারীরা) বলবেঃ তোমরাত ডানদিক হতে (দাপটসহ, কল্যাণকামী হয়ে দুনিয়ায়) আমাদের নিকট আসতে। তারা (নেতারা) বলবেঃ বরং তোমরাই মু'মিন (বিশ্বাসী) ছিলে না। আর তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরাই ছিলে সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। অতঃপর আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের (সর্তকতার) বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই আমাদেরকে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। অতঃপর ঐদিন তারা সকলে অবশ্যই শাস্তিতে শরীক হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপ আচরণই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলা হত, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই' তখন তারা অবশ্যই অহঙ্কার করত। আর বলতঃ আমরা কি উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করব? বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং সব রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তোমরা অবশ্যই পীড়াদায়ক শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।''* (সূরা সাফফাতঃ ২৭-৩৯)।

(৬) আল্লাহ পাক বলেনঃ *''আর মানুষের মধ্যে কতকলোক আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আর আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর। এ জালিমরা যদি দেখত (যে কি করুণ অবস্থা) যখন তারা আজাব প্রত্যক্ষ করবে; আর দেখবে যে, অবশ্যই সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই; আর আল্লাহ শাস্তি দানে বড়ই কঠোর। যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের প্রতি নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা দিবে এবং তারা আজাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যেকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর অনুসারীরা বলবে, হায়! একবার যদি আমাদের প্রত্যবর্তনের*

www.pathagar.com

সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা (আজ) আমাদের সাথে নিঃসম্পর্ক হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে দুঃখ ও পরিতাপের কারণরূপে তাদেরকে দেখাবেন। আর তারা (জাহান্নামের) আগুন হতে বের হতে পারবে না।" (সূরা বাকারাঃ ১৬৫-৬৭)।

(৭) আল্লাহ পাক বলেন ঃ *কাফিররা (জাহান্নামে থেকে) বলবে; হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জ্বীন ও মানব আমাদেরকে (দুনিয়ায়) বিপদগামী করেছিল, তাদেরকে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে আজ পদদলিত করব, যেন তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়।"* (সূরা ফুসিলাতঃ ২৯)।

(৮) আল্লাহ পাক বলেনঃ *"ঐ দিন (কিয়ামত দিন) বন্ধুগণ একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে, তবে মুত্তাকীরা হবে এর ব্যতিক্রম।"* (সূরা যুখরুফঃ ৬৭)।

দুনিয়ার বুকে যত প্রকার সম্বন্ধ সম্পর্ক আত্মীয়স্বজনের ভালবাসার ভিত্তিতে হোক, বন্ধুবান্ধবদের প্রেমপ্রীতির ভিত্তিতে হোক, অথবা নেতা বা শাসকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে হোক— সবই কিয়ামতের দিন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, যদি তা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাকওয়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালবাসা পরস্পর দোষারোপে ও বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে আল্লাহর প্রভূত্ব ও নবীর নেতৃত্বকে গ্রহণ করলে, আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসাকে আপন প্রাণের চেয়েও বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

"বলুন (হে নবী!), তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় বাণিজ্য যার ক্ষতির ভয় তোমরা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, তবে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক (নাফরমান) সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তওবাঃ ২৪)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান তথা আলকোরআনের কানুন ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত (আদর্শ) পুরাপুরি অনুসরণ না করে কালেমা তাইয়েবা শুধু মুখে মুখে পাঠ করলে, আর শত সহস্রবার তপজপ করলে পরকালীন ভয়ানক বিপদ হতে রেহাই পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

''সেদিন (কিয়ামত দিন) রাজত্ব হবে আল্লাহর; আর দিনটি হবে কাফেরদের জন্য (বড়ই) কঠিন। জালেম (অপরাধী) ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্ত দংশন করতে করতে বলবেঃ হায়,আক্ষেপ আমার জন্য। আমি যদি রাসূলের সাথে পথ ধরতাম। হায় দূর্ভাগ্য আমার। আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার নিকট জ্বিকর (স্মারক) আসার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে; আর শয়তানত মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার কওমত এ কোরআনকে পরিত্যাজ্য বলে গ্রহণ করেছে।' (সূরা ফুরকানঃ ২৬-৩০)।

বর্তমান ঈমানদারদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তারা আলকোরআনকে ধারণ করেছে না বর্জন করেছে?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব যুগে তাগুতগণ

বঙ্গানুবাদিত সহীহ আল বোখারী শরীফের ৪৯০ নং হাদীসের বিবরণঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কা'বা গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। সে সময় কুরাইশদের দলবল তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল, তোমরা কি এই ভন্ডকে দেখছো না? তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উট যবাই করার স্থানে গিয়ে তার গোবর, রক্ত, জরায়ু আনতে পার এবং সুযোগ মত সিজদায় যাওয়ার সময় সেগুলো তার দু'কাঁধের মাঝখানে রাখতে পার? একথা শুনে তাদের মধ্যকার চরম পাষন্ড ব্যক্তিটি (উকবা) উঠে গেল (এবং তা নিয়ে আসল)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গেলে, সে ঐগুলো তাঁর দুকাঁধের মাঝখানে রেখে দিল।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় রয়ে গেলেন। তারা হাসতে লাগল। এমন কি তারা হাসতে হাসতে একে অপরের উপর গিয়ে পড়তে লাগল। অবস্থা দেখে একজন পথচারী ফাতেমার নিকট গেল। তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসলেন। তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় অবনত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেগুলো তাঁর উপর হতে সরে দিলেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনে হেশাম, উতবা ইবনে রা'বিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ, উ'কবা ইবনে আবু মুআইত এবং আমারাহ ইবনে অলীদকে পাকড়াও কর।' আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাদের সবাইকে বদরের দিন লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে বদরের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই কূপবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

সহীহ আল বোখারী শরীফের ২৩৩ নং হাদীসে অনুরূপ বর্ণনায় প্রথমে আবু জেহেলের নাম উল্লেখ রয়েছে। এসব ব্যক্তিরাই ছিল তৎকালীন আরবদের সমাজ প্রধান (Cream of the society)। এবং কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের প্রধান নেতা। এরাই ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানী দুশমন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিশনের ঘোর বিরোধী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি। কাজেই তাঁর বিরোধীতা করার অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই বিরোধীতা করা। এই নেতারাই ছিল আল্লাহ বিরোধী শক্তি; এরাই ছিল তাগুত। এ সময়ের আর এক বড় তাগুত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু লাহাব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। কালেমা তাইয়েবার দাওয়াত প্রচারে তথা ইসলামী আন্দোলন করার কারণে সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বিরুদ্ধে এতদূর সীমা লংঘন করেছিল যে, আল্লাহ পাক তার নাম নিয়ে তার ধ্বংসের খবর ও জাহান্নামের ঘোষণা দিয়ে তার সামনে একটি সূরা 'সূরা লাহাব' অবতীর্ণ করেন। আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তাগুত নেতাদের কাজের সমালোচনা ও করুণ পরিণতির উল্লেখ থাকলেও কোথাও কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে আলকোরআনের পাঠকগণ আবু লাহাবের উপর আল্লাহর মহা ক্রোধের চিরজীবন্ত বাণী পাঠ করে চলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতায় কি চরম সীমা লংঘন করেছিল এ আবু লাহাব? তার সীমা লংঘনের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আল্লাহর নির্দেশ এল এবং *'আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহর আজাব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ভয় দেখান ও সতর্ক করুন'* বলে আল কোরআনে হেদায়েত নাজিল হল, তখন এক সকাল বেলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে বলেন- "ইয়া সাবাহাহা-হায় সকাল বেলার বিপদ।' তৎকালীন আরবে প্রত্যুষে বহিঃশত্রু আক্রমণের বিপদ দেখা দিলে কেহ এরূপভাবে চিৎকার করার নিয়ম ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিৎকারে কুরাইশদের সকল গোত্রের লোকেরা দৌড়াইয়া পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হল। সকলে যখন সমবেত হল, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক বংশের নাম ধরে ডেকে বলতে থাকলেনঃ হে বনু হাশেম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফহর, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এ পাহাড়ের ঐ ধারে এক শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? লোকেরা এক বাক্যে বলে উঠলঃ অবশ্যই তোমার নিকট কখনও আমরা মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেনঃ আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি; সম্মুখে এক কঠিনতম আজাব আসিতেছে। একথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের আগে আবু লাহাব বলে উঠলঃ তাব্বাল লাকা- তোমার সর্বনাশ হোক! এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? কোন বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য সে এক টুকরা পাথরও হাতে তুলে নিয়েছিল।

(খ) মক্কায় আবু লাহাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। একটি প্রাচীরের মধ্যেই উভয়ের বসতবাড়ী ছিল; তা ছাড়া হাকাম ইবনে 'আস (মারওয়ানের পিতা), উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, আদী

www.pathagar.com

ইবনে হামেরা ও ইবনে আজদায়েল হাজ্জালীও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশী ছিল। এ লোকেরা ঘরেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে দিত না। তিনি কখনও নামাজে থাকলে তারা উপর হতে ছাগলের নাড়ী ভূঁড়ি তাঁর উপর নিক্ষেপ করত। [illegible] রান্না হতে থাকলে পাতিলের উপর ময়লা নিক্ষেপ করতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এসে তাদেরকে বলতেনঃ 'হে বনু আবদে মনাফ! তোমরা তো আমার পাড়া প্রতিবেশী; তোমদের এ ব্যবহারটি কি রকম? আবু লাহাবের স্ত্রী রাত্রিবেলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দরজার সামনে কাটাযুক্ত আগাছা পরগাছা ফেলে রাখত। এ ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। তার উদ্দেশ্য ছিল সকাল বেলা ঘরের বাইরে আসা কালে যেন তাঁর বা তাঁর সন্তানদের পায়ে কাঁটা ফুটে যায়। (বায়হাকী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জরীর, ইবনে আসাকীর, ইবনে হিশাম)।

(গ) নবুওত লাভের পূর্বে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই কন্যাকে আবু লাহাবের উতবা ও উতাইবা নামক দুই পুত্রের নিকট বিবাহ দেয়া হয়েছিল। নবুওতের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সকলকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, তখন আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে বললঃ 'তোমাদের সাথে আমার মেলামেশা হারাম, যদি তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক না দাও।' ফলে উভয়ই তালাক দিয়েছিল। উতাইবা মূর্খতা ও বর্বতার সীমা লংঘন করে একদা কোরআনের বাণী অস্বীকারের ঘোষণা দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে থু থু নিক্ষেপ করল, যদিও থু থু তাঁর গায়ে লাগেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! উহার উপর তোমার কুত্তাগুলির মধ্যে হতে একটি কুত্তা লেলিয়ে দাও।' ... ইহার পর কোন এক সময়ে বাণিজ্য সফরে সিরিয়া যাবার পথে কোন এক স্থানে উতাইরা বাঘের আক্রমণে নিহত হয়। (আল ইস্তিয়াব ইবনে আবদুল বার, আল ইসাবা ইবনে হাজার আসকালানী, দালায়েলুন্নাবুয়াত- আবু নায়ীম ইসফাহানী, রওজল উনুক সুহুইলী)।

(ঘ) আবু লাহাব মন মানসিকতার দিক দিয়ে ভয়ানক খবীস ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র হজরত কাশেমের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল হলে, সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকে শরীক হবার

www.pathagar.com

বদলে অত্যন্ত আনন্দ ও খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। সে এক মহা সুসংবাদ (?) নিয়ে কুরাইশ সর্দারদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলঃ 'বাতারাৎ মুহাম্মদ— মুহাম্মদ লেজকাটা হয়ে গেল, তার নাম নিশানাও মুছে গেল। তার এ অমানবিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সান্ত্বনা দিয়ে, শত্রুদের চূড়ান্ত ধ্বংসের ভবিষ্যৎ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ পাক সূরা কাওছার নাজিল করেন।

(৬) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে যেখানে যেখানে গমন করতেন, আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে চলত এবং লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করত। হজরত রাবীয়া ইবনে আব্বাস দেয়লী বলেনঃ আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি তখন পিতার সাথে যুলমাজাজ-এর বাজারে গেলাম। সেখানে দেখলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেছেনঃ 'হে লোকেরা ! বল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নেই, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।' দেখলাম, তাঁর পিছু পিছু আর একটি লোক বলছেঃ 'এ লোকটি মিথ্যাবাদী। এ লোক পৈতৃক দ্বীন ত্যাগ করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ 'এ লোকটি কে?' লোকেরা বলল 'এ তো তাঁর চাচা আবু লাহাব।' (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)।

হজরত রবীয়ার অপর একটি বর্ণনাঃ আমি দেখলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক গোত্রের তাবুতে যাচ্ছেন এবং বলছেনঃ 'হে অমুক বংশের লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল; আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দিচ্ছি যে, এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তার সাথে কাহাকেও শরীক কর না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে লও এবং আমাকে সমর্থন কর, যেন আমি সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি, যে কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর পিছু পিছু আর এক ব্যক্তি চলে ও বলতে থাকেঃ 'হে লোকেরা! এ লোকটি তোমাদেরকে 'লাত' ও 'উজ্জা' এর দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে তার নিজের নিয়ে আসা বিদ'আতে ও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এ লোকটির কথা আদৌ শুন না ও তাঁর অনুসরণ করবে না, আমি জিজ্ঞেস করলামঃম এ লোকটি কে? আমার পিতা বললেন, এ লোকটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী)।

www.pathagar.com

(চ) তারেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুহারেবী বলেনঃ আমি যুল-মাজাজ-বাজারে দেখলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে বলে চলছেনঃ 'হে লোকেরা! "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বল, কল্যাণ লাভ করতে পারবে, আর পিছন হতে এক ব্যক্তি তাঁকে পাথর মারতেছে। এমনকি প্রস্তরের আঘাতে তার পায়ের গোড়ালী ভিজে যেতে লাগল। আর সে লোকটি বলে চললঃ এ মিথ্যাবাদী। এর কথায় তোমরা কান দিও না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললঃ এ লোকটি তার চাচা আবু লাহাব। (তিরমিজী)।

(ছ) নবুওয়াত লাভের সপ্তম বৎসর কুরাইশদের সব গোত্র ও পরিবার একত্রিত হয়ে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আর এ দুটি বংশের লোকেরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তার সাথে আবু তালিব পর্বত গুহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল; যদিও তাদের অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করেনি। তখন একমাত্র বনু হাশিম বংশের আবু লাহাবই নিজের বংশ পরিবারের সাথে সহযোগিতা না করে কাফির কুরাইশদের সমর্থন করল ও তাদের সঙ্গী হয়ে থাকল। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এ বয়কট চলল। এ সময় গিরি গুহার অবরুদ্ধ লোকেরা অনশন অর্দ্ধাশনে জর্জরিত হয়ে গেল। ক্ষুধার তাড়নায় তারা গাছের পাতা ও চামড়া পর্যন্ত ভক্ষণ করত। এ অবস্থায়ও আবু লাহাব তাদের সাথে চরম শত্রুতা করতে বিরত হয়নি। কোন বিদেশী কাফেলা যাতে তাদের নিকট কোন খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করতে না পারে, তজ্জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করত। (আবু লাহাব সংক্রান্ত বিবরণীটি মরহুম মওলানা মওদুদী কর্তৃক সংকলিত তাফহীমুল কোরআন এর সূরা লাহাবের (বঙ্গানুবাদিত) তাফসীর হতে সংগৃহীত)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এহেন জানী দুশমন, ইসলামের পরম শত্রু, আল্লাহর বিরুদ্ধে সীমা লংঘনকারী পরাক্রান্ত 'তাগুত' আবু লাহাবের নাম চিরদিনের তরে নথিভুক্ত (Recorded) করার জন্য আল্লাহ পাক তা আলকোরআনে উল্লেখ করেছেন। যতদিন দুনিয়া থাকবে, আলকোরআন থাকবে, ততদিন আলকোরআনের পাঠকেরা আবু লাহাবের উপর আল্লাহর ক্রোধাগ্নির বিষয় অবগত হবে ও তার ইসলাম বিরোধীতার করুণ পরিণতির বিষয় সম্যক উপলব্ধি করে নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন করবে।

www.pathagar.com

কালেমা খাবিসা কি?

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যুগে যুগে মানব সমাজে তাগুতগণের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা সমাজে নানা প্রকার নিয়ম প্রথা, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, কি ধর্মীয়, কি সামাজিক, প্রবর্তন করেছে, মানুষের উপর প্রয়োগ করেছে এবং যুগ যুগ ধরে এ সবের লালন পালন করেছে। বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা ও সৃষ্টির গুঢ় রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত দার্শনিকগণ মানব জীবন জিন্দেগী সম্বন্ধে নানা প্রকার জীবন দর্শন রচনা করেছেন; আর এসব দর্শনের ভিত্তিতে জীবন যাপনের নানা প্রকার রীতি-নীতি, আইন-কানুন রচিত হয়েছে। তাগুতগণের প্রদত্ত এসব রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুনই হল কালেমা খাবিসা। কালেমা খাবিসা একটি নয়, বহু। কালেমা খাবিসার কোন স্থায়ীত্ব নেই। আল্লাহপাক কালেমা খাবিসাকে আগাছার সাথে তুলনা করেছেন; এ কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। আধুনিক যুগে কালেমা খাবিসার উদাহরণ স্বরূপ 'কম্যুনিজম' বা 'সাম্যবাদ' এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মতবাদকে 'সমাজতন্ত্র' বলেও অভিহিত করা হয়। এ দর্শনের প্রবর্তক কার্লমার্ক্স, এঞ্জেলস প্রভৃতি দার্শনিকগণ। এ মতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদের উপর। এ মতে নিখিলবিশ্বের অদৃশ্য স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়; ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করা হয়; অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ হিসেবে ব্যক্তি মালিকানাকে দায়ী করা হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন বা মতের ভিত্তিতে রাশিয়ায় শুরু হল 'বলসেভিক' আন্দোলন। লেলিনের নেতৃত্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের দিকে রাশিয়ায় রাজতন্ত্র জারতন্ত্রকে উৎখাত করা হল। সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাকে বেআইনী করে সকল বিষয় সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা হল; ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে উৎখাত করার জন্য গীর্জা বা মসজিদের দরজায় তালা লাগান হল। এ সবের বিরুদ্ধে চালানো হল শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় অভিযান। সাম্যবাদের এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হল; হাজার হাজার মানুষকে বন্দী শিবিরে আটক করা হল; হাজার হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করল। এ মতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল এক বিরাট সাম্রাজ্য সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক (S.S.R)। কিন্তু কি ফল লাভ হল? আজ প্রায় ৭০ বছর এরূপ শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি; মানুষ আকাঙ্খিত শান্তি স্বস্তি লাভ করতে

www.pathagar.com

পারেনি; মানুষের স্বাভাবিক মানসিক সৎ গুণাবলীর বিকাশ লাভ ঘটেনি; বিরাট সোভিয়েট সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। কালেমা খাবিসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান যে স্থায়ী হয় না, মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না তার এক জলন্ত উদাহরণ সোভিয়েট রাশিয়ার উত্থান ও পতন।

ধর্ম নিরপেক্ষবাদও এ রূপ এক কালেমা খাবিসা। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তার শাসনতন্ত্রে এ মতকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন সুফল কি লক্ষ্য করা যায়? আমরা ভারতে আজ প্রায় ৪৮ বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির কি কোন উন্নতি দেখতে পাই? না, এ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দারুণ অবনতি ঘটেছে: সীমা সংখ্যাহীনভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেঁধেছে; হিন্দু-শিখ হাঙ্গামা হয়েছে; মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে বা বেদখল করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র একটি কালেমা খাবিসা। Majority must be granted সংখ্যাগরিষ্টের মতকেই গ্রহণ করা হবে। সংখ্যাগরিষ্ট যদি কোন অশ্লীলতা, অন্যায়কে গ্রহণ করে, তবে তাই হবে আইন। এভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে নগ্নতা, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, সমমৈথুন, অশ্লীলতা প্রায় আইনে পরিণত হয়েছে। **ধর্মীয় ব্যবস্থাকে সামাজিক জীবন হতে পৃথক** করাও একটি কালেমা খাবিসা। এরূপ অবস্থায় সমাজে পৌরহিত্যবাদের সৃষ্টি হয়। আর এরূপ পৌরহিত্যবাদের দ্বারা সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে শোষিত, নিগৃহীত হয়।

কালেমা খাবিসা অসংখ্য। উহার তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। যুগে যুগে মানুষের প্রবর্তিত দর্শন; রীতি-নীতি, আইন-কানুন সবই কালেমা খাবিসা; আর এ সব কালেমা খাবিসার ভিত্তিতে মানব সমাজে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জীবন ব্যবস্থা। এসব জীবন ব্যবস্থাকেই আল কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'দ্বীনে বাতিল'। সকল প্রকার মানব প্রবর্তিত দ্বীন, দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে নিখিল বিশ্বের সম্রাট (মালিক) আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জীবন ব্যবস্থা 'দ্বীনেল হক্ক' কে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার জন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব।

www.pathagar.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে চলছিল কালেমা খাবিসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনে বাতিলের রাজত্ব। আরব জাতির সে অবস্থাকে ইতিহাসে বলা হয়েছে 'আইয়ামে জাহেলীয়াত' বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এ আইয়ামে জাহেলীয়াত যুগের আরবদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের বিবরণ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, মদ্যপান, নারী সম্ভোগ, দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নর হত্যা, হত্যার অন্যায় প্রতিশোধ ইত্যাদি ছিল আরবদের সমাজ জীবনের অতি সাধারণ চিত্র। অর্থনৈতিক জীবনে তারা ছিল সুদখোর। সুদ হল সমাজ জীবনে গরীবদেরকে শোষণের প্রধান হাতিয়ার। ধর্মীয় জীবনে নানা প্রকার অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস, অশ্লীলতা, নগ্নতা মূর্তি পূজা ইত্যাদি ছিল তাদের আত্মীক শান্তি লাভের উপায়। আরবরা বংশের দিক দিয়ে ছিল হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর। যে কা'বা ঘর ছিল আরবদের কেন্দ্রীয় ধর্মপীঠ, সে কা'বা ঘরের নির্মাতা ছিলেন হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাইল (আঃ)। আল্লাহপাক বলেন

'যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল (কা'বা) ঘরের ভিত্তি উত্তোলন করছিলেন, তারা দোয়া করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! ইহা আমাদের তরফ হতে গ্রহণ কর; অবশ্যই তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত (মুসলিম) কর; আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে তোমার এক অনুগত (মুসলিম) উম্মৎ (জাতি) করিও। আর আমাদেরকে তোমার এবাদত (উপাসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) এর নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হও। অবশ্যই তুমি পরম অনুগ্রহশীল, দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক। তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিও, যে তাদের নিকট তোমার আয়াত (বাণী) সমূহ পাঠ করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) শিক্ষা দিবে; এবং তাদেরকে (আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতির দিক দিয়ে) পবিত্র করবে। অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে সে ব্যতীত আর কে ইব্রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) হতে বিমুখ হয়? যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন ঃ 'আসলেম'-আত্মসমর্পন

www.pathagar.com

কর, অনুগত হও। তিনি বললেন, নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট আত্মসর্ম্পণ করলাম। এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের এই নির্দেশই দিয়ে বলেছিলেনঃ হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা দ্বীনেল হক) কে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা কখনই মৃত্যুবরণ করবে না।' -[সূরা বাকারাঃ ১২৭-১৩২]।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সময়কাল হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে কুরাইশদের পূর্ব পুরুষ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আবির্ভাব। তিনি এক পৌত্তলিক পিতার ঘরে মূর্তি পুজার পঙ্কিল পরিবেশে জন্মলাভ করলেন। যথা সময়ে বিশ্ব স্রষ্টা তাকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করলেন। তিনি এ দিব্য জ্ঞান লাভ করার পর ঘোষণা দিলেন- *'হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর, আমি তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক। আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখকে ফিরালাম তার দিকে যিনি আসমানসমূহ ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিক (অংশীবাদী) দের অন্তর্ভূক্ত নহি। তার সম্প্রদায় তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ? তিনি তো আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক যদি অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে জ্ঞানদ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি অনুধাবন কর না ?, -[সূরা আনআম ঃ ৭৮-৮০]*

ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের রোষানলে পতিত হলেন। তাকে আগুনে পুড়ে মারার ব্যবস্থা হল। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর রহমতে আগুনের দাহিকা শক্তি হতে রক্ষা পেলেন। পরে তার জাতি তার ডাকে সাড়া না দেয়ায়, তিনি তার জাতি হতে নিঃসম্পর্ক হয়ে দেশ ত্যাগ করে ফিলিস্তিনে চলে গেলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন মুসলিম, অর্থাৎ বিশ্বনিখিলের একমাত্র প্রভু, প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসর্ম্পনকারী, আল্লাহর বিধানের অনুগত। তিনি তার সন্তান ইসমাইল (আঃ) সহ কা'বা ঘর স্থাপন করে ছিলেন লা-শরীক আল্লাহর এবাদতের জন্য। তিনি এবং তাঁর সন্তানরা তাদের অধঃস্তন পুরুষদের

www.pathagar.com

আমরণ মুসলিম হয়ে জীবন যাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তার বংশের লোকেরা কা'বা ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করে লা-শরীক আল্লাহর সাথে তাদের পূজা উপাসনায় লিপ্ত হয়। আরবদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারা 'সালাত' পড়ত; রোজা, এতেকাফ করত; হজ্ব-ওমরা, কোরবানী করত; আব্দুল্লাহ, আবু তালেব, আব্দুল মুত্তালিব, আমিনা, সুফিয়া ইত্যাদি মুসলমানী নাম রাখত। নামের দিক দিয়ে ও বংশের দিক দিয়ে তারা মুসলমানই ছিল; কিন্তু আকীদা বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে তারা মুশরিক হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসৃত কালেমা তাইয়েবার নীতি তৌহিদ বা একত্ববাদকে তারা কালেমা খাবিসার মিশ্রণে ভেজালে পরিণত করেছিল। বলা বাহুল্য, আস্তিক বা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যেই মুশরিকের সৃষ্টি হয়; মুশরিকরা কখনই আল্লাহকে অস্বীকার করে না বা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুল করে না। নাস্তিকরা কখনই মুশরিক হয় না। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না ও তারা কোনরূপ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। তারা হয় কাফির (অবিশ্বাসী)।

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) যারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম, তাদেরই অধঃস্তন পুরুষ নীতিচ্যুত মুসলিম বা মুশরিকদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবী করিম [সাঃ] এর দাওয়াতঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বংশে জন্ম লাভ করলেন এবং চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌছে গেলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর সমাজে একজন অত্যন্ত চরিত্রবান, সত্যবাদী, সৎ স্বভাবের ব্যক্তিরূপে সুপরিচিত হলেন। লোকেরা তাঁর চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে **'আল আমীন'** (পরম বিশ্বাসভাজন), **'আসসাদিক'** (পরম সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করল। আরবের তৎকালীন অশান্ত সমাজ পরিবেশে মানুষের দুঃখ দুর্দশায় তিনি ব্যথিত হতেন ঃ গরীব, অসহায়দের তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের উপকার করতেন ; অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণের চেষ্টা করতেন, অতিথিকে আশ্রয় দিতেন; বিপদের মাঝেও তিনি সত্যকে সমর্থন করতেন। কিন্তু মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য বা মানব জীবনের সীমাহীন সমস্যা

www.pathagar.com

সমাধানের জন্য কোন তত্ত্ব প্রদানের তিনি কোন চেষ্টাই করেননি। সমাজকে একক নেতৃত্বদানের কোন প্রকার লক্ষণও মানুষ তাঁর মধ্যে দেখেনি। এ অবস্থাটিকে তাঁর নবুওত প্রাপ্তির এক অকাট্য প্রমাণ রূপে আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে পেশ করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ قل لوشآء الله ماتلوته، عليكم ولآ أدراكم به، فقدلبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون ﴾

"বলুন (হে নবী), আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমি উহা (নাজিলকৃত বিধান) তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না, আর তিনিও এ বিষয়ে তোমাদেরকে কোন অবহিত করতেন না? আমি তো তোমাদের মাঝে এর পূর্বে এক দীর্ঘ বয়স অবস্থান করেছি ; তোমরা কি বিচার বুদ্ধি খাটওনা?" [সূরা- ইউনুস-১৬]।

নিখিলবিশ্বের প্রভু, প্রতিপালক আল্লাহ্ হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মানব জাতির পথ প্রদর্শকরূপে মনোনীত করলেন, আর তাঁর নিকট সঠিক পথের দিশা আসমানী হেদায়েত পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। এ অহীলব্ধ জ্ঞানের প্রথম সূচনা হল হেরা গুহায়। ইহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রথম ওহীর কিছু দিন পর দ্বিতীয় ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন,

﴿ يآيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجزفاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر ﴾

"হে মুদ্দাচ্ছির (বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি)! উঠুন; অতঃপর মানুষকে (তার স্রষ্টার অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে) সতর্ক করুন, অতঃপর আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিন অপবিত্রতাকে বর্জন করুন; অধিক প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় (অন্যের প্রতি) অনুগ্রহ করবেন না; আর আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ধারণ করুন।" [সূরা মুদ্দাচ্ছির ঃ ১-৭]।

www.pathagar.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে বিশ্বনিখিলের একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র প্রতিপালক একমাত্র নিয়ন্ত্রক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র 'ইলাহ্' বা 'রব' রূপে গ্রহণ করতে আহবান জানালেন। ইলাহ বা 'রব' শব্দের অর্থ শুধু উপাস্য বা পূজা নয়, ইহার অর্থ প্রতিপালক ও বিধানদাতাও বটে। মানুষ মানুষের 'ইলাহ্' বা 'রব' হয় তখনই, যখন মানুষ মানুষের উপর মনগড়া বিধান প্রয়োগ করে। একথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, '

বলুন (হে নবী!) আমার প্রতি অবশ্যই অহী করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ্ একক ইলাহ (আল্লাহ); অতঃপর তোমরা কি মুসলিম (আত্মসমর্পনকারী) হবে?" *[সূরা আম্বিয়া-১০৮]*

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা সমাজে বিরাজিত সকল প্রকার পূজ্য, উপাস্য বা বিধান দাতাকে অস্বীকার করে আল্লাহ্কে একমাত্র ইলাহ বা রব রূপে গ্রহণ করলেন, তারাই হলেন মুসলিম বা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনকারী। 'মুসলিম হওয়া' মানুষের আকীদা বিশ্বাস ও কর্মনীতির মাধ্যমে অর্জিত গুণবাচক পরিচয়; ইহা কোন জন্মগত বংশীয় পরিচয় নহে।

যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তাঁর আনীত মতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন, তারাই ঘোষণা দিলেন- لا إله إلا الله "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ইহা কালেমা তাইয়েবার প্রথম অংশ।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের মনোনীত রাসূল (দূত)। আল্লাহ্র নিকট হতে মানুষের জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা বা আসমানী হেদায়েত নাজিলের তিনিই একমাত্র মাধ্যম। অতএব, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ্র রাসূল বা দূতরূপে এবং তিনি আল্লাহর নামে যে বিধান পেশ করছেন তা' আল্লাহ্র বিধানরূপে স্বীকার করে নেয়া ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য। স্বভাবতঃই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতে সাড়া দানকারীদের জন্য নবীকে অনুসরণীয় নেতা রূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ **"বলুন (হে নবী!), হে**

www.pathagar.com

মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, আকাশ মন্ডল ও জমীনের রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) যে আল্লাহ্‌র; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন (বিশ্বাস কর) আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূল উম্মী (নিরক্ষর) নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীকে বিশ্বাস করেন এবং তোমরা তাঁর (নবীর) অনুসরণ কর; যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।" [সূরা 'আরাফ-১৫৮]।

কালেম তাইয়েবার দ্বিতীয় অংশ محمد رسول الله মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্"-এর ঘোষণা দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ্‌র রাসূল বা দূত রূপে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করা হয়; বাস্তবে তাঁকেই একমাত্র অনুসরণীয় নেতারূপে গ্রহণ করা হয়। কালেমা তাইয়েবা

لا اله الا الله محمد رسول الله

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলোল্লাহ্" অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে উচ্চারণ করে নবীর দাওয়াতে সাড়া দিতে হয়। কালেমা তাইয়েবা এক অতি বড় বিপ্লবী ঘোষণা। এ কালেমার ঘোষণা দিয়ে সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার পূজ্য ও উপাস্যকে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের সকল প্রকার প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বকে অস্বীকার করা হয়। সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক বিধান বা নিয়ম নীতিকে অস্বীকার করে কালেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণ-কারীরা আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেনঃ

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা (যে বিধান) নাজিল করেছেন, তোমরা তারই অনুসরণ কর; তারা বলে বরং আমরা তারই অনুসরণ করব, যার অনুসরণ করতে আমরা আমাদের বাপাদাদাদের পেয়েছি। কি? তাদের বাপদাদারা যদি সঠিক জ্ঞান না পেয়ে থাকে অথবা সঠিক পথগামী না হয়ে থাকে (তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?... [সূরা বাকারা-১৭০]।

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের (শিক্ষার) দিকে আস, তারা বলেন ঃ আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের যার উপরে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। কি?

www.pathagar.com

যদিও তাদের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই জানত না ও সুপথগামী ছিল না (তথাপি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?" [সূরা মায়িদা-১০৪]।

কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করার অর্থ হল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বিপরীতে সকল প্রকার আনুগত্যকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যকে গ্রহণ করা। আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত্যের বিষয় ও এ দুই আনুগত্যের অধীনে উলিল আমরের আনুগত্যের বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যখন কালেমা তাইয়েবার নীতিকে গ্রহণ করার দাওয়াত ঘোষিত হল, তখন প্রথমে মক্কায় ও ক্রমে ক্রমে সমগ্র আরবে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হল। মক্কায় কুরাইশ বংশে বিভিন্ন শাখার গোত্রপতিরা তাঁর পরম বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। যারা এতদিন তাঁকে 'আল আমীন, আসসাদিক' বলে শ্রদ্ধা করত, তারাই তাঁকে পাগল, কবি, গণৎকার, যাদুকর, ভন্ড, মিথ্যুক ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতে থাকল; তাঁর জানী দুশমন হয়ে গেল। লোকেরা তাঁর মধ্যে সমাজের নেতৃত্ব লাভের বিরাট বাসনার সন্ধান পেয়ে গেল।

তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাগল বলত এজন্য যে, যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আকীদা বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধিবিধান, নিয়ম প্রথা ইত্যাদি সব কিছুকে অস্বীকার করে তিনি একমাত্র আল্লাহ্কে 'ইলাহ্' (পূজ্য, উপাস্য), রব (প্রভু, প্রতিপালক, অনুসৃত বিধানদাতা) বলে গ্রহণ করেছেন ও সমাজে তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। পাগল ছাড়া এমন চিন্তা, বিশ্বাস কি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির হতে পারে? তাদের এ অভিযোগের জওয়াবে আল্লাহ্ পাক বলেন-

"তারা কি গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেনা যে, তাদের সহচর (মুহাম্মদ) আদৌ পাগল নহেন? তিনিতো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' [সূরা আরাফ-১৮৪]

"তারা কি বলে যে, তাঁকে পাগলামী পেয়েছে? বরং তিনি তো সত্য জ্ঞান তাদের নিকট উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক সত্যকে অপছন্দ করছে।" [সূরা মুমিনুন-৭০]।

www.pathagar.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তারা কবি বলত এজন্য যে, আল্লাহ্‌র নাজিলকৃত (আলকোরআনের) বাণী সমূহ অতি উচ্চাঙ্গের কবিতার মতই ছন্দময়। তারা তাঁকে গণৎকার বলত এজন্য যে, আল কোরআনে অনেক ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে, যা পরবর্তী কালে সত্যে পরিণত হয়েছে। তারা তাঁকে যাদুকর বলত এজন্য যে, আল কোরআনের বাণী সমূহে রয়েছে সত্যের প্রতি আকর্ষণকারী এক যাদুকরী প্রভাব। এসব অভিযোগের জওয়াবে আল্লাহ্‌পাক বলেন,

﴿ إنه لقول رسول كريم * وما هوبقول شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون *تنزيل من رب العلمين ﴾

"নিশ্চয়ই ইহা (আলকোরআন) এক সম্মানিত দূত (জিব্রাইল) এর (বাহিত) বাণী। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর; ইহা কোন যাদুকরের বাণী নয়; তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা বিশ্বনিখিলের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" [সূরা আলহাক্কাঃ ৪০-৪৩]।

আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إنا به كافرون ﴾

'যখন তাদের নিকট সত্য পৌছল, তারা বলল ঃ ইহাতো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'-[সূরা যুখরুফ-৩০]।

ধর্মীয় নেতা, সামাজিক নেতা বা গোত্রপতিদের প্রবল বিরোধীতার মুখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতে খুব অল্প সংখ্যক লোক সাড়া দিলেন। যারা সাড়া দিতেছিলেন তারা বিবিধ প্রকার মানসিক, দৈহিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক বয়কটের সম্মুখীন হলেন।

হাবশায় প্রথম হিজরত

কালেমা তাইয়েবা গ্রহণের ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারীদের উপর মক্কায় কাফিরদের অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা

www.pathagar.com

সীমাহীন বেড়ে গেল। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে হজরত খাব্বাব (রাঃ) বলেনঃ একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, অত্যাচার ও জুলুমের তো একশেষ হয়ে গেছে। আপনি কি আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না? এ কথা শুনার সাথে সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের উপর তো এর চেয়েও কঠিন দুঃসহ জুলুম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের দেহের অস্থিমজ্জার উপর লোহার চিরুনী চালানো হত। তাদের মাথার উপর দিয়ে করাত টানা হত। কিন্তু এতসব সত্বেও তারা দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করতে রাজী হত না। নিশ্চিত জান যে, আল্লাহ তাঁর কাজকে সম্পূর্ণ করবেনই। এমন কি এমন এক সময় আসবে, যখন একজন লোক 'ছানআ' হতে 'হাজরা মাউথ' পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করতে পারবে এবং তখন সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করতেছ। (বোখারী)।

যা হউক, জুলুম যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন যে, হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) একজন ন্যায়পরায়ণ (খৃষ্টান) বাদশা রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বে কোন জুলুম নেই, ইহা কল্যাণের দেশ। সেখানে চলে যেতে পার এবং যতদিন আল্লাহ তোমাদের বিপদ মুক্তির কোন ব্যবস্থা না করেন ততদিন তোমরা সেখানেই অবস্থান কর। একথা শুনে প্রথমে এগার জন পুরুষ ও চার জন মহিলা মুসলমান হাবশার পথে পাড়ি জমায়। ইহা নববী ৫ম সনের ঘটনা। পরে কয়েক মাসে আরও কিছু মুসলমান হিজরত (দেশত্যাগ) করে হাবশায় চলে যান। এভাবে সেখানে ৮২ জন পুরুষ, ১১ জন মহিলা ও ৭ জন অকুরাইশী মুসলমান একত্রিত হয়।

এ লোকদের হাবশায় হিজরত করার পর কুরাইশ সমাজপতিগণ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য বসে গেল। তারা হাবশার বাদশা নাজ্জাসীকে যে কোন প্রকারে সম্মত করে দেশত্যাগী লোকদেরকে দেশে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত করল এবং প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে দুই জন দূতকে বাদশার নিকট প্রেরণ করল। দূতদ্বয় বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করল যে,

www.pathagar.com

তারা তাদের ধর্মত্যাগী কিন্তু তারা খৃষ্ট ধর্মও গ্রহণ করেনি; তারা একটি নতুন মত গ্রহণ করেছে। তারা দেশের কতিপয় অর্বাচীন লোক। তারা পলাইয়া হাবশায় এসেছে। বাদশার নিকট তারা তাদেরকে ফেরত পাবার আবেদন জানাল।

বাদশা নাজ্জাসী কুরাইশ দূতদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাজিরদেরকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জওয়াব দেবার জন্য অনুমতি দেন। মুহাজিরদের নেতা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের পুত্র জাফর (রাঃ) দরবারে গুরুগম্ভীর এক বক্তৃতা পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি জাহেলী যুগের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক অবস্থার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ইসলামের মহান শিক্ষার বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জাতি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। মূর্তি পূজা করত, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করত, অশ্লীলতার ধারক ছিল। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করত, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৎভাব ছিল না, সবলরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ আমাদের মধ্য হতে আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। সে রাসূলের উত্তম বংশ মর্যাদা, পরম বিশ্বাসপরায়ণতা, সততা আমাদের অজানা ছিল না। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাক দিলেন, আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করতে বললেন, একমাত্র আল্লাহরই এবাদত (পূজা, উপাসনা, দাসত্ব) করতে আহবান করলেন। আল্লাহর সাথে যে কোন পাথর বা মূর্তি পূজা লোকেরা করত, সে সব ছাড়তে বললেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন সত্যবাদী হতে, অঙ্গীকার রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, সৎ প্রতিবেশী রূপে বসবাস করতে। আর তিনি আমাদেরকে নিষেধ করলেন, হারাম বস্তু ও প্রবাহিত রক্ত খেতে; ব্যভিচার করতে ও মিথ্যা বলতে; অসহায় এতিমের সম্পদ গ্রাস করতে, আর সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের দোষারোপ করতে। আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থাপন না করে একমাত্র তাঁরই এবাদত করতে তিনি আমাদের আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য করণীয় হিসেবে নামাজ, জাকাত ও রোজা পালনের ব্যবস্থা দিলেন। (এরূপ ইসলামী অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা শেষে জাফর (রাঃ) বললেন) আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং আল্লাহর নিকট হতে তিনি যে সত্য বিধান প্রাপ্ত হয়েছেন, আমরা তারই অনুসরণ করতে থাকলাম। আমরা আল্লাহর সাথে কোন অংশী স্থাপন না করে একমাত্র

www.pathagar.com

তাঁরই এবাদত করি। আমাদেরকে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে আমরা বিরত থাকি; আমাদেরকে যা আদেশ দেয়া হয়েছে তাই আমরা পালন করি এ অবস্থায় আমাদের স্বজাতি আমাদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তারা আমাদের উপর নির্যাতন ও জুলম শুরু করল, তারা আমাদের দ্বীন হতে আমাদেরকে ফিরাতে চেষ্টা করল। তাদের ইচ্ছা যে, আমরা মহান আল্লাহর এবাদত হতে ফিরে আবার মূর্তি পূজায় লিপ্ত হই এবং পূর্বের অনুষ্ঠিত অন্যায়, অবিচার, পাপ ও অশ্লীল কাজে ফিরে আসি।

আমরা আমাদের স্বজাতিদের জুলুম নির্যাতন হতে বাঁচার জন্য এবং নির্বিঘ্নে আমাদের দ্বীনের আচার আচরণ পালনের জন্য, হে মহান! আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমরা আপনাকে ন্যায়পরায়ণতায় সকলের উপরে পছন্দ করেছি, আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমরা আশা করি যে, আপনার রাজ্যে আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হব না।

বাদশা নাজ্জাসী জাফর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট হতে যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তার কিছু তোমাদের নিকট থাকলে তা পাঠ করে শোনাও।'

জওয়াবে জাফর (রাঃ) বাদশার দরবারে আল কোরআনের সূরা মরিয়ম পাঠ করে শুনালেন। আর কোরআনের সুমধুর সুগম্ভীর ভাষা, হজরত ঈসা ও হজরত ইয়াহইয়াহ (আঃ) এর জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ব বর্ণনা; সরল, সুবোধগম্য যুক্তিতর্কের দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টান চরমপন্থীদের অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিবাদ, ইসলামের উদার সত্যপ্রিয়তা এসব একসঙ্গে সভাস্থলে একটা নতুন ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করল। বাদশা নাজ্জাসী আত্মসংবরণ করতে অক্ষম হলে, তাঁর দুগন্ড বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। মুগ্ধ হৃদয় নাজ্জাসী উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই ইহা এবং যীশু যা এনেছিলেন উভয়েই একই জ্যোতি-উৎস হতে উৎসারিত।' তিনি কুরাইশ দূতদ্বয়ের আবেদন প্রত্যাখান করলেন এবং মুসলমানদেরকে বললেন- 'তোমাদের যতদিন খুশি আমার রাজ্যে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান কর।'

হবাশায় হিজরত করার পর মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকলেন মাত্র ৪০ জন মুসলমান। এ সময় হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ঈমান আনলেন।

www.pathagar.com

হজ্জের মৌসুমে ইসলাম প্রচারঃ

কুরাইশদের প্রবল বিরোধীতার মুখেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ চলতেই থাকল। হজ্জের মৌসুমে হজ্জ করার জন্য আগমনকারী বিদেশী আগন্তুকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) হতে আগত কয়েকজন হাজী তাঁকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে বিশ্বাস করলেন। তাঁর নিকট বাইয়াত বা অঙ্গীকার করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইহা নববী দশম সনের ঘটনা। তাঁরা ইয়াসরিবে প্রত্যাবর্তন হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমিয় বাণী প্রচার করতে থাকলেন; ইসলামের চর্চা হতে থাকল এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষিত হল।

পর বছর হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব হতে বার জন ব্যক্তি মক্কায় আকাবা নামক স্থানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইহাই আকাবার প্রথম বাইয়াত।

নববী ত্রয়োদশ সনে ইয়াসরিব হতে প্রায় ৫০০ তীর্থ যাত্রীর একটি কাফেলা মক্কায় আগমন করে। এ কাফেলার সাথে নব দীক্ষিত মুসলমান ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা নির্দিষ্ট রাতে আকাবায় গোপনে হজরতের সাথে সম্মেলনে মিলিত হন। তারা হজরতকে ইয়াসরিবে গমনের দাওয়াত দিলেন। হজরতের সঙ্গী তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) বললেন- 'হজরতকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাবার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে নাও; গোটা আরব তোমাদের শত্রু হবে; তখন বিপদ দেখে পিছু পা হবে না তো?' তাঁরা জওয়াব দিলেন- 'আমরা কুরাইশদের রক্ত চক্ষুর ভয় করি না, আরবের আক্রমণ ভয়েও আমরা বিচলিত নহি। যুদ্ধ বিগ্রহ আমাদের অজ্ঞাত কিছু নয়; আমরা পুরুষানুক্রমে তাতে অভ্যস্ত আছি।' হজরত বললেন, 'আল্লাহর হুকুম হলে আমি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হবো।' অতঃপর প্রতিনিধিদের সকলে হজরতের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা বা বাইয়াত করলেন-

(১) আমরা এক আল্লাহর এবাদত করব, তাহা ব্যতীত আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করব না, আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করব না।

www.pathagar.com

(২) আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন প্রকারের পরস্ব অপহরণ করব না

(৩) আমরা ব্যভিচার করব না।

(৪) আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা, বধ বা বলিদান করব না

(৫) আমরা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না বা কাহারও চরিত্রে অপবাদ দিব না।

(৬) আমরা ঠকামী, চোগলখোরী করব না।

(৭) আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হজরতের অনুগত থাকব, কোন ন্যায় কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

ইহাই আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞার শর্ত সমূহ আজ মুসলমানদের জন্য বড়ই অনুধাবনযোগ্য। এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেই ইয়াসরিববাসীরা মুসলমান হয়েছিলেন। সুতরাং মুসলমান হতে হলে বা মুসলমান থাকতে হলে এ বাইয়াতের শর্তসমূহ অবশ্যই পালনীয়। কালেমা তাইয়েবা পাঠ করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য গ্রহণ করা।

মদীনায় হিজরত ঃ

মক্কায় ঘোরতর জাহেলীয়াতের অন্ধকারে ইসলামী প্রদীপ জ্বালানোর প্রচেষ্টা বার বার বাধাগ্রস্ত, প্রতিহত হচ্ছিল; কিন্তু ইয়াসরিববাসী মুসলমানরা তথায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য অন্যান্য মুসলমানদের দাওয়াত জানালো। হজরতের পরামর্শক্রমে মক্কার মুসলমানরা স্বদেশ ভূমি বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে ইয়াসরিবে হিজরত করতে থাকলেন। অনেকে কুরাইশদের হাতে বন্দী হয়ে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হলো। মুসলমানদের দেশ ত্যাগের বিয়য়টি কুরাইশদেরকে উদ্বেগাকুল করে তুলল; তারা পরামর্শে বসল এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وإذ يمكربك الذين كفروا ليثبتوك أويقتلوك أويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾

www.pathagar.com

"(হে নবী স্মরণ করুন সেই দুঃসময়ের কথা) যখন কাফিররা আপনার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে অথবা হত্যা করবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করবে; তারাও তাদের কলাকৌশল অবলম্বন করছিল, আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করছিলেন, আর কৌশল অবলম্বনে আল্লাহই সর্বোত্তম।" (সূরা আনফাল-৩০)।

কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত হজরতকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল ও প্রত্যেক গোত্র হতে প্রতিনিধি বাছাই করে একটি ঘাতক দল গঠন করল। এ ঘাতক দল যে রাত্রে হজরতের বাসগৃহ অবরোধ করল সে রাত্রেই হজরত গৃহ হতে বের হয়ে হজরত আবু বকর (রাঃ) এর গৃহে উপস্থিত হলেন। হজরত আবু বকর (রাঃ) পূর্ব হতেই হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পূর্ব হতে প্রস্তুত দুটি উটে আরোহন করে তাঁরা হিজরত করে ইয়াসরিবের পথে রওয়ানা দিলেন এবং সে রাত্রে মক্কা হতে তিন মাইল দূরে সওর পর্বত গুহায় আত্মগোপন করলেন। দিনটি ছিল ত্রয়োদশ নববী সনের সফর মাসের শেষ দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজগৃহ হতে বের হবার পূর্বে তাঁর প্রিয় ভক্ত হজরত আলী (রাঃ) কে তাঁর নিকট গচ্ছিত সমস্ত আমানত আমানতদারদের নিকট পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন। পরদিন সকালে ঘাতকদল যখন দেখতে পেল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় আলী (রাঃ) শুয়ে আছেন তখন তারা বুঝতে পারল যে, তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। তারা ক্ষোভে, ক্রোধে ফেটে পড়ল; নানা স্থানে হজরতের খোঁজ করতে লাগলো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা আবু বকর (রাঃ) এর জীবন্তদেহ বা মুন্ড আনতে পারলে একশত উষ্ট্র পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হল। অতঃপর শত্রুরা চতুর্দিকে তল্লাসীতে তৎপর হয়ে গেল। এক সময় ঘাতকদল তাঁদের গুহার খুব নিকটবর্তী হয়ে গেল। হজরত আবু বকর বিচলিত হয়ে বললেন- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা মাত্র দু'জন, তারা ত অনেক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরুদ্বেগে জওয়াব দিলেন- "আমরা দু'জন, আল্লাহ আমাদের তৃতীয়"। কোরআন মজিদে এ ঘটনার বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক বলেন-

www.pathagar.com

"তোমরা যদি তাঁর (নবীর) সাহায্য না কর (তবে কোন পরওয়া নেই), আল্লাহ অবশ্যই তার সাহায্য করেছিলেন, যখন অবিশ্বাসীরা তাঁকে দেশ হতে বের করেছিল, যখন তিনি দুই জনের দ্বিতীয় ছিলেন, যখন তাঁরা দুজন গুহায় ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেনঃ চিন্তিত হবে না; অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপরে তাঁর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং এমন সেনাদল দিয়ে তাঁর সাহায্য করলেন, যা কেউ দেখেনি। আর তিনি কাফিরদের কথাকে হেয় করলেন আর আল্লাহর কথাই সর্বোপরি; আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"। -(সুরা তওবা- ৪০)।

তিন রাত্রি সওর পর্বত গুহায় অবস্থান করে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হজরত আবু বকর (রাঃ) পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ ও আমের সহ তিনটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সাধারণ চলাচল রাস্তা বাদ দিয়ে দুর্গম পথে ইয়াসরিবের পথে রওয়ানা দিলেন। এ পথও তাঁদের জন্য নিরঙ্কুশ নিরাপদ ছিল না। কিছুদুর অগ্রসর হলে ছোরাকা নামক এ দুর্ধর্ষ আরব ঘোড় সওয়ার তাঁদেরকে পাকড়াও করার জন্য তাঁদের দিকে দ্রুত ধাবমান হল; কিন্তু আল্লাহর কুদরতে হজরতের মুখোমুখী হতেই সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পথিমধ্যে আর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা আসলাম গোত্র অধিপতি বারিদার অস্ত্রসজ্জিত ৭০ জন অনুচরসহ হজরতের মুন্ডপাত করার জন্য আগমন ও পরিণামে আত্মসমর্পণ। তখন ইয়াসরিব আর বেশী দূরে নয়। হজরত তখন নিবিষ্ট মনে তন্ময়চিত্তে আল কোরআনের সুললিত বাণী পাঠ করছিলেন। সে পবিত্র স্বরলহরী মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে পার্শ্ববর্তী পর্বত মালায় রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলছিল। এ সময় দস্যু দলপতি বারিদা ও তার ৭০ জন সঙ্গী হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হল। তারা দ্রুত পদে নিকটবর্তী হতে থাকলে ক্রমশঃই আল কোরআনের সম্মোহন বাণী ও হজরতের সুমধুর স্বরতরঙ্গ তাদের কর্ণ কুহরে স্পষ্টতর স্বরে ঝঙ্কৃত হতে লাগল। মর্মভেদী সে সুরের মুর্চ্ছনায় বারিদার চরণদ্বয় যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আসল, তার বাহুযুগল শিথিল হয়ে পড়ল। এ সময় হজরত তাঁর অতি স্বাভাবিক মধুর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- " আগন্তুক! তুমি কে? কি চাও?" জওয়াব হল-" আমি বারিদা, আসলাম গোত্রপতি"। হজরত বললেন- "আসলাম- শান্তি, শুভ কথা।" আগন্তুক বলল- "আর আপনি

www.pathagar.com

কে? হজরত বললেন- "আমি মক্কার অধিবাসী, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। সত্যের সেবক, আল্লাহর রাসূল।" হজরত বারিদার মুখের দিকে প্রেমময় তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রেমে পুণ্যে উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় তেজপুঞ্জে দীপ্ততৃপ্ত সে মুখ মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বারিদা আত্মহারা হয়ে বসে পড়ল; তার শিথিল মুষ্টি হতে বর্শাদন্ড খসে পড়ল। সঙ্গীগণ সহ সে মোস্তাফা চরণে লুটিয়ে পড়ল। তারা মহা মন্ত্রের স্বীকৃতি ঘোষণা করল - لا اله الا الله محمد رسول الله **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।** অতঃপর বারিদা সঙ্গীগণসহ মহা উৎসাহে হজরতের অগ্রবর্তী হলেন। তার মূল্যবান আমামা তখন তাঁর বর্শাফলকে ইসলামের বিজয় পতাকারূপে উড্ডীন হয়েছে। ৭০ খান খরসান উলঙ্গ কৃপাণ, ৭০টি দীর্ঘ বর্শা ফলক সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে হেলেদুলে চলতে লাগল। আর নিজের শ্বেত পতাকাকে বার বার আন্দেলিত দুলিত করে বারিদা ঘোষণা দিতে দিতে চললেন- "শান্তির রাজা আসিতেছেন; মুক্তির কর্তা আসিতেছেন; সন্ধির স্থাপয়িতা আসিতেছেন; ন্যায় ও বিচারের জগতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আসিতেছেন; জগতবাসীর নিকট এ আনন্দ সংবাদ।" এভাবে বারিদা হজরতের ক্ষুদ্র কাফেলাকে কিছু দূর অগ্রসর করে দিয়ে স্ব স্থানে ফিরে যান ও স্বগোত্রে ইসলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

মক্কা হতে হজরতের রওয়ানা হবার সংবাদ ইতিমধ্যেই ইয়াসরিবে পৌঁছে গিয়েছিল। বাসিন্দারা প্রত্যহ প্রত্যুষে শহরের প্রান্তে এসে রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত হজরতের আগমন পথের দিকে দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপেক্ষায় থাকতেন। রবিউল আউয়াল মাসের ৮ই তারিখ দ্বিপ্রহরের সময় উপশহর কোবা প্রান্তরে হজরত এসে উপনীত হলেন। হজরতের আগমন সংবাদে শহরবাসীগণ আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন। আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হল। ভক্তকুল আল্লাহর রাসূলের শুভ দর্শন লাভের জন্য, তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হজরতের সান্নিধ্যে কোবা প্রান্তে সমবেত হতে লাগল।

কোবা পল্লীতে হযরত চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন ও এ সময়ের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানদের সাহচর্যে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। চৌদ্দ দিন পর হজরত কোবা পল্লী হতে মূল শহরের দিকে তাঁর প্রিয় উট কাছওয়ার পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন। তাঁর চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে অগ্রসর

www.pathagar.com

হতে থাকল। সেদিন ছিল শুক্রবার। কিছু দূর অগ্রসর হলে বণি ছালেম গোত্রের পল্লীর নিকট "জুমআ'র নামাযের সময় উপস্থিত হলে হজরত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে জুমআর নামায সম্পন্ন করলেন। ইহাই প্রথম জুমআর নামায। নামাজের পূর্বে হজরত খুৎবা বা ভাষণ পেশ করেন। এ ভাষণের মর্মানুবাদ এরূপ- "সকল মহিমা সমস্ত গরিমা একমাত্র আল্লাহর। তারই মহিমা কীর্তন করি, (কর্তব্য পালনের ত্রুটি হেতু) তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁহাতেই ঈমান আনব ও তাঁর আদেশ অমান্য করব না, যে তাঁর প্রতি বিদ্রোহী, তাকে আপনার বলে জ্ঞান করব না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ ইলাহ্ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর দাস ও প্রেরিত রাসূল। যখন দীর্ঘ কাল যাবত জগত রাসূলের উপদেশ হতে বঞ্চিত ছিল, যখন জ্ঞান জগত হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল; যখন মানব জাতি ভ্রষ্টতা অনাচারে জর্জরিত হচ্ছিল, তাদের মৃত্যু ও কঠোর কর্মফল ভোগের সময় যখন নিকটবর্তী হয়ে আসছিল, এহেন সময় আল্লাহ সেই রাসূলকে সত্যের জ্যোতি ও জ্ঞানের আলোকে জগতবাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চললেই মানব জীবনের চরম সফলতা লাভ হবে। পক্ষান্তরে তাদের অবাধ্য হলে ভ্রষ্ট, পতিত ও পথ হারা হয়ে পড়তে হবে। সকলে নিজ নিজদেরকে এমন ভাবে গঠিত ও সংশোধিত করে লও, যেন পাপ ও ঘৃণিত কার্যের প্রবৃত্তিই তোমাদের হৃদয় হতে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ। পরকাল চিন্তা ও তাকওয়া অবলম্বন করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে দিতে পারে না। যে সব দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সাবধান, তার নিকটেও যেও না। ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্টতম উপদেশ, ইহা হইতেছে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমার যে কর্তব্য আছে, তাঁর সাথে তোমার যে সম্বন্ধ আছে, তা বিস্মৃত হয়ে যেও না। সে সম্বন্ধে যেখানে ত্রুটি ঘটে থাকে, তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তার সংশোধন কর; সে সম্বন্ধকে দৃঢ় ও নিখুঁত করে লও; ইহাই হচ্ছে তোমার জীবিত কালের পরম জ্ঞান ও পর জীবনের চরম সম্বল।

স্মরণ রেখ, ইহার অন্যথা করলে, তোমরা কর্মফলের সম্মুখীন হতে ভীত হলেও তাঁর হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই। আল্লাহ প্রেমময় ও দয়াময়, তাই এ কর্মফলের অপরিহার্য পরিমাণের কথা পূর্ব হতেই

www.pathagar.com

তোমাদেরকে জ্ঞাত করতঃ সতর্ক করে দিচ্ছেন। যে ব্যক্তি নিজের কথাকে সত্যে পরিণত করবে, কার্যত নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করবে, তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন- "আমার বাক্যের রদবদল নেই, আর আমি মানবের প্রতি অত্যাচারীও নই। অতএব, তোমরা নিজেদের মুখ্য ও গৌণ, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল বিষয়েই তাকওয়া (খোদাভীতির) সাধনা কর; তাকওয়া পরম ধন, তাকওয়াতেই মানবতার চরম সাফল্য।

সঙ্গত ও সংযতভাবে জগতের সকল সুখ উপভোগ কর। কিন্তু ভোগের মোহে অনাচারে প্রবৃত্ত হইওনা। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কিতাব দিয়েছেন, তাঁর পথ দেখিয়েছেন। এখন কে প্রকৃত পক্ষে সত্যের সেবক, আর কে কেবল মুখের দাবী সর্বস্ব মিথ্যুক তা জানা যাবে। অতএব, আল্লাহ্ যেমন তোমাদের মঙ্গল করেছেন, তোমরাও সেইরূপ জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ্র শত্রু-পাপাচারীদেরকে শত্রু বলে জ্ঞান কর এবং আল্লাহ্র নামে যথাযথ ভাবে জেহাদে প্রবৃত্ত হও; (এ কার্যের জন্য) তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। কারণ নিজের কর্মফলে প্রকৃতির অপরিহার্য বিধানে যাহার ধ্বংস প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী সে সত্য ন্যায় ও যুক্তি মতে ধ্বংস হোক। আর যে জীবন লাভ করবে, সে সত্য, ন্যায় ও যুক্তির সহায়তায় জীবন লাভ করুক। নিশ্চয় জানিও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও কোন শক্তি নেই।

অতএব সদা সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আর পরজীবনের জন্য সম্বল-সঞ্চয় করে লও। আল্লাহ্র সাথে তোমার সম্বন্ধ কি, এ যদি তুমি বুঝতে পার, বুঝে তাকে দৃঢ় ও নিখুঁত করে নিতে পার, তাঁর প্রেম স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আত্মনির্ভর করতে পার, তা হলে তোমার প্রতি মানুষের যে ব্যবহার তার ভার তিনিই গ্রহণ করবেন; কারণ মানুষের উপর আল্লাহ্র আজ্ঞা পরিচালিত হয়। আল্লাহ্র উপর মানুষের হুকুম চলে না। মানব তাঁর প্রভু নয়, কিন্তু তিনি তাদের সকলের প্রভু। আল্লাহু আকবার, সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও হাতে কোন শক্তি নেই।"

প্রথম জুমআর নামাজ শেষে হজরত ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হয়ে রওয়ানা দিলেন ও শহরে প্রবেশ করলেন। শহরে আনন্দের রোল পড়ে গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা পবিত্র উৎসবে মেতে উঠল। সকলে হজরতকে তাঁর সম্মানিত মেহমানরূপে পেতে চাইলেন। হযরত কার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করবেন? তিনি তাঁর প্রিয় উট

www.pathagar.com

কাছওয়ার রশি ছেড়ে দিলেন। উট যেখানে স্ব-ইচ্ছায় বসে পড়বে, তিনি সেখানেই অবতরণ করবেন ও তার নিকটবর্তী গৃহে মেহমান হবেন। উট নাজ্জার গোত্রের পল্লীতে এসে বসে পড়ল। হজরত সেখানে অবতরণ করলেন এবং বিখ্যাত সাহাবা হজরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ) এর মেহমান হলেন। তাঁর দ্বিতল বাড়ীর নীচের তলায় অবস্থান করাই হজরত সুবিধাজনক মনে করলেন; ফলে নীচের তলার একটি প্রকষ্ঠে হজরতের অবস্থানের ব্যবস্থা হল।

হজরত ইয়াসরিবে আসার সাথে সাথে ইহার নাম বদল করে রাখা হল "মদীনাতুর রাসূল" অর্থাৎ রাসূলের নগরী। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মদীনাতুর রাসূল "মদীনা" নামেই জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছে।

মদীনায় মসজিদ নির্মাণঃ

হজরত মদীনায় শুভাগমন করেই লা-শরীক আল্লাহর এবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করলেন। যে স্থানটিতে হজরতের কাছওয়া বসে ছিল, সেই স্থানটিকেই তিনি মসজিদের জন্য পছন্দ করলেন ও তার মালিকদের খোঁজ করলেন। ঐ স্থানের মালিক ছিল ছোহেল ও ছহল নামক দুই পিতৃহীন বালক। মসজিদের জন্য তাঁরা জমি দান করতে চাইল, কিন্তু হজরত দান গ্রহণ না করে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সে জমি খন্ড ক্রয় করলেন ও মসজিদ নির্মাণের আয়োজন করলেন। "মনি মুক্তা, মানিক্যের ঘটা; চন্দ্রদিগন্তে যেন ইন্দ্রধনুচ্ছটা" এরূপ বাহ্যাড়ম্বর বা জাঁকজমক করে এ মসজিদ নির্মিত হয়নি। সাদামাটা ভাবে অতি সাধারণ উপকরণ দিয়েই এ মসজিদ নির্মিত হল। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর গাছের তাড়া ও খেজুর পাতার ছাউনি দিয়ে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মদীনার মসজিদ মসজিদে নববী নির্মিত হল। মসজিদ নির্মাণ কালে হজরত ভক্তদের মাঝে উপস্থিত থেকে একজন সাধারণ মজুরের মত শ্রম দান করলেন।

নবীর মসজিদে কি শুধুই নামাজ হত?

মদীনায় যে মসজিদ নির্মিত হল তা কি শুধুই আল্লাহর উপাসনা তথা নামাজ পড়ার জন্য ছিল? না, সেখানে শুধু নামাজই হত না। মসজিদের সূচনা হতে খলীফাগণের স্বর্ণযুগের শেষ পর্যন্ত সেখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক এবাদতের জন্য

www.pathagar.com

মুসলমানদের জামায়াত বা সম্মেলন হত; তা ব্যতীত সকল প্রকার শাসন বিচার-সালিস- পঞ্চায়েৎ সমর ও সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ; বিদেশে দূত প্রেরণ বা বিদেশী দূতগণের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত, দেশ বা সমাজগত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, পরামর্শ ও পরিকল্পনা এ আড়ম্বরহীন মসজিদ প্রাঙ্গণ হতে সম্পাদিত হত। মসজিদই ছিল মুসলমানদের প্রধান সম্মেলন কেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র। মসজিদই ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খলীফাগণের একমাত্র মন্ত্রণালয়। মুসলমানদের জিন্দেগী হল মসজিদ ভিত্তিক। মসজিদে যেমন তারা আল্লাহর বান্দা, তার দাস, তার অধীন, তেমনি মসজিদের বাইরেও তারা আল্লাহর বান্দা, তার দাস তার অধীন। অতএব, মুসলমানের জিন্দেগী তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ইসলামে ধর্ম ও সমাজ বা রাষ্ট্রকে পৃথক করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

বর্তমানে মুসলমানদের মসজিদসমূহে সমাজ বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম সম্পন্ন করার কোন ধারণাই নেই; কেননা বর্তমানে তারা ধর্মকে সমাজ বা রাষ্ট্র হতে পৃথক করে ফেলেছে। ফলে বর্তমানে মসজিদসমূহে যে নামাজ হচ্ছে তার কোন প্রভাব সমাজ জীবনে পড়ছে না।

"﴿إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾

অর্থাৎ অবশ্যই নামাজ অশ্লীলতা ও পাপাচারে বাঁধাদান করে (সুরা-আনকাবুত-৪৫)।

নামাজের এ কার্যকারীতা আজ কোথায়? আজ সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন অশ্লীলতা ও অন্যায় অবিচারে ভরপুর; অথচ আমরা নামাজ পড়ছি। অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আমরা যে মন্ত্রণালয় বা আইনসভা গঠন করেছি সেখান হতে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিদায় দিয়েছি অর্থাৎ এসব আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন নয়। এরূপ মন্ত্রণালয় বা আইন সভার অধীন থেকে কি আল্লাহর আনুগত্য বজায় থাকবে? অথচ মুসলমান হতে হলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সর্ব প্রথম আনুগত্য করতে হবে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহর। বর্তমান মুসলমানদের এদ্বৈত নীতির জীবন যে একটি শিরেকী অবস্থা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

মদীনায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাঃ

মদীনায় শুভাগমন করার পর মসজিদ নির্মাণ, মোহাজিরগণের অবস্থানাদি এবং অন্যান্য সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যৎকিঞ্চিত সম্পন্ন করার পর হজরত দেশের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি পৃথক পৃথক ধর্মাবলম্বী তিনটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের আবাস ভূমি। পরস্পর বিপরীত চিন্তা, রুচি ও ধর্মভাব সম্পন্ন ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত করে তাদের সকলকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক জাতি বা কওম গঠন করতে হবে। তিনি মদীনার ইহুদী পৌত্তলিক ও মুসলমানদেরকে একত্রিত করে এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনদ (International Magna Chagrta) লিপিবদ্ধ করালেন এবং মদীনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব সকলকে নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এই আন্তর্জাতিক সনদে প্রথমে মুহাজির, আনছার ও অন্যান্য মুসলমানদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, স্বত্বাধিকার এবং তাদের সমাজগত বিষয়সমূহের শাসন ও বিচারের বিধি-ব্যবস্থা করা হল। তাতে এ কথাটি পুনঃপুনঃ উল্লেখিত থাকল যে এ সকল বিষয়ের মীসাংসার ভার মুসলমান জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকবে। পৌত্তলিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সনদে স্বীকৃত হল। তবে ইহুদী ও অমুসলমানদের ন্যায় তাদেরকেও কতকগলো সাধারণ শর্তে আবদ্ধ করা হল। নিম্নে এ মদীনা সনদ হতে ইহুদীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল, ইহা হতে এ দীর্ঘ প্রতিজ্ঞাপত্রের সম্বন্ধে কিছুটা আভাস লাভ করা যাবে।

আন্তর্জাতিক সনদঃ

(১) ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে এক উম্মত (Nation)

(২) এ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে, সকলে সমবেত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবে

(৩) কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবে না; কেহ তাদের লোককে আশ্রয় দিবে না; তাদের সঙ্কল্পের সহায়তা করবে না

www.pathagar.com

(৪) মদীনা আক্রান্ত হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধ ব্যয় নিজেরা বহন করবে

(৫) সকল সম্প্রদায় স্বাধীন ভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে; কেহ কারও ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না

(৬) অমুসলমানদের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করলে, তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ মাত্র বলে গণ্য হবে। তজ্জন্য তার বা তার জাতির স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব করা হবে না

(৭) মুসলমানগণ সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সর্বদাই সস্নেহ ব্যবহার করবেন এবং তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টায় রত থাকবেন। কোন প্রকারে তাদের অনিষ্ট করার সঙ্কল্প তারা করবে না। (৮) উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে হবে

(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতিসমূহের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে

(১০) মদীনায় নর হত্যা বা রক্তপাত করা আজ হতে হারাম (নিষিদ্ধ) বলে গণ্য হবে

(১১) শোণিত পণ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

(১২) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাধারণতন্ত্রের নায়করূপে নির্বাচিত হলেন। যে সব বিবাদ বিসম্বাদ সাধারণভাবে মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর হবে না, তার মীমাংসার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হবে। আল্লাহর ন্যায় বিধান মতে তিনি তার মীমাংসা করবেন

(১৩) আল্লাহর নামে ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যারা ইহা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাদ।

যাতে ধর্ম ও বংশ নিয়ে মদীনাবাসিদের মাঝে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ না বাঁধে, যাতে পূর্বের ন্যায় রক্তপাত করে স্বদেশের বক্ষ কলুষিত করা না হয়, কুরাইশরা যাতে মদীনা আক্রমণের সুযোগ না পায়, এ সন্ধিপত্রে তারই ব্যবস্থা করা হল। পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহকেও এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের অনুরোধ জানানো হল।

মানুষের ইতিহাসে স্মরণাতীত কাল হতে যত রক্তপাত ঘটেছে, তার কারণ হল ধর্মীয় মত-বিভিন্নতা, গোত্রীয় স্বার্থ, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি। যুগে যুগে মহামানবগণ মানব সমাজে রক্তপাত বন্ধের জন্য,

www.pathagar.com

শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা প্রকার সমাধান পেশ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ রক্তপাত বন্ধ হয়নি। মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ রক্তপাত প্রবণতা রয়েছে। আলকোরআনে বলা হয়েছে- *'(হে নবী!) যখন আপনার প্রভু ফিরিস্তাদের বললেন যে, অবশ্যই আমি দুনিয়ায় খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতেছি। তারা বললঃ আপনি কি এমন কিছু (সৃষ্টি) করবেন, যা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, আর রক্তপাত ঘটাবে?'* -[সূরা বাকারা-৩০]।

আল্লাহপাক আরও বলেন- মানুষের স্বহস্তে অর্জিত কাজের ফলস্বরূপ জলেস্থলে (সর্বত্র) বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল; যেন আল্লাহ তাদের অর্জিত কাজের কিছু কিছু স্বাদ গ্রহণ করান, যেন তারা (আল্লাহর বিধানের দিকে) ফিরে আসে।' (-সূরা রুম-৪২)।

কাজেই, মানব সমাজের অশান্তি ও রক্তপাত বন্ধ করতে হলে, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত জ্ঞান বা বিধানের অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মানুষের ইতিহাস এ সাক্ষ্যদান করে যে, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে বিশ্ববিধাতার প্রেরিত বিধান যখনই মানব সমাজে কার্যকরী হয়েছে, তখনই সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বের দুই জন নবী বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করছি। গৌতম বৌদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে মানব সমাজ অশান্তিতে ভরপুর ছিল। তিনি স্রষ্টার নিকট হতে বোধি বা সঠিক জ্ঞান লাভ করলেন। এ জ্ঞান যখন মানব সমাজে কার্যকরী হল, তখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। যে সম্রাট অশোক অসংখ্য মানুষের রক্তপাত ঘটিয়ে চন্ডাশোক বলে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই বৌদ্ধের নীতি গ্রহণ করে শান্তির বাহক হয়ে মহামতি অশোক হয়ে গেলেন। যীশু খৃষ্ট বা ঈসা (আঃ) এর আনীত আসমানী বিধান যখন মানব সমাজে কার্যকরী হয়েছে, তখন মানুষ শান্তির কোলে স্বস্তি লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, ঈসা (আঃ)-এর নাম আল-কোরআনে নবী রাসূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু গৌতম বৌদ্ধের নাম প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখিত নেই। এ জন্য আমরা তাকে অকাট্য ভাবে নবী বলে উল্লেখ করতে পারি না, আবার তাকে নবী রাসূলের বাইরে বলারও কোন উপায় নেই। আল্লাহ পাক বলেন-

"(হে নবী!) অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে রাসূলদের প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও বিষয় আপনার নিকট উল্লেখ করেছি, আর কারও কারও বিষয় উল্লেখ করিনি।" (-সূরা মুমিন-৭৮)।

www.pathagar.com

গৌতম বৌদ্ধের শিক্ষার সুফল ও যুগ যুগ ধরে তার সুখ্যাতির বিষয় চিন্তা করলে তাঁর নবী রাসূল হবার সম্ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠে; কেননা এরূপ সুখ্যাতি সুযশ আল্লাহ পাক শুধু নবীগণকেই দিয়ে থাকেন। নবীগণের তিরোধানের পর তাদের অনুসারীরা নবীগণের আনীত আসমানী শিক্ষার বিকৃতি সাধন করে নানা ধর্ম মতের সৃষ্টি করেছে। এমন কি একজন নবীর অনুসারী হয়েও তাঁদের মাঝে নানা উপদলের সৃষ্টি হয়েছে; আর এরূপ উপদলের সৃষ্টি হওয়াই নবীর প্রকৃত শিক্ষার বিকৃতি সাধনের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতীতের সকল নবী ও রাসূলগণের প্রকৃত শিক্ষা যখন বিলুপ্ত বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তখনই আবির্ভূত হলেন হজরত মুহাম্মদ মুস্তফাসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি অন্যান্য নবীগণ হতে আলাদা কোন নূতন মত প্রদান করেননি। আল্লাহ পাক বলেনঃ

﴿ قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين ﴾

"(হে নবী!) বলুনঃ আমি অন্যান্য নবী হতে নূতন কেউ নই; আর আমি অবগত নই যে, আমার ব্যাপারে, আর তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমি তো শুধু অনুসরণ করি সেই জ্ঞানেরই, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। -(সূরা আহকাফ-৯)।

নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ে যে রাজনৈতিক জাতি গঠন করলেন, তাতে বিবাদ ও রক্তপাতের সকল কারণ দুর করলেন। মদীনার আন্তর্জাতিক সনদে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্মকর্ম করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত, সঠিক জ্ঞানের ধারক, বাহক ও প্রতিষ্ঠাকারী, কিন্তু উহা কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার নির্দেশ আল্লাহ পাক তাঁকে প্রদান করেননি। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ لااكراه فى دين قد تبين الرشد من الغى ـ فمن يكفر بالطاغوت

www.pathagar.com

ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم* اللّه ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴿

"ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য মিথ্যা হতে পৃথক হয়ে গেছে। অতঃপর যারা তাগুতদের (আল্লাহ বিরোধী শক্তিদের) কে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা একটি মজবুত রশি ধারণ করেছে যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। যারা (আল্লাহর প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁদের অভিভাবক আল্লাহ; তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে পরিচালিত করেন। আর যারা আল্লাহ (এর বিধান) কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের অভিভাবক তাগুতগণ; তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে পরিচালিত করে; এরাই জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (-সূরা-বাকারাঃ ২৫৬-২৫৭)।

অন্য কারও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে কিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একই জাতি সত্ত্বা (Nation)-এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে একত্রে সদ্ভাবে বসবাস করতে পারে, তারই নজীর স্থাপন করেছেন মানব জাতির পরম শিক্ষাগুরু নিরক্ষর নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আর ইহা তাঁর ব্যক্তিগত কোন কৃতিত্ব নহে। এ শক্তির মূল উৎস মানব জাতির প্রকৃত প্রভু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সঠিক অনুসরণ।

বর্তমান জগতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ, বিবাদ দুর করতে হলে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণ একান্তই প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

লড়াইয়ের প্রাথমিক নির্দেশঃ

মক্কী জীবনের তের বছর ধরে মুসলমানরা কুরাইশদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত, অত্যাচারিত হচ্ছিল, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সশস্ত্র কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। মুসলমানদের প্রভু আল্লাহ তা'লা; তিনিই তাদের পরিচালক। তাঁর নিকট হতে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোন হাতিয়ার হাতে তুলে নেয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অনেক সাহাবা কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শুধু ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিতেন। মদীনায় আসার পরও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা কুরাইশদের রোষানল হতে নিরাপদ হলেন না।কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের পায়তারা শুরু করল। এবারে আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারী শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের নির্দেশ প্রদান করলেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ﴾

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, তাদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি প্রদান করা হল, যেহেতু তারা অত্যাচারিত। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলেনঃ আমাদের প্রতিপালক, প্রভু আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে (সন্ন্যাসীদের)মঠ, গীর্জা, উপাসনালয়, মসজিদসমূহ- যাতে বহুলরূপে আল্লাহর স্মরণ করা হয়ে থাকে, বিধ্বস্ত করে ফেলা হত। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম শক্তিধর, মহাপরাক্রান্তশালী।"
(-সূরা হজ্বঃ ৩৯-৪০)

www.pathagar.com

অতঃপর ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশ আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি নাজিল করেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين * فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين * الشهرا الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾

"আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমা লংঘন কর না। অবশ্যই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। আর ফেতনা (অশান্তি) যুদ্ধ অপেক্ষাও খারাপ। মসজিদুল হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তথায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে. তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে; ইহাই কাফিরদের (কাজের) প্রতিফল। যদি তারা যুদ্ধ হতে বিরত হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফেতনা (অশান্তি, বিপর্যয়) দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারী ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই। পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয়ের বদলা (পবিত্র বিষয়)। বস্তুত যারা তোমাদের উপর যবরদস্তি করেছে, তবে তোমরাও তাদের উপর অনুরূপ যবরদস্তি কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকী আল্লাহ ভীরুদের সাথে আছেন।" (-সূরা বাকারাঃ ১৯০-৯৪)।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত আল্লাহর নির্দেশসমূহ পাঠ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক, প্রতিহিংসামূলক নহে। তারা আল্লাহর সৈনিক; যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা আল্লাহর হুকুম (Command) এর অধীন। তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য আল্লাহর দ্বীন, দ্বীনের হক (আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত, সত্য জীবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠাকরণ, দ্বীনেল হকের অধীনে সামগ্রিক জীবন যাপন। মুসলমানদের যুদ্ধ কোন রাজ্য বিস্তারের জন্য নহে।

বদর যুদ্ধঃ

মুসলমানরা মদীনায় আসার পর সর্বদা মদীনার উপরে কুরাইশদের আক্রমণের শঙ্কা বোধ করত ও তজ্জন্য সতর্ক হয়ে থাকত। পরিশেষে হিজরী ২য় সনের রমজান মাসে কুরাইশরা এক হাজার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের নিমিত্ত মক্কা হতে রওয়ানা দিল। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط * وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارلكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريئ منكم إني أرى ما لاترون إني اخاف الله والله شديد العقاب ﴾

"(হে মুসলমানরা!) তোমরা তাদের মত হইওনা, যারা দম্ভভরে ও লোকদেরকে (জাঁকজমক) দেখাবার জন্য গৃহ হতে বের হল। আর আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে। তারা যা করছে, আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভনীয় করেছিল, আর বলল যে, মানুষের মধ্যে এমন কেউ (কোন শক্তি) নেই যে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে; আর আমি ত তোমাদের সাথী। অতঃপর দু'দল যখন মুখোমুখি হল, তখন সে সরে পড়ল, আর বলল– আমি তোমাদের হতে নিঃসম্পর্ক; আমি দেখি তোমরা যা দেখনা; আমি আল্লাহকে ভয় করি; আর আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।" -(সূরা আনফালঃ ৪৭-৪৮)

www.pathagar.com

কুরাইশ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ৬০০ ছিল লৌহ বর্মধারী, আর ১০০ জন ছিল অশ্বারোহী বল্লম বাহিনী। অপরদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাহিনী গঠন করলেন তার মধ্যে মুহাজির ছিলেন ৮৬ জন, আওস গোত্রের লোক ৬১ জন ও খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন ১৭০ জন; মোট ৩১৭ জন। এদের মধ্যে মাত্র দুই তিন জনের ঘোড়া ছিল, আর অবশিষ্ট লোকদের জন্য ছিল ৭০টির মত উট; অদল বদল করে এক একটি উটে তিন চার জন সওয়াব হচ্ছিলেন। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছিল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। মাত্র ৬০ জনের ছিল লৌহ বর্ম। এরূপ এক অত্যন্ত অসম যুদ্ধে মুমিনদের কিছুলোক যেন অনীহা প্রকাশ করছিল। আল্লাহ পাক তাদের সম্বন্ধে বলেন -

(স্মরণ করুণ, হে নবী!) আপনার রব আপনাকে সত্য সহকারে আপনার গৃহ হতে বের করলেন, আর মুমিনদের একটি দলের নিকট অবশ্যই ইহা দুঃসহ ছিল। সত্য সুস্পষ্ট হবার পর এ ব্যাপারে তারা আপনার সাথে বিতর্ক করছিল। তাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা যেন দেখিয়া শুনিয়া মৃত্যুর দিকে বিতাড়িত হচ্ছে।"

(সূরা আনফালঃ ৫-৬)।

যা হউক, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের এ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণরূপে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে মদীনা হতে ৮০ মাইল দূরে বদর প্রান্তে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ বাহিনী প্রান্তের অপর দিকে তাদের ঘাঁটি গেড়েছিল। এ মুকাবিলা হয় ১৭ই রমজান। পূর্ব রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ করতে করতে সারারাত আল্লাহর এবাদতে কাটালেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ঐকান্তিক বিনয় ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফরিয়াদ করলেন "হে আল্লাহ, এ দিকে কুরাইশরা নিজেদের অহঙ্কারের যাবতীয় সামান নিয়ে উপস্থিত। এরা তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এসেছে। হে আল্লাহ, এখনই আসুক তোমার সেই মদদ, যার ওয়াদা তুমি আমাকে দিয়েছ। হে আল্লাহ, আজ যদি এ মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে ভূপৃষ্ঠে তোমার এবাদত হবার আশা নেই।" আল্লাহ তাঁর মদদ দিয়ে নবীর সাহায্য করলেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

www.pathagar.com

﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملئكة مردفين * وماجعله الله إلا بشرى ولتطمين به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করলে; তিনি তোমাদের প্রার্থনার জওয়াব দিলেন। আমি অবশ্যই তোমাদের সাহায্যে পর পর এক হাজার ফিরিস্তা পাঠাচ্ছি। ইহা এজন্যই আল্লাহ করলেন যে, ইহা তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আর তোমাদের দিল যেন নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়। আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট হতে সাহায্য নেই। অবশ্যই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।" (-সূরা আনফালঃ ৯-১০)।

এ সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন নিহত হল ও ৭০ জন বন্দী হল। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে যারা হজরতের প্রবল বৈরী ছিল, তাদের ১১ জন নিহত হল। কুরাইশ সেনাদের পরিত্যাক্ত মাল সামান মালে গণীমত রূপে মুসলমানদের হস্তগত হল।

মুসলমানদের মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার এ যুদ্ধে শহীদ হলেন। হজরত তাদের দাফনের ব্যবস্থা করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হজরতের নির্দেশে যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবীয় অভাবিতপূর্ব সৎ আচরণ করা হল। এ সম্পর্কে খৃষ্টান ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর বলেন- "মুহাম্মদের আদেশক্রমে মদীনাবাসীগণ এবং সমর্থ মুহাজিরবর্গ বন্দীদের সাথে বিশেষ সদ্ব্যবহার করছিলেন। একজন বন্দী পরে নিজেই বলছে -"আল্লাহ মদীনাবাসীদের মঙ্গল করুন; তারা আমাদের উটে ও ঘোড়ায় সওয়ার করে দিয়ে, নিজেরা হেঁটে যেত। তারা আমাদের ময়দার রুটি খেতে দিত, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে কাটাত।" পরে মদীনায় সাহাবাগণের সাথে পরামর্শক্রমে বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

বদর যুদ্ধের এ বিজয় ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়, আল্লাহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে আল্লাহওয়ালাদের বিজয়। এ চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বিজয়ে সমগ্র আরব দেশে ইসলাম একটি উল্লেখযোগ্য ও সমীহযোগ্য শক্তিতে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হল। এ প্রসঙ্গে জনৈক পশ্চিমা লেখক লিখেছেন- "বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ছিল শুধু একটি ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ; আর বদর যুদ্ধের পর উহা রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা স্বয়ং রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল।'

বদর যুদ্ধের শিক্ষা

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ *(হে নবী!) অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, তোমরা শীঘ্রই পরাজয় বরণ করবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে; আর উহা বড়ই খারাপ স্থল। তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সেই দু'দলের মাঝে যারা (বদরে) পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল; আর অপরটি ছিল অবিশ্বাসী (কাফির); চক্ষুর দেখায় কাফিরদেরকে মুমিনদের দ্বিগুণ দেখাচ্ছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁকে মদদ ও বিজয় দিয়ে সাহায্য করেন। (সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদেরকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন)। এ ঘটনায় চক্ষুওয়ালা (জ্ঞানী) লোকদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের বিষয় রয়েছে।" (–সূরা আল ইমরানঃ ১২-১৩)*

এ যুদ্ধ কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠার বা কোন গোত্রীয় প্রাধান্য বা কারও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ছিল না। এ ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ; আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আল্লাহ্ প্রদত্ত অভ্রান্ত, শাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর মনোনীত রাসূল, তিনি যে আল্লাহর নিকট হতে সত্য বিধান প্রাপ্ত হন, তিনি যে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনায় পরিচালিত হন, অসত্যের ধারকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ প্রদত্ত ন্যায় বিধান ধারণকারীদের যে আল্লাহ পাক অদৃশ্যভাবে সাহায্য দান করেন, এ সবই সন্দেহাতীতভাবে এ যুদ্ধে প্রমাণিত হল। আল কোরআন জগত প্রভু প্রদত্ত সত্য বিধান; ইহা কোন কাব্যগ্রন্থ নয়; ইহা কোন উপেক্ষার বস্তুও নয়। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

﴾ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو ألا ذكر وقرآن مبين *
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافدين ﴿

"আমি তাঁকে (নবীকে) কবিতা শিখাইনি, আর উহা তাঁর জন্য উপযোগী নহে; ইহা অবশ্যই স্মারক (জিকর) ও সুস্পষ্ট (বিধানদানকারী) কোরআন; ইহা জীবিত ব্যক্তিদেরকে সাবধান, সতর্ক করার জন্য, আর

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এর বাক্যসমূহ সত্যে পরিণত হবে।" (-সূরা ইয়াসিন-৬৯)।

ওহুদ যুদ্ধঃ বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে কুরাইশরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল ও পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পর বছর তিন হাজার সুসজ্জিত সেনা বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য বের হয়ে পড়ল।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাজার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার অনুগত তিন শত লোক নিয়ে ফিরে গেল। হজরত মাত্র সাত শত মুজাহিদ নিয়ে অগ্রসর হলেন। মুজাহিদদের মধ্যে দুই জন ছিলেন অশ্বারোহী, সত্তর জন বর্মধারী, পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ। বাকীদের কারও হাতে তরবারী, কারও হাতে বর্শা। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে ওহুদ প্রান্তে দুপক্ষে মুকাবিলা হয়। প্রথমে মুসলমানদের আক্রমণে কাফির বাহিনী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে থাকে। কিন্তু মুজাহিদদের একটি ভুলের কারণে কুরাইশদের দুই শত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান খালিদ বিন ওলিদ পিছন দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, মুজাহিদদের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়; অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়. স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুতর আহত হন; তরবারির আঘাতে মাথা কেটে যায় ও দুইটি লোহার কড়া তাঁর কপালে ঢুকে পড়ে; চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এমনি এক বিপর্যস্ত অবস্থায় হজরতের ডাকে বিক্ষিপ্ত সাহাবাগণ তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হন ও তাদের নিয়ে হজরত কৌশলগত পশ্চাদপদ হয়ে পাহাড়ের উপরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত জয় পরাজয় অমীমাংসিত থেকে যায়।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করে আল্লাহ পাক সূরা আল ইমরানে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে ত্রুটিহীন কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য হেদায়েত নাজিল করেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد

www.pathagar.com

الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذوفضل على المؤمنين ﴾

"আর অবশ্যই আল্লাহ (সাহায্যের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তাতো তিনি সত্যে পরিণত করেছেন; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে ও নিজেদের কাজে মতভেদ করলে এবং যখনি আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা দিলে (অর্থাৎ গণিমতের মাল) তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধে গেলে; তোমাদের মধ্যে কতক দুনিয়ার (স্বার্থ) সন্ধানী ছিল, আর কতক ছিল পরকালের সন্ধানী। (এরূপ অবস্থায়) আল্লাহ তোমাদেরকে পশ্চাদবর্তী করেছিলেন, যেন তোমাদেরকে যাচাই পরীক্ষা করতে পারেন। এতদসত্বেও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন; আর আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল"। (–সূরা আল ইমরানঃ ১৫২)।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধঃ

ইহা পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হয়। 'আহযাব'-অর্থ দলসমূহ। এ যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন মুশরিক গোত্র কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে মদীনার উপর আপতিত হয়েছিল ও মদীনা অবরোধ করেছিল। 'খন্দক' অর্থ পরিখা। সম্মিলিত বাহিনীকে বাধা দানের জন্য মুসলমানগণ মদীনার অরক্ষিত দিকে একটি পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্মিলিত বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার সেনা। মদীনার ভিতরে ছিল মুনাফিকদের আত্ম বিপ্লবের আশঙ্কা। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র, খাদ্য ও রসদাদির অভাব ইত্যাদি সব কিছু মিলে অবস্থা হয়েছিল বড়ই ভয়াবহ। আলকোরআনে সূরা আহযাবে এ যুদ্ধের সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ يأيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا * إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا * وإذ

www.pathagar.com

﴿ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا

'হে ঈমানদারগণ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন সম্মিলিত বাহিনী তোমাদের উপর আপতিত হয়েছিল; আমি তখন তাদের উপর ঝঞ্ঝা, বায়ু ও অদৃশ্য সেনা বাহিনী পাঠালাম; আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দর্শন করছিলেন। যখন তারা তোমাদের উঁচু ও নীচু সকল দিক দিয়ে তোমাদের পানে আগমন করেছিল এবং যখন সকলে চক্ষে অন্ধকার দেখতে ছিল এবং দিলসমূহ কণ্ঠদেশে পৌঁছেছিল, এবং যখন তোমরা আল্লাহর (ওয়াদা) সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমান করতেছিলে। এমতাবস্থায় মুমিনগণ (ভীষণ) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। কপট ও দুর্বল চেতা ব্যক্তিরা বলতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সমূহ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। [সূরা আহযাব ঃ ৯-১২]। কিন্তু প্রকৃত মুমিনগণ এহেন বিপদ দেখেও কিছু মাত্র বিচলিত হননি। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ ولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا وتسليما ﴾

'মুমিনগণ যখন সম্মিলিত সেনা বাহিনীকে দেখলেন, তখন বললেন যে, এত সেই জিনিষ যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করেছিল।' [সূরা আহযাব-২২]

মিত্র বাহিনী পঁচিশ দিনেরও বেশী সময় ধরে মদীনা অবরোধ করে রাখল। তাদের রসদপত্রে টান পড়ল; তাদের মিত্রদের মাঝে অবিশ্বাস ও মত বিরোধ দেখা দিল। সর্বোপরি আল্লাহর গজব রূপে তাদের উপর প্রবাহিত হল প্রবল ঝড়। তাদের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হল। ফলে, তারা অবরোধ তুলে নিয়ে স্বদেশের দিকে ফিরে গেল। এ অবস্থা দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অতঃপর কুরাইশরা আর কখনও তোমাদের উপর আক্রমন করতে পারবে না। এখন তোমরাই তাদের উপর আক্রমন করতে পারবে। এখন তোমরাই তাদের উপর চড়াও হবে।'

www.pathagar.com

বনু কুরাইজার যুদ্ধ ঃ বনু কুরাইজা ইহুদী গোত্র খন্দক যুদ্ধের সময় কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কাজেই খন্দকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত করা হয়। তারা দু'তিন সপ্তাহ ধরে অবরোধ থাকার পর মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। তাদের প্রার্থনা মতে আওস গোত্রের সর্দার হজরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) তাদের সালিশ মনোনীত হন। তিনি এসব দেশদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতকদের অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তাদের সকল পুরুষ লোকদের হত্যা করা হল; তাদের নারী ও শিশুদের দাস বানানো হল। তাদের সববিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। এ কঠোর শাস্তি বিধানের যথার্থতা তখনই প্রতীয়মান হল যখন মুসলমানরা তাদের মূল ভূখন্ডে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে, পরিখা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য তারা ১৫ শত তরবারি, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বল্লম এবং ১৫ শত ঢাল সংগ্রহ করেছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন যে, সাহাবাগণ সহ মক্কায় যেয়ে 'ওমরা' পালন করলেন। নবীগণের স্বপ্নও এক প্রকার ওহী, আল্লাহর নির্দেশ। তিনি বিষয়টি সাহাবাগণকে জানিয়ে দিলেন ও মক্কা যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন।

আল্লাহর এ নির্দেশ ছিল মুসলমানদের জন্য বড়ই কঠিন। এ ছয় বছর ধরে কুরাইশরা কোন মুসলমানকে কাবার ত্রিসীমানায় যেতে দেয়নি। এক বছর আগেই কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বার বার ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর ভীষণ ভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সদাপ্রস্তুত হয়ে আছে। এরূপ অবস্থায় জানী দুশমনদের দেশে গমন করা কি সামান্য কথা। কিন্তু নবীগণের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। ভাল মন্দ কিছু চিন্তা না করে আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণই তাঁদের কর্তব্য; ভালমন্দের জিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কমজোর ঈমানের লোকেরা এ যাত্রায় শরীক হতে সাহস করল না। কিন্তু চৌদ্দশত নিষ্ঠাবান মুসলমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী হলেন। সঙ্গে থাকল কোরবানীর সত্তরটি উট। প্রত্যেকের সাথে থাকল একখানি করে

www.pathagar.com

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ অগ্রযাত্রার সংবাদে কুরাইশরা বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ল। সময়টি ছিল চারটি হারাম (সম্মানিত) মাসের অন্যতম যিলকদ মাস। যুগ যুগ ধরে আরবদের রীতি ছিল এ চারটি মাসের সম্মান রক্ষা করা, কোন ঝগড়া বিবাদ না করা, কোন রক্তপাত না করা, এমনকি কোন জানী দুশমনকেও আঘাত না করা। কুরাইশরা চিন্তা করল, যদি তারা কা'বা প্রবেশে মুসলমানদের বাঁধা দেয়, তবে জনগণের দ্বারা তাদের এ কাজ সমর্থিত হবে না; তারা চরম নিন্দার পাত্র হবে। পক্ষান্তরে, তারা মক্কায় মুসলমানদের উপস্থিতিও বরদাস্ত করতে নারাজ। তারা চিন্তা করল যে, যদি তারা বিনা বাঁধায় মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়, তবে সারা দেশে তাদের হাক ডাক ও প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে; লোকেরা মনে করবে যে, তারা মুহাম্মদ ও মুসলমানদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলীয়াতের আত্মসম্মান বোধ ও বিদ্বেষই প্রবলতর হল; তারা ঐ মুহাররম কাফেলাকে বাধা দেবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর অগ্রে প্রেরিত গুপ্তচর মারফত অবগত হলেন যে, কুরাইশরা বাঁধা দানের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে দুইশত উষ্ট্রারোহী এক বাহিনীকে অগ্রগামী করে দিয়েছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ জানতে পেরে চলার পথ বদল করলেন এবং অত্যন্ত বন্ধুর দূরাতিক্রম্য পথ ধরে বিশেষ কষ্ট সহ্য করে মক্কা শহরের আট মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এখানে বনু খুজাআ গোত্রের সর্দার বুদাইল ইবনে আরফা গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে এসে হজরতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আলাপের মাধ্যমে হজরত তাকে বুঝালেন যে, তারা কোন অশান্তি বা ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে আসেননি কেবলমাত্র আল্লাহর ঘর জিয়ারত (দর্শন) ও তওয়াফ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা কুরাইশ সরদারদের নিকট এ সংবাদ পৌছাল এবং হারাম শরীফের জিয়ারতে ইচ্ছুক কাফেলাকে বাধা না দেবার পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশরা তাদের জিদ ছাড়তে রাজি নয়। তারা কুরাইশদের বন্ধু সম্পর্ক গোত্র সমষ্টি আহবীশ-সরদার হুলাইশ ইবনে আলকামাকে মুসলমানদের নিকট

www.pathagar.com

পাঠালো, যেন সে তাদেরকে ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কিন্তু সে এসে যখন দেখতে পেল যে, মুসলমানরা এহরাম বাঁধা অবস্থায়, কাবা জিয়ারতই তাদের উদ্দেশ্য, লড়াই করার কোন চিহ্ন তাদের মাঝে নেই, তখন সে কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলল যে, এ লোকেরা বায়তুল্লার মহানত্ব মেনেই উহা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে এসেছে। তোমরা তাদেরকে বাধা দিলে আমরা তোমাদের সহযোগিতা করব না। কাবার মহানত্ব ও মর্যাদা তোমরা পদদলিত করবে, আর আমরা তোমাদের সহযোগিতা করব, এ জন্য তোমাদের মিত্র হইনি।

অতঃপর কুরাইশদের পক্ষ হতে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী আসল। নবী করিম (সঃ) তাকেও উদ্দেশের কথা ব্যক্ত করলেন। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বলল, 'আমি (রোম সম্রাট) কাইজার, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (হাবশী সম্রাট) নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মদের সঙ্গী সাথীদেরকে তার জন্য যতখানি উৎসর্গীকৃত দেখেছি, এরূপ দৃশ্য কোন বড় বড় সম্রাটের দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকদের অবস্থা এরূপ যে, মুহাম্মদ অজু করেন, আর তার সঙ্গীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেয় না; উহার সবই নিজেদের কাপড়ে ও দেহে মেখে নেয়। এরূপ অবস্থায় তোমাদের প্রতিপক্ষ কে তা তোমরা ভাল ভাবে অনুধাবন করে লও।'

দূতদের পর পর আসা যাওয়া ও আলাপ আলোচনা চলতে থাকল। এর মধ্যে কুরাইশরা মুসলমানদের ধৈর্য্য ভঙ্গ ও উত্তেজিত করার জন্য কিছু উস্কানিমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করল। কিন্তু সাহাবীগণের ধৈর্য্য ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বুদ্ধিমত্তা, কলাকৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সর্বোপরি আল্লাহর রহমত তাদের সব কলাকৌশল, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল।

শেষ পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উসমান (রা) কে নিজের পক্ষ হতে দূত বানিয়ে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। কিন্তু তারা হজরত উসমান (রাঃ)কে আটক করল। এদিকে গুজব উঠলো যে, তিনি নিহত হয়েছেন। এ সংবাদে সাহাবাগণ রাসূলের হাতে হাত রেখে বাইয়াত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করলেন যে, তাদের দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত তারা হজরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এই বাইয়াত গ্রহণের জন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর অত্যন্ত খুশী ও সন্তুষ্ট হয়েছেন। ইহাই বাইয়াতুর রিজওয়ান। আল্লাহ পাক বলেনঃ

www.pathagar.com

করলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।" (-সূরা ফাতহ-১৮)।

পরবর্তী সময়ে হজরত উসমান (রাঃ) ফিরে আসলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির কথাবার্তা বলার জন্য হজরতের ক্যাম্পে উপস্থিত হল। দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত শর্ত সমূহের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি লিপিবদ্ধ করা হলঃ

(১) দশ বৎসর কাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন রকম তৎপরতা চালাবে না।

(২) এই সময় কালের মধ্যে কুরাইশদের কোন ব্যক্তি পালিয়ে গিয়ে হজরত মুহাম্মদের নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তাকে ফেরত দিবেন। কিন্তু মদীনা হতে কোন লোক পালিয়ে কুরাইশদের নিকট উপস্থিত হলে তারা তাকে ফেরত দিবেনা।

(৩) আরব গোত্র সমূহের মধ্যে কেহ ইচ্ছামত যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তিতে সামিল হতে পারবে, ইহা করার অধিকার তার থাকবে।

(৪) মুহাম্মদ এ বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাবেন। আগামী বৎসর হতে 'ওমরা' করার জন্য এসে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। আত্মরক্ষার জন্য মাত্র একখানি তরবারি সঙ্গে রাখতে পারবেন। এ তিন দিনের জন্য মক্কাবাসীরা তাদের জন্য নগর খালি করে দিবে, যেন সংঘর্ষ সৃষ্টির কোন আশঙ্কাও সৃষ্টি হতে না পারে।

যখন এ সন্ধি চুক্তির শর্তসমূহ ঠিক করা হচ্ছিল তখন সব সাহাবা উদ্বিগ্নও অস্থির হয়ে উঠল। সাহাবাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, আমরা দুর্বলতা দেখিয়ে এরূপ অপমানজনক শর্তসমূহ মানব কেন? বিশেষত্ব দুই ও চার নম্বর শর্ত দুটি মানার কোন যুক্তিই ছিল না। প্রায় ২৭০ মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসে মক্কার নিকটে উপস্থিত হয়েও বায়তুল্লাহর জিয়ারত না করে ফিরে যেতে হবে, এটি যে সন্দেহাতীত ভাবে অন্যায় তা বুঝতে কুরাইশদেরও কোন অসুবিধা হবার কথা নয়; কিন্তু তাদের অন্যায় জিদ পূরণের জন্য তারা এ শর্ত আরোপ করেছিল। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বড়ই অস্থির হয়ে হজরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সত্যিই

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল নহেন? আমরা কি মুসলমান নই? ওরা কি কাফির নয়?... তা হলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অপমান ও লাঞ্ছনা কেন মাথা পেতে নেব?" হজরত আবু বকর (রাঃ) জওয়াব দিলেন, 'হে ওমর! তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখন তাকে বিনষ্ট করবেন না। ইহা শুনে তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি হজরতকে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করলেন। হজরত তাকে সেইরূপ জওয়াবই দিলেন, যেরূপ দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর (রাঃ)।

কুরাইশরা মনে করল যে, তারা বিরাট কুটনৈতিক বিজয় লাভ করল। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দূরদর্শিতা দেখল যে, এ সন্ধি চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে অচিন্তনীয় সুফল নিয়ে আসবে।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কাজটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে সেখানেই কুরবানী করে মাথা মুন্ডন করে 'এহরাম' খুলে ফেলতে বললেন। কিন্তু সাহাবাগণ মর্ম বেদনা ও অন্তর্জ্বলার কারণে এ কাজ করতে কোন উৎসাহ দেখালেন না। পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কুরবানী করার জন্য অগ্রসর হলে সকলে তার অনুসরণ করে কুরবানী করে 'এহরাম খুলে ফেললেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে কাফেলা মদীনার পথে ফিরে চলল।

হুদাইবিয়া হতে প্রায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করে গেলে আল্লাহ পাক রাসূলের নিকট সুরা 'ফাতাহ' (বিজয়) নাজিল করেন। এ সুরার শুরুতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেনঃ

﴿ إنا فتحنالك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما * وينصرك الله نصرا عزيزا ﴾

"(হে নবী!) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করলাম। আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটি সমূহ মাফ করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ আপনাকে প্রবল বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।"

(-সূরা ফাতহঃ ১-৩)।

www.pathagar.com

হুদাইবিয়া সন্ধির সুফলঃ

হুদাইবিয়া হতে মদীনা ফিরার পথে সূরা ফাতহ (বিজয়) নাজিল হলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের সামনে বললেন -"আজ আমার নিকট এমন একটি জিনিস নাজিল হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও উহার মধ্যস্থ সব কিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান।" অতঃপর তিনি ইহা পাঠ করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন এবং ওমর (রাঃ)কে ডেকে নিয়ে শুনালেন। কেন না, সন্ধির কারণে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশী দুঃখিত ও মর্মাহত। সাহাবাগণ তখনও বুঝতে পারলেন না যে, ইহা কি করে সুস্পষ্ট বিজয় হল। কিন্তু ঈমানদাররা আল্লাহর এ অমিয় বাণী শুনেই সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এ সন্ধির যে কল্যাণ এক একটি করে প্রকাশ হতে শুরু হল, তখন কারই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না যে, এ সন্ধি বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলমানদের মহা বিজয়সূচক ব্যাপার ছিল। এ সন্ধির কল্যাণ কর কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) এ সন্ধি চুক্তিতে আরব দেশে সর্ব প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি ও সমর্থন দেয়া হল। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ ছিলেন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠি মাত্র। তারা তাঁদেরকে তাদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃসমষ্টি বহির্ভূত মনে করত। এখন সেই কুরাইশরাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর তাঁর স্বাধীন সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিল। আর আরবদের অন্যান্য গোত্রের জন্য তাদের ইচ্ছামত এ দুইটি রাজনৈতিক শক্তির যে কোনটির সাথে মিত্রতা করার দ্বার ও সুযোগ উন্মুক্ত করে দিল।

(খ) মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর জিয়ারত করার অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা আপনি এ কথা স্বীকার করে নিল যে, মুহাম্মদের অনুসরণীয় নীতি তাদের ধর্মের বহির্ভূত কোন ব্যবস্থা নয়- যদিও আজ পর্যন্ত

www.pathagar.com

তারা এ রূপই মনে করে এসেছে। তাদের মতই হজ্ব ও ওমরা পালন করার ব্যবস্থা ইসলামেও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবতকালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের দিলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন হ্রাস প্রাপ্ত হল।

(গ) দশ বৎসরকালীন যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিয়তা লাভ করলেন। এর ফলে তারা আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম প্রচার করার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলেন। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বে ১৯ বছর যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এর পর মাত্র দুই বছরেই তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী হয়েছিলেন মাত্র ১৪০০ শত জন মুসলমান; আর মাত্র দুই বছর পরেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ১০ হাজার লোক। ইহা এই হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির ফলশ্রুতি।

(ঘ) কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ বন্ধ হবার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামী আইন বিধান জারী করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নীত করার বিরাট সুযোগ পেলেন। বস্তুতঃ ইহা ছিল আল্লাহ পাকের দেয়া এক অতি বড় বিজয়।

(ঙ) কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক হতে নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চিয়তা লাভ করল। এর বড় একটা লাভ এই হল যে, মুসলমানগণ উত্তর আরব ও মধ্য আরবের বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে পারলেন। এ সন্ধিচুক্তির তিনমাস পরেই ইহুদীদের শক্তিকেন্দ্র খায়বার বিজিত হয়ে গেল। অতঃপর ফাদক, ওয়াদিউলকুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদী জনবসতিসমূহ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যে সব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে জোটবন্দী ছিল, তারা এক এক করে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে জোটবন্দী হয়ে গেল। এভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধি মাত্র দুটি বছরের মধ্যেই সমগ্র আরবের শক্তির ভারসাম্যকে এমনভাবে বদলিয়ে দিল যে, কুরাইশ ও অন্যান্য মুশরিক গোত্রের শক্তি চাঁপা পড়ে গেল; আর ইসলাম একটি

www.pathagar.com

উদীয়মান, অপ্রতিরোধী শক্তিরূপে ক্রমেই বিকাশ লাভ করতে লাগল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে গেল।

বস্তুতঃ মুসলমানগণ যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা বা পরাজয় ও কুরাইশরা নিজেরদের সাফল্য বা বিজয় মনে করেছিল, তার সুদূর প্রসারী ফল ছিল মানবীয় চিন্তাচেতনার বহির্ভূত। এরূপ সফলতা লাভ শুধু একজন নবীর নেতৃত্বেই সম্ভবপর। আজও যারা নবীর আদর্শকে পরিপূর্ণরূপে যথার্থতার সাথে গ্রহণ করবে তারাও অনুরূপ সফলতাই লাভ করবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর

এ সন্ধির পরে পরেই যে ঐতিহাসিক বড় ঘটনা ঘটে তা হল খায়বার যুদ্ধ। হিব্রু ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ "কেল্লা" বা "দূর্গ"। মদীনা হতে প্রায় ২০০ মাইল উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত খায়বার নামক পার্বত্য ঘাটিতে মদীনা হতে বিতাড়িত ইহুদীগণ স্থানীয় ইহুদীদের সাথে মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে ছিল। ইহুদী নেতা আবু রাফে সালামের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী দুর্ধর্ষ বিদুঈন মিত্র গোত্র বনু গাতফান ও অন্যান্য বিদুঈন গোত্রসহ ইহুদীগণ এক বিরাট বাহিনী সজ্জিত করে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করতে ছিল। এ সংবাদ অবগত হয়ে হজরত ১৪০০ পদাদিক ও ২০০ অশ্বারোহী মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ৭ম হিজরী সনের মুহাররম মাসে খায়বারের দিকে অভিযান পরিচালিত করেন। খায়বারে ইহুদীদের ৬টি কেল্লা ছিল; এ গুলোতে তাদের প্রায় ২০ হাজার সুসজ্জিত সেন্য মোতায়েন ছিল। রসদ ও রণ সম্ভার ছিল অপরিমিত। প্রায় তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে লড়াই চলল, দূর্গ অবরোধ করা হল ও পরিশেষে ইহুদীরা হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করল।

এ সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট পত্র দিয়ে হজরতের দূত প্রেরণ। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, মিশর অধিপতি মুকাউকিস, আবিসিনিয়ার সম্রাট আহমাহ (নাজ্জাসী), সিরিয়ার অধিপতি হারেছ গাস্সানী প্রভৃতি সম্রাট ও শাসকবর্গের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে দূত প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

এসব প্রেরিত দূতগণের মধ্যে যিনি সিরিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি হারেছ গাস্সানী কর্তৃক নিহত হন। দূত হত্যার কারণে হজরত সিরিয়ায় এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিহাসে ইহা মুতা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার, খৃষ্টান সৈন্য ছিল ১ লক্ষ। এ বিরাট অসম যুদ্ধে মুসলমান বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতেনা পারলেও তারা বন্দী বা পরাজিত হয়নি। মহাবীর খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী কৌশলগত পশ্চাদপসরণ করে।

পারস্য সম্রাট খসরু হজরতের পত্র পাঠ করে অগ্নিশর্মা হয়ে উহা টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলে ও দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। হজরত এ বিষয় অবগত হয়ে বললেন **"আল্লাহ্ তার রাজ্যকেও টুকরা টুকরা করে দিবেন"**।

মিশর সম্রাট মুকিউকাস দূতের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং হজরতের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ দুল দুল ঘোড়া, একখানি তরবারি এবং মেরী ও শিরী নাম্নী দুই মহিলাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করে দূত বিদায় করেন।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট হজরতের দূত পৌঁছলে তিনি রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে যাচাই বাচাই করার জন্য এক দল আরব বণিককে দরবারে হাজির করালেন। এ দলের মধ্যে তৎকালীন ইসলামের চরম বিরোধী আবু সুফিয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আত্মীয় হওয়ায় সম্রাট তার সাথে কথোপকথন করলেন। তিনি হজরতের বংশ, চরিত্র, আচরণ, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞারক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহের ফলাফল ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে সিদ্ধান্ত করলেন– 'তিনি একজন সত্য নবী। শেষ নবীর আবির্ভাবের কথা আছে, তবে তিনি যে আরবে আবির্ভূত হবেন, তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার সাধ্য থাকলে আমি তাঁহার চরণযুগল ধৌত করে ধন্য হতাম।' সম্রাট হিরাক্লিয়াস সত্য নবীকে চিনতে পারলেও রাজ্য ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

www.pathagar.com

হজরতের প্রেরিত পত্রের বিষয় বস্তুর সাথে পরিচিতি লাভের জন্য সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট লিখিত পত্রটি নিম্নে উদ্বৃত করা হলঃ করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে। আল্লাহ পাক ও তার প্রেরিত (রাসূল) মুহাম্মদের পক্ষ হতে রোমের প্রধান হেরাকলের সমীপে। সত্যের অনুসরণকারীদের প্রতি ছালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। কিন্তু আপনি যদি এতে অস্বীকৃত হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন। (অতঃপর আল কোরআনের এ আয়াত লিখিত ছিল।) হে আহলি কিতাবগণ! আসুন, আমরা ও আপনারা সকলে এক যোগে এক সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি- আমরা কেউই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত (পূজা, উপাসনা, আনুগত্য, দাসত্ব) করব না, আর আমরা কোন কিছুকেই তাঁর সাথে অংশী বানাবনা; আর আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ অন্য কাউকে রব (প্রভু, প্রতিপালক) বলে গ্রহণ করবে না। অতঃপর তারা যদি অসম্মত হয় তবে (হে মুসলিমরা!) তোমরা বলে দাও যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসর্ম্পণকারী)। (মোহর) আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মক্কা বিজয়

মক্কায় বনু বকর ও বনু খোজাআ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের ও বনু খোজায়া গোত্র মুসলমনাদের মিত্র গোত্রে পরিণত হয়। হঠাৎ বনু বকর বনু খোজাআ গোত্রকে আক্রমণ করে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ও হুদাইবিয়া সন্ধির খেলাপ করে। কুরাইশরা প্রকাশ্যে বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করে। মদীনায় এ দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যান্ত ব্যথিত হলেন এবং কুরাইশ নেতাদের নিকট দূত পাঠিয়ে বনু খোজাআ গোত্রের উপর অত্যাচারের প্রতিকার, অন্যথায় হুদাইবিয়ার সন্ধিভঙ্গের দাবী জানালেন। অহমিকা বশতঃ কুরাইশরা শেষের দাবীটিই গ্রহণ করল।

মক্কা অভিযানের জন্য গোপনে আয়োজন চলতে লাগল এবং অবিলম্বে দশ হাজার মুজাহিদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হিজরী সনের ১০ই মুহাররম (জানুয়ারী, ৬৩০ খৃঃ) মদীনা হতে মক্কার পথে হযরত যাত্রা করলেন।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনীর দশ হাজার সুসজ্জিত মুজাহিদ আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে প্রায় বিনা বাধায় নগরীতে প্রবেশ করেন। একটা বিপুল বন্যায় যেন যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত দৃশ্য অদৃশ্য জঞ্জাল রাশি বিধৌত হয়ে গেল। নববল দৃপ্ত মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে মানবকুলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মহাবিজয়ী সেনাপতিরূপে নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মভূতিতে প্রবেশ করলেন। মানব ইতিহাসে এ এক অতুলনীয় মহাবিজয়।

মক্কা নগরে প্রবেশ করে ঘোষণা দেয়া হল যারা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে, তাদের জন্য রইল আমান বা নিরাপত্তা। সর্বত্রই শান্তির অবস্থা বিরাজমান। শুধু এক জায়গায় একদল কুরাইশ মুজাহিদদের উপর তীর নিক্ষেপ করে দুইজনকে শহীদ করে; মহাবীর খালিদ বিন ওলিদ (রাঃ) কর্তৃক এর প্রতি আক্রমণে আক্রমণকারীরা তেরটি লাস ফেলে পলায়ন করে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন ও মূর্তিগুলোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে পড়তে লাগলেন ঃ

﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾

"সত্য সমাগত, মিথ্যা বিদূরীত; আর মিথ্যা অবশ্যই বিদূরীত হবে।" (-সূরা বানী ইসরাইলঃ ৮১)।

হজরতের নির্দেশে কা'বা ঘরের ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে বের করা হল; আল্লাহর ঘরকে আবর্জনামুক্ত করতঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত তালহা ও বিলাল (রাঃ)সহ পবিত্র কা'বা ঘরে প্রবেশ করে তাকবীর উচ্চারণ ও নামাজ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর সম্মিলিত জনসাধারণের সম্মুখে খুৎবা (ভাষণ) দান করলেনঃ "এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক লা-শরীক। তিনি ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর দাস (মুহাম্মদ) কে সাহায্য করেছেন। তিনি একক ভাবেই শত্রুদলকে পর্যুদস্ত করেছেন। সাবধান, সকল প্রকার অহঙ্কার, শোণিতপণ এবং অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ নীতি আজ হতে আমার পদতলে নিশ্চিহ্ন হল। কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও তীর্থ যাত্রীদের পানি পান করার নীতি পূর্ববৎ বহাল থাকল। হে কুরাইশগণ! জাহেলিয়াত যুগের শক্তির দম্ভ এবং বংশ গৌরব আল্লাহ পাক অবশ্যই পরিসমাপ্ত করে দিলেন। সকল মানুষই আদম সন্তান, আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। (অতঃপর কোরআন পাকের বাণী আবৃত্তি করলেন)

www.pathagar.com

﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله إتقاكم إن الله عليم خبير ﴾

"হে মানবগণ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন শাখায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী (আল্লাহর ভয় পোষণকারী)"। (-সূরা হুযরাত- ১৩)।

ভাষণ প্রদানের পর হজরত সমাগত অপরাধীদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে চেয়ে দেখে ঘোষণা করলেন- আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা মুক্ত। চিরদিনের দুশমনদের প্রতি, বিজিত হবার পর, এরূপ অযাচিত ক্ষমা প্রদর্শনের মহিমময় দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কি? হজরতের এ অভাবনীয় উদার আচরণ, ক্ষমা প্রদর্শন মক্কাবাসীদের হৃদয় মন জয় করে ফেলল। তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে ধন্য হয়ে গেল। মানুষের কল্পিত সকল প্রকার মিথ্যা উপাস্য অপসারিত করে দিয়ে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ১৫ দিন মক্কায় অবস্থান করে সাহাবী মা'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় স্বীয় প্রতিনিধি (শাসক) নিযুক্ত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে গেলেন।

মক্কা বিজয়ের পর

মক্কা বিজয়ের পর আশে পাশের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে লাগল; কিন্তু হুনাইনবাসী দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় হাওয়াজিন গোত্র মুসলমানদের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল। আরাফাত ময়দান হতে তিন মাইল দূরে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। গুপ্তচর মুখে হাওয়াজিনদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ অবগত হয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার হাজার মুজাহিদের এক বাহিনী নিয়ে হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করলেন। এভাবে সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানেরা নিশ্চিত বিজয়ের আশা পোষণ করতেছিল ও আত্মপ্রসাদ লাভ করতেছিল। কিন্তু শত্রু পক্ষের প্রবল আক্রমণের মুখে প্রথমে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে রণক্ষেত্র

www.pathagar.com

হতে পলায়নপর হয়ে উঠে। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পাও পশ্চাদমুখী হননি। তাঁর প্রাণ সঞ্জীব আহ্বানে মুসলিম বাহিনী রুখে দাঁড়িয়ে প্রবল পরাক্রমে লড়াই করতে থাকলে শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়। ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদরা লোভের বশবর্তী হয়ে মূহুর্তের এক ভুলের কারণে সুনিশ্চিত বিজয় লাভের পরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আর হুনাইন যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের গর্বের কারণে তারা প্রথমে বিপদের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ পাক তাদের এরূপ মানসিকতা ও কাজের সমালোচনা পাক কোরআনে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে; যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং যমীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল ও পরে পৃষ্ট প্রদর্শন করে তোমরা পলায়নপর হলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাজিল করলেন, আর এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন, যা তোমাদের অগোচরে ছিল; আর তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর ইহাই কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তওবাঃ ২৫-২৬)।

সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা আল্লাহর দাস, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী, আর আল্লাহ তাদের একমাত্র প্রভু। মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভই তাদের লক্ষ্য; মহান প্রভুর সাহায্যই তাদের একমাত্র ভরসা। সাময়িক লক্ষ্যভ্রষ্টের কারণে মুসলমানরা কোন সময় বিপদে নিপতিত হলেও যখনই তারা ভুল সংশোধন করে খাঁটি মুসলমান হয়ে বিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই তারা আল্লাহর অতুলনীয় সাহায্য লাভ করেছেন। বস্তুতঃ আসমানী সাহায্যের ইহাই মর্মকথা। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾

'তোমরা মন ভাঙ্গা হয়ো না; দুঃখ করো না তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন (বিশ্বাসী) হও।' (-সূরা আল ইমরানঃ ১৩৯)।

www.pathagar.com

তাবুক অভিযান

নবম হিজরীর রজব মাসে মদীনায় সংবাদ পৌঁছল যে, রোমান সম্রাটের অধীনস্থ সিরিয়ার গাসসান গোত্রীয় শাসনকর্তা মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় বিরাট সৈন্য বাহিনী মোতায়েন রেখেছেন। এ সংবাদে কাল বিলম্ব না করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সীমান্তে অভিযান পরিচালিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। অনাবৃষ্টির দরুন মদীনায় দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত, অতিরিক্ত গরম, অভিযানের দুরত্ব, বন্ধুর পথ, পরাক্রমশালী রোমক বাহিনীর সাথে মুকাবিলা প্রভৃতির কারণে এ অভিযান ছিল বড়ই বিপদ সঙ্কুল, কষ্টকর। মুনাফিক (কপট মুসলমান)গণ এ অভিযানে যোগদান হতে রেহাই পাবার জন্য নানা ওজর আপত্তি পেশ করতে লাগল। কিন্তু নিষ্ঠাবান ঈমানদারগণ নিজেদের ধনসম্পদ সর্বস্ব দান করে, প্রাণ রক্ষার কোন পরওয়া না করে এ অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। এ অভিযানে প্রস্তুতি গ্রহণ লগ্নে মুনাফিক ও ঈমানদারদের পার্থক্য অতি প্রকট হয়ে উঠল। আর কোরআনের সুরা তওবায় এ অভিযানের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মুনাফিক ও ঈমানদারদের চরিত্র ও কর্ম পদ্ধতির বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। দশ হাজার অশ্বারোহীসহ ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে এ অভিযানে অংশ গ্রহন করেন। এ সময় মদীনার শাসন ভার অর্পণ করা হয় হজরত আলী (রাঃ)-এর হাতে।

রাস্তার অশেষ কষ্ট উপেক্ষা করে দামেস্কের পথে মুজাহিদ বাহিনী তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু রোমীয় বাহিনী সেখানে উপস্থিত না হওয়ায় কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘটেনি। সেখানে হজরত মুজাহিদ বাহিনীসহ বিশ দিন অবস্থান করেন। মুসলমানদের শৌর্য্যবীর্য্য ও অনুপম চরিত্রের প্রভাব স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রভাবিত করে। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। খৃষ্টান গোত্রপতি জিজিয়া কর দেবার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে হজরত মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

www.pathagar.com

নবম হিজরী সনের প্রতিনিধি দলসমূহ

ইসলামের ইতিহাসে নবম হিজরী সনটি মদীনায় প্রতিনিধি আগমণের বৎসর বলে পরিচিত। এ বৎসরই আরবের সকল এলাকা হতে প্রতিনিধি দল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করেন। বহু গোত্র ইসলাম কবুল করেন ও বহু গোত্র জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এ বছরই নাজরান হতে খৃষ্টান প্রতিনিধি দল বিশপের নেতৃত্বে ৬০ জন সদস্যসহ মদীনার মসজিদে উপস্থিত হলেন। নাজরান ইয়ামনের নিকট অবস্থিত একটি বিস্তৃত ভূভাগ। ইহাই আরবের খৃষ্টানদের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। প্রতিনিধি দল হজরতের অনুমতিক্রমে মসজিদে নববীতে থাকার ও উপাসনা করার ব্যবস্থা করলেন, যদিও কিছু সাহাবা এতে আপত্তি করেছিলেন। তারা পূর্বমুখী হয়ে নিজেদের নিয়মানুসারে উপাসনা সম্পন্ন করলেন। অতঃপর ধর্ম সংক্রান্ত অনেক আলোচনা হল। খৃষ্টবাদের দোষগুণগুলি হজরত তাদের সামনে তুলে ধরলেন। যীশু ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের পুত্রও নহেন, তিনি মানুষ। আল্লাহ তাঁকে নবুওতসহ অশেষ মহিমান্বিত করে রাসূলরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। কিন্তু খৃষ্টান প্রতিনিধি দল তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিশ্বাস সংশোধন করতে প্রস্তুত না হলেও জিজিয়ার বিনিময়ে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিম্নলিখিত সনদলিপি প্রদান করলেন: নাজরানের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসীদের প্রতি, তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহর নামে তার রাসূল মুহাম্মদের প্রতিজ্ঞা (এই যে) সকল প্রকার সম্ভবপর চেষ্টার দ্বারা আমরা তাদেরকে নিরাপদ রাখব। তাদের দেশ, তাদের বিষয় সম্পত্তি এবং তাদের ধর্ম ও ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন অব্যাহত ও নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন সমাজগত আচার ব্যবহারের, কোন বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। মুসলমানগণ তাদের নিকট অর্থ বিনিময় ব্যতীত কোন প্রকার উপকার নিতে পারবে না। তাদের নিকট হতে 'ওসর' গৃহীত হবে না। তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করা হবে না। কোন ধর্মযাজককে তার পদ হতে

www.pathagar.com

অপসৃত করা হবে না। কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না। যতক্ষণ তারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করবে, ততক্ষণ সনদে লিখিত শর্ত সমূহ সমানভাবে বলবৎ থাকবে। তারা অত্যাচারী না হোক এবং তারা অত্যাচারিত না হোক।"

প্রতিনিধি দল নাজরানে ফিরে গেলে, তাদের নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় অবগত হয়ে লর্ড বিশপের খুল্লতাত ভ্রাতা বেশর সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন যে, ইনিই সেই প্রত্যাশিত শেষ নবী, আমি তাঁর নিকট চললাম। এই ব্যক্তি মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নাজরানের গীর্জায় তপস্যারত একজন সন্ন্যাসীও মদীনায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহাজনগণের প্রচারের ফলে নাজরান অঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসার দিন দিন বাড়তে লাগল।

আমরা নমুনা স্বরূপ একটি প্রতিনিধি দলের কাহিনী এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। শতাধিক প্রতিনিধি দলের কাহিনী- এখানে উল্লেখ করার কোন অবকাশ নেই।

নবম হিজরী সনের হজ্ব

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামী যুগের প্রথম হজ্জ ৮ম হিজরী সনে প্রাচীন রীতিতেই উদযাপিত হয়। পরে নবম হিজরী সনে দ্বিতীয় হজ্ব মুসলমানরা নিজেদের রীতি অনুযায়ী, আর মুশরিকরা তাদের রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করে। অতঃপর ১০ম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে খালেস ভাবে ইসলামী রীতিতে হজ্ব সম্পন্ন হয়। তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরী সনের জিলকদ মাসে হজরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল হজ্ব (হজ্ব যাত্রীদের নেতা) নিযুক্ত করে তিনশত হজ্ব যাত্রীর একটি কাফেলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা হতে প্রেরণ করেন। এ কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলে পরপরই সূরা তওবার প্রথম পাঁচটি রুকুর সাইত্রিশটি আয়াত নাজিল হয়। এ ভাষণে মুশরিকদের সঙ্গে নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন

"সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা হয় সে সব মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি (Pact) রয়েছে। অতঃপর তোমরা (মুশরিকরা)

www.pathagar.com

দেশে আরও চারটি মাস চলাফিরা কর; আর জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর অবশ্যই আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের হেয় করবেন। হজ্বের বড় দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ হতে সাধারণ ঘোষণা সমস্ত মানুষের প্রতি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য ইহা মঙ্গলজনক; আর যদি বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে অক্ষম। আর (হে নবী!) সত্য অমান্য- কারীদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনান।"

[সূরা তাওবাঃ ১-৩]

এখানে ভাষণটির মাত্র ৩টি আয়াত উদ্ধৃত করা হল। ভাষণটি নাজিল হলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আলী (রাঃ) কে দায়িত্ব অর্পণ করে পাঠালেন, যেন হজ্বের সময় উপস্থিত জনতার সম্মেলনে ইহা পাঠ করে শুনানো হয় এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক যে কর্মনীতি অবলম্বিত হয়েছে তা সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মুতাবিক হজ্বে উপস্থিত জনতার সম্মুখে সূরা তওবার নাজিলকৃত আল্লাহর ঘোষণা পাঠ করে শুননোর সাথে সাথে নিম্নের রাজকীয় ঘোষণা সমূহও প্রদান করা হল ঃ

১. জান্নাতে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে।

(২) এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক মক্কায় হজ্ব করতে আসতে পারবেনা।

(৩) আল্লাহ্‌র ঘরের চারি পাশে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নিষিদ্ধ করা হল।

(৪) যাদের সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্ধি চুক্তি এখনও জারী আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ করেনি, তাদের সাথে চুক্তির সময় পর্যন্ত তা রক্ষা করা হবে।

এ ঘোষণার সুফল এ হলো যে, বহু সংখ্যক মুশরিক ইসলামের শান্তি নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্ব

১০ম হিজরী সনের জিলকদ মাসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্ব যাত্রার ঘোষণা প্রদান করা হল। এ ঘোষণা বাণী প্রচারিত হবার সাথে সাথেই আরব উপদ্বীপের সর্বত্র আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার তরঙ্গ বয়ে গেল। বহু মুসলমান আজও হজরতকে স্বচক্ষে দেখেনি। তাই তারা হজরতের দর্শন লাভের ও মহাপুণ্য অর্জনের এক মহাসুযোগ পেয়ে গেলেন। জিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্তুত ও সজ্জিত হয়ে কাছওয়া নামক বিখ্যাত উষ্ট্রীর উপর আরোহন পূর্বক মক্কার পথে যাত্রা করলেন। অসংখ্য মুসলমান মদীনা হতেই হজরতের সঙ্গ নিয়েছিলেন। হযরতের অগ্রেপশ্চাতে, ডানে ও বাঁয়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। পথে আরও বহু গোত্রের যাত্রীগণ হজরতের সঙ্গী হলেন। ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র, দাস, প্রভু নির্বিশেষে সকল মুসলমান আজ একই আল্লাহর বান্দা এবং এক আদমের সন্তান রূপে একই লক্ষ্যে একই সাধনক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন। এক এক খণ্ড শুভ্র শ্বেতবস্ত্রের উত্তরীয় ও তহবন্দ হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্যন্ত সকলের আজ এই এক পরিচ্ছদ। নগ্ন মস্তক, নগ্নপদ, সকলের মুখে একই বাণী- اللهم لبيك (অর্থ হে আল্লাহ ! তোমার দরবারে হাজির)। এরূপে লক্ষভক্ত বেষ্টিত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক হিজরতের পথ ধরে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়ে যাত্রার নবম দিবসে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হজ্বের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার পর ৮ই জিলহজ্ব তারিখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাত প্রান্তরে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সমবেত লক্ষাধিক জনতার সামনে যে ঐতিহাসিক ভাষণ (খুৎবা) প্রদান করেন, তা আজও সত্যসন্ধানী মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য উজ্বল হয়ে জ্বলছে। আমাদের নিকট ইহা বিদায় হজ্বের ভাষণ নামে পরিচিত হয়ে আছে।

বিদায় হজ্বের ভাষণ (খুৎবা)

বিদায় হজ্বে আরাফাত প্রান্তরে সমবেত লক্ষাধিক জনতার সামনে হজরত যে ঐতিহাসিক ভাষণ পেশ করেন, তা কবি আবুল হাশিম সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর বিদায় হজ্ব কবিতায় চয়ন করেছেন। কবিতাটি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

www.pathagar.com

'লা-শরীক তুমি নিখিলের স্বামী
আল্লাহ্ দয়াময়।'
হজরত কহে উদাত্ত কণ্ঠে,
'প্রভু গো তোমার জয়।'
আরাফাত মাঠ মুক্ত গগণ,
দীপ্ত সবিতা, শান্ত পবণ,
লক্ষ হৃদয় শুনে সে বাণী
মন্ত্র মুগ্ধ রয়।
কতদিন, কত মাস, আর কত
বিরস বছর পরে,
পরবাসী আজি এসেছে ফিরিয়া
জন্ম ভূমির ক্রোড়ে।
এসেছে বহিমা সম্পদ তার
শেষ বিদায়ের সওগাত ভার
ভুলে অপমান, দিতে উপহার
বিশ্ব-মানব করে।
হেথায় মিলেছে দিশি দিশি হতে
বিপুল মানব-ধারা
শত তটিনীর সঞ্চিত নীর
মহা বারিধির পারা।
নাহি হুঙ্কার নাহি তান্ডব
শান্ত মুগ্ধ স্তব্ধ নীরব
যত অশান্ত বিদ্রোহী ঢেউ
নত হয়ে গেছে তারা।
শুধু আনছার মুহাজেরীনের
নহে আজি সমাবেশ,
মহা মানবের মহা আহবানে
মিলেছে সকল দেশ।
যে জন মাথায় হানিল কৃপাণ
যে করিল পথে কন্টক দান,
এ মিলন হতে তারও সন্তান
রহে নাই অবশেষ।
সম্বোধে নবী অযুধি সম,
'হে প্রিয় মুসলেমীন
মহা পবিত্র এই জিলহজ্ব
এই স্থান, এই দিন।
স্তব্ধ আজিকে অযুত পরাণ,
লোভে না পরের সম্পদ মান,
সংযত কোষে বন্ধ কৃপাণ
রুধির পিপাসা হীন।
নির্দেশ আমার গেঁথে লও মনে,
এই অবনীর পরে
অপরের মান, অর্থ, রুধির
হারাম সবার তরে।
নিঠুর কুসীদ অবিচার স্রোত
আজ হতে সব হয়ে যাক রোধ,
হয়ে যাক রোধ রক্তের শোধ
বংশ পরম্পরে।
আল্লাহর ডাকে যাইব যখন–
যেন তোমাদের হাতে
করো না মলিন এ দ্বীন আমার
ভ্রাতৃ রক্তপাতে।
সাবধান সবা সেই মহাক্ষণ
দাঁড়াবে যেদিন বিভুর সদন
পিতার পুণ্য মুক্তি কারণ
যাবে না পুত্র সাথে।
চরণে দলিনু অন্ধ যুগের
বংশ-অহঙ্কার,

www.pathagar.com

ভাই ভাই মিলি মুসলিম যত
এক মহা পরিবার।
নাহি ভেদাভেদ আজমী, আরবী,
এক আদমের সন্তান সবি,
ধূলায় রচিত আদম-তনয়
গরব কিসের তার?
নহে আশরাফ যার আছে
শুধু বংশের পরিচয়,
সেই আশরাফ জীবন যাহার
পুণ্য কর্মময়।
হাবশীও যদি সত্যের পথে
বরণীয় হয়, তবু এ জগতে
তারি নির্দেশ নত মস্তকে
মানিবে সুনিশ্চয়।
বন্ধু সকল, সাবধান সব,
তোমাদের যেই দাস
যে আহার তব তাই তারে দিয়ো,
দিয়ো তারে সব বাস।
দিয়োনা তাহারে, দিয়োনা যে ভার
বহিতে শকতি নাহিক তাহার,
সেও মুসলিম, ভাই যে তোমার
লহ তারে নিজ পাশ।
সাবধান ভাই, সাবধান সব,
তোমাদের পুরনারী,
পুণ্য শপথে বরিয়া লয়েছ
মহাদান বিধাতারি।
তাহাদের প্রতি তোমা সবাকার,
দিয়াছে বিধাতা সেই অধিকার,
তোমাদেরো পরে সেই অধিকারে
তাহারাও অধিকারী।
তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি
দুটো মহা উপহার
কোরআনের পুত মঙ্গল বাণী
মম উপদেশ আর;
যতদিন সবে পরম আদরে
আঁকড়ি রাখিবে ধরি দুই করে,
হারাবে না পথ ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে
সংসার সাহারার।
'বল ভাই সবে আল্লাহর বাণী
শুনায়েছি আমি সব?'
'শুনায়েছ তুমি, শুনায়েছ নবী"
চারিদিকে কলরব।
'করেছি সে সব' সুধাল আবার
'যাহা কিছু মোর ছিল করিবার?'
'করেছ, করেছ' ধ্বনি চারি ধার
উঠিল কণ্ঠ-রব।
বদনে ভাতিল হর্ষ-আলোক
নয়নে ঝরিল লোর,
'অন্তর্যামী, সাক্ষী রহিয়ো'
কহে করি করজোড়।
ধীরে আঁখি মেলি জনতার পানে
কহিল 'যাহারা আছে এই খানে,
যারা নেই, যেন তাহাদের স্থানে
দিয়ো এ বচন মোর।
হয়তো জীবনে হজ্বের ভাগ্য
আসিবে না আরবার,
কবে বিধাতার আহবান হবে
নিরূপণ নাহি তার।
স্মরণ রাখিয়ো নির্দেশ আমার,
ইহাই যে সব যা' ছিল দিবার,
চির বিদায়ের শেষ-উপহার-
সকল কিছুর সার।'

www.pathagar.com

হে রাসূল ভক্ত আল্লাহর বান্দারা ! যদি পরকালে নবীর সাফায়াতের আশা করেন, তবে নবীর জীবনী পাঠ করুন, নবীর প্রকৃত আদর্শ (সুন্নত) এর অনুসন্ধান করুন। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মহান উপদেশ বিস্তারিতভাবে অবগত হয়ে, নবীর প্রকৃত আদর্শ অবগত হয়ে, তার অনুসরণের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী; ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে একবারই মাত্র হজ্ব করেছেন ; আর এ হজ্বই হল বিদায় হজ্জ। এ হজ্জ দিয়ে শেষ করলেন তিনি তাঁর উপর আরোপিত 'দ্বীনেল হক্ক' প্রতিষ্ঠা করার গুরু দায়িত্ব। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন,

﴿ ... اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .... ﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) কে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলাম (আত্মসর্পণ) কে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।" [সূরা মায়িদা-৩]

হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন করে তিন মাসের মধ্যেই ১২ই রবিউল আউয়াল মাসে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ তা'লার সান্নিধ্যে মহা যাত্রা করলেন। আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছামু আ'লা মুহাম্মাদেও ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

ইসলামের স্বরূপ

বিশ্ব স্রষ্টা নিখিল বিশ্বের সব কিছুকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজনীয় আকার আকৃতি দান করেছেন ও তার সৃষ্টির লক্ষ্য পথে তাঁকে হেদায়েত দান করেছেন বা পরিচালিত করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দিন-রাত্রি, বায়ু প্রবাহ, বারিবর্ষণ ইত্যাদি ঠিক আল্লাহর সৃষ্ট নিয়মেই চলছে। পশু পাখীও ঠিক আল্লাহর সৃষ্ট নিয়মের অধীন হয়ে চলছে। এ সব সৃষ্টির স্রষ্টার শাশ্বত নিয়ম ভঙ্গের কোন স্বাধীন ইখতিয়ার নেই। কিন্তু মানুষ একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। মানুষের পছন্দ, অপছন্দ, ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়, গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীন ইচ্ছা বা ইখতিয়ার

www.pathagar.com

আছে। মানুষ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী; কিন্তু এ জ্ঞানবুদ্ধি তাকে জন্মগত ভাবে দেয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন-

﴿ والله أخرجكم من بطون إمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصاروالأفئدة لعلكم تشكرون ﴾

'আল্লাহ তোমাদেরকে মায়ের পেট হতে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না; অতঃপর তোমাদের (দেখার জন্য) চোখ, (শুনার জন্য) কান, (বুঝার জন্য) হৃদয় সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা (আল্লাহর) শুকুর (কৃতজ্ঞতা) আদায় কর।'-[সূরা নহল-৭৮]।

মানুষ জন্মগতভাবে কিছুই জানে না; কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার বুদ্ধি বিকাশের ব্যবস্থা সৃষ্টিগতভাবে করা হয়েছে। ফলে, পরবর্তী জীবনে শিক্ষালাভ করে বা জ্ঞান আহরণ করে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি বা বিচার বিবেক সব মানুষের সমান না হওয়ায় মানুষের মাঝে নানামত ও পথের উদ্ভব ঘটেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এ মতভেদ বিদ্যমান। আর এরূপ মতভেদের অবস্থাই মানুষকে নানা বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তপাতের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে।

মানব জিন্দেগী একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার অধীন। মানব জিন্দেগীর সাথে জড়িত আছে ধন সম্পদের সম্পর্ক; সংসার সমাজে পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্বের সম্পর্ক; অপরাধ প্রবণতা ও বিচারের সম্পর্ক: শাসন হুকুমের সম্পর্ক ইত্যাদি। এরূপ জটিল অবস্থায়, মানুষ তার জিন্দেগীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই মানুষের স্রষ্টা মানুষকে জীবন যাপনের সঠিক নীতি শিক্ষা দানের জন্য নবী রাসূলগণকে হেদায়েত দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

অতীত নবীগণের প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে যখন মানবকূলে বিভ্রান্তি বা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তখনই আল্লাহর প্রকৃত হেদায়েত নিয়ে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হলেন।

আল্লাহ পাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মানব রচিত, কি ধর্মীয়, কি সামাজিক, সকল প্রকার রীতি নীতি (দ্বীনে বাতিল) কে উৎখাত করে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত শাশ্বত সত্য নীতি (দ্বীনের হক্ক) কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরণ করলেন। আল্লাহ পাক বলেন-

www.pathagar.com

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون

'তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত (নির্দেশনা) ও দ্বীনেল হক' (সত্য জীবন ব্যবস্থা) দিয়ে পাঠালেন, যে তিনি সকল প্রকার দ্বীনের উপরে দ্বীনেল হক্বকে বিজয়ী করে দেন, আর মুশরিকরা এটি যতই অপছন্দ করুক।' [সূরা ছাফ-৯]।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওতী জিন্দেগীর নাতিদীর্ঘ তেইশ বছর সময়ে এক সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমে সকল প্রকার মানব রচিত রীতি নীতি, আইন-কানুন (দ্বীনে বাতিল) কে উৎখাত করে আল্লাহ প্রদত্ত রীতি-নীতি, আইন-কানুন (দ্বীনেল হক্ব) প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি একটি রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন, এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত মোতাবিক। এ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে ধর্মনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি, পারিবারিক নীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি সবই প্রতিষ্ঠিত হল আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত মোতাবেক। এ রাষ্ট্রের মালিক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন না, জনগণও হলেন না। এ রাষ্ট্রের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ, যিনি নিখিল বিশ্বের সম্রাট مالك الملك (মালিকুল মুলক), যিনি প্রকৃত সম্রাট مالك الحق (মালিকুল হক), যিনি মানুষের সম্রাট مالك الناس (মালিকুন্নাস)। এরূপ রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির জীবন সার্বাক্ষিণিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। শাসক আল্লাহর বিধান মোতাবিক শাসনকার্য চালাচ্ছেন; অতএব, তিনি আল্লাহরই আনুগত্য করছেন। বিচারক আল্লাহ প্রদত্ত আইন বা বিধান মোতাবেক বিচারকার্য চালাচ্ছেন; অতএব, তিনি আল্লাহরই আনুগত্য করছেন। একজন মুজাহিদ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম মোতাবিক যুদ্ধ করছেন; অতএব, তিনি আল্লাহরই আনুগত্য করছেন। পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রী আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পরস্পরের দায়িত্ব পালন ও অধিকার রক্ষা করে চলছেন; সুতরাং তারা আল্লাহরই আনুগত্য করছেন। এরূপ আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যে যে অবস্থানেই থাকুন, তিনি আল্লাহরই আনুগত্য করেন। এরূপ অবস্থায় জিন্দেগীর প্রতি মহূর্ত আল্লাহর এবাদতের অধীন।

www.pathagar.com

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর আনুগত্য করাই আল্লাহ পাকের এবাদত। আল্লাহর এরূপ পূর্ণাঙ্গ এবাদত করার জন্যই মানব জাতির সৃষ্টি। আল্লাহপাক বলেনঃ ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾

'আমি জ্বীন ও মানবকে আমার এবাদত করা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' -[সূরা যারিয়াত-৫৬]।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন তার সংবিধান (constitution), হল আল্লাহর বিধান তথা আলকোরআন। আলকোরআনের সমুদয় আদেশ নিষেধই আল্লাহর বিধান। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যে, সে দিকে আল্লাহর নির্দেশ নেই। কাজেই, আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে আলকোরআনের যাবতীয় হুকুম মানার ব্যবস্থা করতে হবে আর এ রূপ ব্যবস্থা করতে হলে ইসলামী জিন্দেগীতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, কোরবাণী ইত্যাদি কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার নাম ইসলাম পালন নয়। আল্লাহর হুকুম পালন করা, আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের নাম ইসলাম। ইসলাম কোন ধর্ম নয়; কয়েকটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। ইহা আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত সত্য, পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম একটি নীতি ভিত্তিক জাতীয় ব্যবস্থা, একটি নীতি ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; এ নীতি আল্লাহ্ প্রদত্ত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া আল্লাহ্র আনুগত্য হবে না; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া ইসলাম যেন মস্তক বিহীন অবয়ব।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ইসলামী জিন্দেগীর জীবন বৃক্ষের বীজ কালেমা তাইয়েবা لا اله الا الله محمد رسول الله

(আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)", বপন করলেন; আর তেইশ বছরে ইহা দৃঢ় মূল বিশিষ্ঠ ফলবান জীবন বৃক্ষে পরিণত হল। মানুষের অধঃপতিত চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন যবনিকা বিদূরীত হয়ে উন্নত চরিত্রের আলোকোজ্জ্বল দিবসের আবির্ভাব ঘটল। অন্তহীন জীবন সমস্যার অবসান হল। কবি বললেন-

ওই দেখ যবনিকা ধীরে ধীরে হয়ে যায় দূর,

www.pathagar.com

ক্ষীণরেখা চন্দ্র লেখা আনিয়াছে আলোকের সুর।
দিনে দিনে বর্দ্ধমান শশিকলা আকাশে উদয়,
আলোকের জয়গানে অন্ধকার হইল বিলয়।
মরতের বুকে হাসি ঝিলিমিলি ফুটিয়া উঠিল,
শান্তি প্রীতি আনন্দের স্বরগের মহিমা ঘোষিল।
এলেন আরব নবী সহি দুঃখ অপার যাতনা,
হিংসা ভরা পৃথিবীতে প্রেম রাজ্য করিতে স্থাপনা।

দারুল ইসলাম বনাম দারুল কুফর

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলে 'দারুল ইসলাম'। দারুল ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইসলামী বিধান তথা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মের অধীন পরিচালিত হয়। বিপরীতে, যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানের বাইরে মানুষ রচিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে বলে দারুল কুফর'। দারুল কুফরকে 'দারুল হরব'ও বলা হয়।

আরবী দার শব্দের অর্থ গৃহ। 'দারুল ইসলাম' অর্থ ইসলামের গৃহ। ইসলামের গৃহে শুধু ইসলামের বিধানই জারী থাকে। দারুল ইসলাম ইসলামী বিধানের ধারক ও প্রয়োগকারী। এরূপ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।

দারুল কুফর অর্থ কুফরীর গৃহ। দারুল কুফর আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের ধারক ও প্রয়োগকারী। এরূপ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কোন রাজা, বাদশা, ডিক্টেটর বা জনগণ।

দারুল কুফরের সাথে দারুল ইসলমের শান্তি চুক্তি বা অন্য কোন চুক্তি হতে পারে। যে দারুল কুফরের সাথে দারুল ইসলামের কোন চুক্তি থাকে না, তাই 'দারুল হরব'। আরবী 'হরব' শব্দের অর্থ যুদ্ধ। এরূপ রাষ্ট্রের সাথে দারুল ইসলামের শত্রুতা বা যুদ্ধের অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

মদীনায় যখন দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তার বাইরে সর্বত্রই দারুল কুফর বিদ্যমান। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য গ্রহণকারী মুসলমানরা

www.pathagar.com

দারুল কুফর হতে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসতে থাকে। সহীহ আল বোখারী শরীফের ২৩৪৭ নং হাদীসের বর্ণনা-আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলাম, তখন রাস্তায় বললাম, রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক। তবে তা দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে।'

দারুল ইসলামের মুসলমান নাগরিক ও দারুল কুফরের মুসলমান নাগরিকের পদ মর্যাদা -এর পার্থক্যঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করলে মদীনায় দারুল ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ সময় দারুল ইসলামের বাইরে দারুল কুফরে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে দারুল কুফর থেকে হিজরত করে মদীনার দারুল ইসলামে চলে আসার আহবান দেয়া হয়। দারুল কুফরে অবস্থানরত যে সব মুসলমান শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত হিজরত না করে দারুল কুফরে থেকে যায়, তাদের সাথে দারুল ইসলামে বসবাসকারী মুসলমানদের নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা প্রদান করা হয়। আল্লাপাক বলেন-

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনল ও হিজরত করল এবং আল্লাহর পথে জান ও মালসম্পদ দিয়ে জিহাদ করল; আর যারা আশ্রয় দিল ও সাহায্য করল, তারা পরস্পরের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান আনল কিন্তু (দারুল কুফর হতে) হিজরত করল না, তবে তাদের সাথে কোন বিষয়ে তোমাদের বন্ধুত্ব পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসে। আর যদি দ্বীনের ব্যাপারে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; তবে এ সাহায্য ঐ কওমের বিরুদ্ধে হবে না যে কওমের সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর, আল্লাহ উহার সম্যক দ্রষ্টা।' -[সূরা আনফাল-৭২]।

এ আয়াত ইসলামী শাসনতান্ত্রিক বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা। এতে এ নীতি নির্ধারিত হয়েছে যে, বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক হচ্ছে কেবল সেই সব মুসলমানের মধ্যে যারা দারুল ইসলামের জন্মগত বাসিন্দা অথবা বাহির হতে হিজরত করে আসা বাসিন্দা। কিন্তু যে সব মুসলমান দারুল ইসলামের

www.pathagar.com

সীমার বাইরে অবস্থিত, তাদের সাথে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক থাকলেও, তাদের সাথে পৃষ্ঠপোষকতার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বন্ধুত্ব, পৃষ্ঠপোষকতাকে ভৌগোলিক সীমার মাঝে সীমিত করে দেয়; রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে দারুল ইসলামের মুসলমান ও দারুল কুফরের মুসলমান পরস্পরের মীরাস (উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অংশ) পায় না; একজন অপরজনের আইনগত 'ওলী' (Guardian) হতে পারে না; পরস্পরে বিবাহসাদী হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র তার দায়িত্বপূর্ণ পদে এমন কোন মুসলমানকে নিয়োগ করতে পারে না, যে দারুল কুফরের নাগরিক হয়ে আছে।

এ আয়াত ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ আয়াত অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়িত্ব কেবলমাত্র উহার মুসলমান নাগরিকদের উপরেই বর্তায়; বাইরের মুসলমানদের জন্য উহার কোন দায়িত্ব নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- 'আমি এমন কোন মুসলমানের সাহায্য সংরক্ষণের জন্য দায়ী নই যারা মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করছে।'

দারুল কুফরের মুসলমান বাসিন্দারা যদি মজলুম হয়ে দারুল ইসলাম ও উহার মুসলমান বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে মজলুম ভাইদের সাহায্যে সাড়া দেয়া তাদের একান্তই কর্তব্য। কিন্তু এ সাহায্য অন্ধভাবে হতে পারবে না। আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এবং নৈতিক মান ও রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণীয়। দারুল কুফরের সাথে কোন সন্ধি চুক্তি থাকলে সন্ধি চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব ভঙ্গ করে দারুল কুফরের নাগরিক মুসলমানদের সাহায্য করা যাবে না।

সূরা নিসায় আল্লাহ পাক বলেন- *"কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন মুমিন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; তবে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। আর যদি কেহ কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুল বশতঃ হত্যা করে, তবে (এর কাফফারা স্বরূপ) এক মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং হত ব্যক্তির পরিবারকে 'রক্তমূল্য' প্রদান করবে, রক্তমূল্য (গ্রহণ না করে) মাফ করলে অন্য কথা। যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু জাতির (দারুল হরবের) বাসিন্দা*

www.pathagar.com

হয়, আর সে মুমিন হয়, তাবে এক মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি হত ব্যক্তি এমন জাতির (দারুল কুফরের) বাসিন্দা হয়, যার সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি আছে, তবে তার পরিবারকে 'রক্তমূল্য' দিতে হবে ও একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে সে ক্রমাগত দুই মাস রোজা পালন করবে। আল্লাহর নিকট হতে ইহাই (এরূপ গুনাহের) তওবার ব্যবস্থা, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" [আয়াত নং ৯২]।

উপরের আয়াতে যে বিধান দেয়া হয়েছে তার সারাংশ হল এইঃ নিহত মুমিন ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয় তবে তার পরিবারকে 'রক্তমূল্য' দিতে হবে এবং আল্লাহর নিকট তওবা কবুলের জন্য একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করতে হবে।

নিহত ব্যক্তি যদি দারুল হরবের বাসিন্দা হয়, তবে হত্যাকারী শুধু একজন মুমিন গোলাম আজাদ করতে বাধ্য হবে; কোন রক্তমূল্য দিতে হবে না।

নিহত ব্যক্তি যদি এমন দারুল কুফরের বাসিন্দা হয়, যার সাথে দারুল ইসলামের সন্ধি চুক্তি বিদ্যমান, তবে হত্যাকারী একজন মুমিন গোলাম আজাদ করবে ও রক্তমূল্যও প্রদান করবে। তবে এ ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ হবে চুক্তিবদ্ধ জাতির একজন অমুসলমানকে হত্যা করলে চুক্তি অনুসারে যা দিতে হয় তাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দারুল ইসলামের কোন মুসলমানকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে তার রক্তমূল্যের পরিমাণ রাসূলের যামানায় ছিল ১০০ উট অথবা ১০০ গাভী, কিংবা ২০০০ ছাগল। এসব জিনিসের মূল্য ধরেও রক্তমূল্য আদায় করা হত।

উপরে যে আলোচনা পেশ করা হল তাতে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, দারুল ইসলামের মুসলিম নাগরিক ও দারুল কুফরের মুসলিম নাগরিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নহে। তাদের মাঝে পৃষ্ঠপোষকতা, আত্মীয়তার সম্পর্কহীনতা এবং রক্তমূল্য প্রদানের বিধানে যে পার্থক্য রয়েছে তা তাদের পদমর্যাদা (Status) এর পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলছে।

www.pathagar.com

দারুল কুফরে বসবাসকারী মুসলমানের জন্য আজাবের ঘোষণা

আল্লাহ পাক বলেন- *''যারা নিজেদের উপর জুলুমকারী, তাদের জান কবজের সময় ফিরিস্তারা জিজ্ঞেস করবে- তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জওয়াব দেয়, দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফিরিস্তারা বলবে, আল্লাহর জমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতঃপর এসব লোকের পরিণতি হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ আবাস। তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় খুঁজে পায় না ও (হিজরত করার) কোন পথও পায় না, আল্লাহ হয়ত তাদের গুণাহ মাফ করে দিবেন; আল্লাহ গুনাহ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।' -[সূরা নিসাঃ ৯৭-৯৯]।*

এখানে সেই সব মুসলমানের কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করার পরও, কোন ঠেকা বা অক্ষমতা ব্যতীতই নিজেদের পূর্বতন কাফির জাতির মধ্যেই থেকে গেল এবং ব্যক্তি জীবনে কিছু কিছু ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলত; কিন্তু জীন্দেগীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে কুফরী ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করতে সন্তুষ্ট ছিল। অথচ মদীনায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দারুল ইসলাম স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে হিজরত করে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান অনুযায়ী পুরাপুরি ইসলামী বিধানের অনুসরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। দারুল ইসলামে হিজরত করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল ও দারুল ইসলামের দুয়ার তাদের জন্য খোলা ছিল; কিন্তু তা সত্বেও তারা আত্মীয়স্বজন, বিষয় সম্পদ, হিজরত কালীন দুঃখকষ্ট ইত্যাদি বৈষয়িক কারণে দারুল কুফরে থেকে যাওয়াকেই পছন্দ করেছিল; কুফরী ব্যবস্থার অধীনে থেকে আংশিক ইসলাম মেনে চলতে তারা কোন অসুবিধা বোধ করত না। এই জীবন যাপনই ছিল তাদের নিজেদের উপর জুলুম; আর এরূপ আধা মুসলিম হয়ে জীবন যাপনই আল্লাহর নিকট শাস্তি যোগ্য অপরাধরূপে গৃহীত হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহপাক বলেন,

﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾

www.pathagar.com

"যারা আল্লাহর নাজিল করা বিধান মোতাবিক হুকুম (ফায়সালা, বিচার, শাসন) করে না তারাই জালিম।" -[সূরা মায়িদা-৪৫]।

আল্লাহর নাজিল করা বিধান তথা আলকোরআনের বিধান পুরাপুরি না মেনে আংশিক অনুসরণ করলে যে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হবে তা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু কিছু (বিধান) বিশ্বাস করবে, আর কিছু কিছু (বিধান) অস্বীকার, অমান্য করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ নীতি অবলম্বন করবে, তবে দুনিয়ার জীন্দেগীতে তাদের অপমান, লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি কর্মফল হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে আরও কঠিনতর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে; আর তোমরা কি করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নহেন।' -[সূরা বাকারা-৮৫]।

আশা করি, আলকোরআন ও হাদীসের আলোকে আমার এ স্বল্প আলোচনা হতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের গুরুত্ব এবং দুই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী মুসলমানদের পৃথক পদমর্যাদার বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে। দারুল কুফরে বসবাস করে ইসলামের কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তথা নামাজ, রোজা, হজ্ব পালন, কোরবাণী, দান-খয়রাত ইত্যাদি পালন করতে কোন বিপত্তি ঘটে না; কিন্তু ইসলামী শাসন বিচার, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট (ফরজ, ওয়াজীব) বিধানসমূহ কিছুতেই অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না। জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সমুদয় বিধান অনুসরণ করতে হলে দারুল ইসলাম তথা আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্বের অধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য। আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সব চেয়ে বড় সুন্নত (আদর্শ)। এছাড়া পূর্ণ মুসলমান হওয়া অসম্ভব।

উপসংহার

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নুবুওয়াতী জিন্দেগীর তেইশ বছর ধরে দ্বীনে বাতিলকে উৎখাত করে দ্বীনেল হক্ককে প্রতিষ্ঠা দান করলেন।

www.pathagar.com

দ্বীনেল হক্কের প্রতিষ্ঠিত রূপ হল মদীনার দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক আল্লাহর। এ রাষ্ট্র চলত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত বা বিধি-বিধানের দ্বারা। আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধানের সংকলিত দলিল (Record) বর্তমান আলকোরআন। মানব জিন্দেগীর এমন কোন দিক নেই, যে বিষয়ে আলকোরআনে হেদায়েত বা হুকুম নেই। এই আলকোরআনই ছিল মদীনার দারুল ইসলামের শাসনতন্ত্র (Constitution)।

মানব জিন্দেগীতে যে কোন নীতি পরিপূর্ণরূপে ও সামাজিকরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপরিহার্য। রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য এ নীতিতে বিশ্বাসী কমিউনিষ্টরা জারতন্ত্রকে উৎখাত করে কমিউনিজমের নীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ইহা মানব রচিত নীতি (দ্বীনে বাতিল) হওয়ায়, ইহা প্রতিষ্ঠার পূর্বে মানব সমাজের যে মঙ্গল সাধনের আশা করা হচ্ছিল তা আদৌ অর্জিত হয়নি। কিন্তু মদীনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে আল্লাহর হেদায়েতের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হয়, তা প্রকৃতই একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হয়েছিল। দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরব সমাজে জিন্দেগীর সকল দিকে যত প্রকার অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, অত্যাচার, সুদের শোষণ, দাস প্রথা, নারী সন্তান হত্যা, ধর্মীয় অযৌক্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল তা সবই বিদূরিত হয়ে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা, সম্মান,অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মদীনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন, তার বীজমন্ত্র হল কালেমা তাইয়েবা-

لا اله الا الله محمد رسول الله

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' এ কালেমা তাইয়েবা মানব সমাজে বিরাজিত হাজারও জীবন দর্শনের মধ্যে একটি জীবন দর্শন। এ কালেমার ঘোষণা দিয়ে মানব জীবনে সকল প্রকার ইলাহকে অস্বীকার করা হয়। এ কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে ধর্মীয় জীবনে যেমন

www.pathagar.com

'ইলাহ (উপাস্য)' আছে, সামাজিক জীবনেও তেমনি 'ইলাহ' আছে। সমাজে মানুষ মানুষের 'ইলাহ' বা 'রব' হয় তখনই, যখন মানুষ মনগড়া ধর্মীয় বিধান বা সামাজিক বিধান প্রদান করে। ধর্মীয় নেতা বা পুরোহিত ও সামাজিক নেতা বা শাসক এরূপ 'ইলাহ' এর স্থান অধিকার করে। কালেমা তাইয়েবার ঘোষণা দিয়ে এরূপ সকল প্রকার 'ইলাহ'কে বর্জন বা অস্বীকার করে একমাত্র নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহকে 'ইলাহ' রূপে গ্রহণ করা হয়; একমাত্র আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্বকে কবুল করা হয়। মানব জিন্দেগীতে ইহা একটি অতি বিপ্লবী ঘোষণা। সমাজের এ বিপ্লবী ঘোষণার যে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আন্দোলনের প্রাথমিক কালের মুসলমানদের দুঃখ, দুর্দশা ও নির্যাতিত অবস্থা হতে অনুমান করা যায়। এ কালেমার বিপ্লবী ঘোষণার মাঝে রয়েছে বিরোধীদের প্রবল বাঁধা, বিপত্তি, অমানবিক অত্যাচার; বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ, জিহাদ ও সন্ধি; সমাজে প্রচলিত মিথ্যা, অসার, অযৌক্তিক ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি; মদ্যপান, জুয়া খেলা, অশ্লীলতা, নগ্নতা ইত্যাদি উন্নত চরিত্র ধ্বংসকারী রশম-রেওয়াজের সমাপ্তি; নির্যাতিত মানুষ তথা নারী, দাস, বিধবা, এতিম ইত্যাদির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমাজে প্রচলিত মানব রচিত যাবতীয় আইন কানুনকে বিলুপ্ত করে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুনের প্রবর্তন। এক কথায় বলতে হয়, কালেমা তাইয়েবা দারুল ইসলামের বীজ। এ কালেমার বিপ্লবী ঘোষণার ভিত্তিতে যখন আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্ব তথা দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ইহা প্রকৃতই মানুষের পরম, কল্যাণ সাধনকারী একটি সমাজ সংস্থায় পরিণত হল। কালেমা তাইয়েবার পরিপূর্ণ এ রূপকেই আল্লাহ পাক দৃঢ়মূল বিশিষ্ট ডালপালা ছড়ানো ফলবান ভাল জাতের বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন।

কালেমা তাইয়েবা শুধু অর্থহীন বা লক্ষ্যহীন কয়েকটি বাক্যের সমাহার নয়। শুধু শুধু ব্যক্তি জীবনে কালেমা তাইয়েবা তপজপ বা মসজিদে বসে ধ্যান (জ্বিকর) করার বিষয় নয়। লোক মরে গেলে লাখ বার কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে দোয়া বখশে দেবার ব্যবস্থাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা নয়। কালেমা তাইয়েবা মানুষের জন্য মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত একটি জীবন দর্শন, যার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে মানুষের ব্যক্তি জীবন হতে সমাজ জীবন, জীবনের সকল দিক। এ জীবন দর্শনকে গ্রহণ করার লক্ষ্য হল বিশ্ব স্রষ্টা

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্বকে গ্রহণ করা; এর বাইরে সকল প্রকার প্রভুত্বকে ও নেতৃত্বকে অস্বীকার করা। লক্ষ্য স্থির করে এ কালেমা উচ্চারণের অর্থ আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্বকে স্বীকার করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা। আল্লাহ পাক বলেন

"হে ঈমানদারগণ! আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সেই অঙ্গীকার, যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন যখন তোমরা বললে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর, অন্তরে যা আছে, তা অবশ্যই আল্লাহ অবহিত।"

(সূরা মায়িদা– ৭)।

এ আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা (দ্বীনেল হক্ব) কে গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি অদৃশ্য সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় ইসলামী পরিভাষায় একে 'ঈমান বিল গায়েব' বলা হয়। যথা,

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-যিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও বিধান দাতা; যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী (সেফাত) কেই বিশ্বাস করতে হবে।

(২) পরকালের প্রতি বিশ্বাস- দুনিয়ার জিন্দেগী মানুষের অস্থায়ী আবাসস্থল; মৃত্যু দ্বারা তার জীবনের শেষ নয়, বরং পরকালের স্থায়ী আবাসের সূচনা। দুনিয়ার অস্থায়ী জিন্দেগীতে মানুষ স্রষ্টার খলিফা (প্রতিনিধি) রূপে অনেক দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রেরিত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন; এ পরীক্ষার সফলতা ও বিফলতার উপর নির্ভর করবে পরকালীন চিরস্থায়ী শান্তির জীবন বা শাস্তির জীবন।

(৩) নবুওয়াত বা রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস- মানুষের চরিত্রকে জন্মগতভাবে করা হয়েছে শিক্ষা সাপেক্ষ। জন্মের পর মানব শিশু তার ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, আত্ম পরিচয়, ন্যায়-অন্যায়, জীবন যাপনের বিবিধ কর্ম পদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় শিক্ষা লাভ করে তার পরিবেশের নিকট হতে। মানব বুদ্ধিমান জীব; কিন্তু বুদ্ধির স্তর সকলের সমান নয়। ফলে, মানব সমাজে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মানুষের ভুল মত ও পথের অনুসরণ করা খুবই স্বাভাবিক। এ

www.pathagar.com

অবস্থায়, মানুষের ভুল মত ও পথকে সংশোধন করে তাকে সঠিক অভ্রান্ত জ্ঞান দানের জন্য মানুষের প্রভু আল্লাহ মানব সমাজের প্রকৃত শিক্ষকরূপে নবী রাসূলগণকে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। দুনিয়ায় মানুষের সূচনালগ্ন হতেই নবী রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। তাঁদের সর্ব প্রথম নবী মানুষের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানব জীবনে সঠিক মত ও পথের অনুসারী হতে হলে, নবী রাসূলগণের আনীত আসমানী জ্ঞানের অনুসরণ অবশ্যম্ভবী। বলা বাহুল্য, অতীতের সকল নবী রাসূলগণের আনীত আসমানী জ্ঞান বর্তমানে বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেছে; শুধু সর্বশেষ নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত আসমানী জ্ঞান আলকোরআন চৌদ্দশত বছর ধরে অবিলুপ্ত ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে ঈমান বা বিশ্বাসের সকল বিষয়ের আলোচনার অবকাশ নেই। তবে যারা এ তিনটি বিষয় আল্লাহ, পরকাল ও রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারাই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা (দ্বীনেল হক্ক)কে অবলম্বন করবে; জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের অধীন যাপন করবে বা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে; আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নেতৃত্বকে গ্রহণ করবে। আর এ বিশ্বাস ও কাজের সূচনা হবে কালেমা তাইয়েবার বিপ্লবী ঘোষণা দিয়ে

لا اله الا الله محمد رسول الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।

বর্তমানে বাণী আদম বা মানব জাতি বড়ই অশান্তি ও বিপর্যয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। জ্ঞানগর্বিত মানুষ বুদ্ধির জোরে মেশিন গান, ষ্টেইন গান, ব্রেইন গান; ডিনামাইট, টর্ণেডো, বোমারু বিমান, এটম বোম, হাইড্রোজেন বোম, মিসাইল, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি কত কি যে মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ সবের উদ্ভাবন বন-জঙ্গলের কোন হিংস্র জন্তু মারার জন্য নয়; এ সবের লক্ষ্য শুধু মানুষ হত্যা। তাহলে মানুষ কি সৃষ্টির সবচেয়ে ভয়াবহ জীব? বিষয়টি অবশ্যই গভীর চিন্তার দাবী রাখে। মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মাঝে কিছু কিছু শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চলছে; কিন্তু শান্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; শান্তির পথ যেন সোনার হরিণ।

www.pathagar.com

মানুষের এ বিপর্যস্ত অবস্থার মূলে রয়েছে 'বস্তুবাদী দর্শন'; 'কালেমা খাবিসার ভিত্তিতে মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা (দ্বীনে বাতিল) সমূহ। আল্লাহ পাক বলেন-

﴿ ظهر الفساد فى البرو البحر بما كسبت ايدى الناس ليذيق هم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ﴾

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলেস্থলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। (এভাবে) আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কৃত কর্মের শাস্তির ফল আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে।" (সূরা রুম- ৪১)।

আজ ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে পরিচিত মুসলমানদের মধ্যে দুঃখ, দুর্দশা ও অশান্তির আগুন জ্বলছে কেন? এর উত্তর আল্লাহ পাকই দিচ্ছেন-

-"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মান্য করবে, আর কিছু অংশ অমান্য , অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে, তাদের দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনার শাস্তি ছাড়া আর কি কর্মফল হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে আরও কঠিনতম শাস্তির মাঝে নিমজ্জিত করা হবে। আর তোমরা কি করে যাচ্ছ, সে বিষয়ে আল্লাহ বে-খবর নহেন।" *(সূরা বাকারা- ৮৫)*

আজ মুসলমানরা আংশিক ইসলাম পালন করে চলছে। তারা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (Complete Code of life) ইসলামকে একটি ধর্মে পরিণত করেছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, কোরবানী, ইত্যাদি কতিপয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেই তারা মনে করছে যে, তারা ইসলাম মেনে চলছে। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানের চোখে দেখছে না যে, ধর্মীয় গন্ডির বাইরে জীবনের যত দিক আছে, সব গুলোকেই আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ হতে বি:ুক্ত করা হয়েছে। দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিকে বদল করে তারা সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন করেছে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রবর্তিত দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন সবই বদল হয়ে গেছে। আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ মদ্যপান, জুয়া খেলা, ব্যভিচার ইত্যাদির জাতীয়ভাবে লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। নৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের প্রবর্তিত পর্দা ব্যবস্থার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে নারীদেরকে অর্দ্ধ

www.pathagar.com

নগ্ন বা প্রায় নগ্ন, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতার সরকারী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক কথায় আজ মুসলমানদের সমাজ জীবনের সর্ব দিক হতে ইসলামী নিয়মনীতি আইন কানুনকে বিদায় দেয়া হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হচ্ছে? জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করে কি মুসলমান হওয়া যায়? আলকোরআনে ঘোষিত আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, আর আল্লাহর নিষিদ্ধ রীতি নীতি সমাজে জারী রেখে শুধু শুধু কোরআন তেলাওয়াত করলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত লাভ করা যাবে কি? কালেমা তাইয়েবার অভিলষিত লক্ষ্য দারুল ইসলামের বাসিন্দা না হয়ে শুধু শুধু কালেমা তাইয়েবার তপজপ ও জিকির করলে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করা যাবে কি? আমার অন্তরের বহু জিজ্ঞাসাকে আমি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে রেখে দিলাম। আল্লাহ, পরকালে ও রেসালাতে বিশ্বাসী লোকেরা এ সবের জওয়াব খুঁজবেন ও নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করবেন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের নিকট আত্মসমর্পন যারা করে তারাই হয় মুসলিম। আরবী 'মুসলিম' শব্দের অর্থ আত্মসসমর্পনকারী। ইহা কোন বংশগত বা নামসর্বস্ব পরিচয় নয়। যারা আল্লাহ, পরকাল ও রেসালাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর বিধান তথা আল কোরআনের বিধানকে নিখিল সৃষ্টির সম্রাটের বিধান বলে কোন গুরুত্ব দেয় না তারা মুসলমান নামধারী হলেও মুসলমান হতে পারে না। কিন্তু যারা কালেমা তাইয়েবার নীতিতে প্রকৃত বিশ্বাসী তাদেরকে বর্তমান মুসলমানদের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা অবশ্যই করতে হবে। দারুল ইসলামের বাসিন্দা না হলে পূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না এ কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা দারুল কুফরের সাথেই তুলনীয়। একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই কাম্য। দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মতই ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কালেমা তাইয়েবার পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যেই তাদেরকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে; আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে; আর তাদের এ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হবে

جهاد فی سبیل الله
www.pathagar.com

আল্লাহর পথে জিহাদ। আর বর্তমান অবস্থায় আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসলামী আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সে যুগে যারা কালেমা তাইয়েবার নীতিকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করত, তারা দ্বিধাহীন চিত্তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে কোন নবী আসবেন না, তবে নবীর খলিফা বা প্রতিনিধি হবেন। যে ঈমানদার নেতারা প্রকৃতই নবীর পথের অনুসারী হবেন, তারাই নবীর খলিফার পদে বরিত হতে পারেন। বলা বাহুল্য, ইসলামের লেবাসধারী ভন্ড নেতা ও নবীর পথের প্রকৃত অনুসারী নেতার মধ্যে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। প্রকৃত ঈমানদার আল্লাহ ভীরু নেতার নেতৃত্বে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঈমানদারদের দল বা সংগঠন গড়ে তোলা ঈমানদারদের ঈমানের তাগিদ। এ লক্ষ্যে কালেমা তাইয়েবার বিপ্লবী ঘোষণা দিতে হবে। لا اله الا الله محمد رسول الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য প্রভু, বিধানদাতা) নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দূত (তিনি ছাড়া কোন নেতা নেই, আদর্শ নেই)। এ বিপ্লবী ঘোষণার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী তথা দারুল ইসলাম। দারুল ইসলাম ব্যতীত মুসলমানের জিন্দেগী অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ ইসলামে দাখিল হবার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন- *'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। অতঃপর তোমাদের নিকট পরিষ্কার নির্দেশ (বাইয়েনাত) আসার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারাঃ ২০৮-৯)।*

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه انيب

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যঃ-

গ্রন্থকার ১৯৩৫ ঈসায়ীসনের ৮ই জানুয়ারী দিনাজপুর জিলার চিরিরবন্দর উপজিলার অন্তর্ভূক্ত তেতুলিয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন এল-এম-এফ-ডাক্তার ছিলেন। ১৯৫৪ সনে তার নিজ উপজিলার অন্তর্ভূক্ত আলোকডিহি জে,বি, হাই স্কুল হতে তিনি আরবী বিষয়ে ডিস্টিঙ্কশন মার্ক পেয়ে ম্যাট্রিকুলেন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। ১৯৫৮ সনে রংপুর কারমাইকেল কলেজ হতে বি-এস-সি (পাস) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তির্ণ হন। ১৯৫৯ সনে তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে ফিজিক্স বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু এবছর ২৮শে অক্টোবর পিতার ইন্তেকাল হলে, পারিবারিক অসুবিধার কারণে ভার্সিটির ডিগ্রি তার জীবনে অসমাপ্ত থেকে যায়।

কর্ম জীবনের প্রথম দিকে তিনি দুটি হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে তিনি রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে জুনিয়র ইন্সট্রাকটর পদে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সনের মার্চ মাসে তাকে চাকুরী হতে অবসর প্রদান করা হয়। ছাত্র জীবন হতে মহাগ্রন্থ আল- কোরআন ও রাছুল (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ অধ্যায়ন করার দিকে তার এক বিশেষ আগ্রহ ছিল; এরই ফলশ্রুতি হলো তার কয়েকটি ইসলামী পুস্তক ও পুস্তিকা। ইহা তার প্রতি মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র এক অসীম রহমত।

লেখকের অন্যান্য বইঃ-

প্রকাশিতঃ-

১) নামাজ কায়েমের অর্থ কি (১ম খন্ড)
২) কোরআন মজিদকে আল্লাহ্ পাক কেন পাঠাইয়াছেন?
৩) আল্লাহর এবাদত বনাম শয়তানের এবাদত
৪) কোরআনী আইন মানার গুরুত্ব
৫) নবী করিম (দঃ) এর তাবলীগ
৬) নবী করিম (দঃ) এর ইসলামী আন্দোলন

প্রকাশের পথেঃ-

১) মানুষ হত্যা ইসলামে একটি জঘন্য অপরাধ
২) আল- কোরআনের অভিনব অভিধান
৩) ধর্মের প্রচলিত অর্থে ইসলাম কোন ধর্ম নয়
৪) ইসলামে পোষাক পরিচ্ছদের স্বরূপ
৫) বাঙ্গালী না মুসলমান?
৬) আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর এবাদত

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

টাউন ষ্টোর
ষ্টেশন রোড, রংপুর।

মোশতাক আহমদীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী
ষ্টেশন রোড, রংপুর।

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
বংশাল, ঢাকা

মদিনা প্রিন্টিং প্রেস
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।
এবং
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।